ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 70 Years ■ Issue-340 ■ 17 September, 2024 ■ আগরতলা ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ ইং ■ ৩১ ভাদ্র, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

৪র্থ বিশ্ব পুনর্নবিকরণযোগ্য শক্তি বিনিয়োগকারী বৈঠকে

'৪৭-এর মধ্যে দেশকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিনত করার মিশন ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর ।। আজ গুজরাটের গান্ধীনগরে চতুর্থ বিশ্ব পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি বিনিয়োগকারী বৈঠক ও প্রদর্শনীর (রি-ইনভেস্ট) উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিন দিনব্যাপী আয়োজিত এই শীর্ষ সম্মেলনে ২০০ গিগাওয়াটেরও বেশি অ-জীবাশ্ম জ্বালানী উৎপাদন ক্ষমতার ক্ষেত্রে ভারতের উল্লেখযোগ্য অবদানকারীদের সম্মান জানানো হয়। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, স্টার্ট আপ এবং প্রধান প্রধান শিল্প সংস্থাগুলির অত্যাধুনিক উদ্ভাবন প্রচেষ্টা সেখানে তুলে ধরা হয়েছে এবং প্রধানমন্ত্রী এই প্রদর্শনী ঘুরে দেখেছেন।

অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী রি-ইনভেস্ট সামিটের চতুর্থ সংস্করণে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং আস্থা প্রকাশ করেছেন এই বলে যে, আগামী তিনদিন জ্বালানি, প্রযুক্তি ও নীতির ভবিষ্যৎ নিয়ে গুরুত্বের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হবে। শ্রী মোদী বলেন, এই সম্মেলন থেকে প্রাপ্ত আলোচনা ও শিক্ষা সমগ্র মানবজাতিকে উপকৃত করবে। তিনি সফল আলোচনার জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সকলকে।

৬০ বছর পর রেকর্ড তৃতীয়বারের জন্য একই সরকারকে নির্বাচন করার জন্য ভারতবাসী যে জনাদেশ দিয়েছেন সে কথাও প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন। শ্রী মোদী বলেন, "ভারতের আকাঙ্ক্ষাই তৃতীয় মেয়াদে সরকার পুনর্নির্বাচিত হওয়ার কারণ"। তিনি ১৪০ কোটি নাগরিক, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাবালিকা অপহরণ ও ধর্ষণ কান্ডে গ্রেপ্তার অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৬ সেপ্টেম্বর।। অবশেষে বিলোনিয়া থানা এবং মহিলা থানার তৎপরতায় ঋষ্যমুখের ধর্মনগর এলাকার ১১ বছরের পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ুয়া নাবালিকা অপহরণ ও ধর্ষণকাণ্ডে জড়িত প্রসেনজিৎ মুহুরী (২২)কে গতকাল গভীর রাতে উত্তর জেলার ধর্মনগর রেল স্টেশন থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। মঙ্গলবার তাকে বিলোনিয়া আদালতে সোপাদ্য করা হবে। একই সাথে আজ নাবালিকার জবানবন্দী আদালতে রেকর্ড করা হয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন বিলোনিয়া মহাকুমা পুলিশ আধিকারিক অভিজিৎ দাস।

তিনি বলেন বিলোনিয়া মহিলা থানা এই ঘটনায় মামলা গ্রহণ করেছে। যার কেস নম্বর ২৯ এবং ভারতীয় ন্যায় সংহিতার সেকশন ১২৭,সাবসেকশন ১, ৯৬,৭৬, ৬৫(২), এবং সেকশন ফোর অফ পক্সো স্লো অ্যাক্ট এই ধারায় মামলা গ্রহণ করে তদন্ত শুরু করেছে। এদিকে সংবাদ মাধ্যমে খবর পেয়ে ত্রিপুরা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তিন ট্রলার সহ ৪৯ মৎস্যজীবী নিখোঁজ, কাকদ্বীপে

কাকদ্বীপ, ১৬ সেপ্টেম্বর(হি.স.)।। *দুযোগপূর্ণ আবহাওয়ার সতর্কবার্তা পাওয়ার পর গভীর সমুদ্র থেকে উপকূলের দিকে ফেরার পথে নিখোঁজ হয়ে গেছে তিনটি ট্রলার। তিনটি ট্রলারে মোট ৪৯ জন মৎস্যজীবী ছিলেন, যাদের কোনো খোঁজ মিলছে না। কাকদ্বীপ থেকে 'এফবি বাবা নীলকণ্ঠ' এবং ডায়মন্ডহারবার থেকে 'এফবি শ্রী হরি' ও 'এফবি মা রিয়া' নামের ট্রলারগুলি ৮ এবং ৯ সেপ্টেম্বর মাছ ধরার জন্য গভীর সমুদ্রে রওনা দিয়েছিল।*

আবহাওয়া দফতরের সতর্কবার্তা অনুযায়ী নিম্নচাপের কারণে সমুদ্র উত্তাল হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকায়, ট্রলারগুলি উপকূলের দিকে ফেরার চেষ্টা করছিল। তবে শনিবার থেকে তাদের সঙ্গে আর কোনও যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। ট্রলারগুলির মেশিন এবং ওয়্যারলেস বিকল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানা গেছে। নিখোঁজ মৎস্যজীবীদের পরিবারের মধ্যে গভীর উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছে। সোমবার সকাল থেকে তারা মালিকদের বাড়ির সামনে জমায়েত করেছেন এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের কোনও খবর না পাওয়ার বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। কাকদ্বীপ ফিশারম্যান ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বিজন মাইতি জানিয়েছেন, উপকূলরক্ষী বাহিনীকে অবগত করা হয়েছে এবং আজ সকালে হেলিকপ্টারের মাধ্যমে সমুদ্রে তল্লাশি অভিযান চালানো হবে। মৎস্যজীবী সংগঠনের পক্ষ থেকেও পাঁচটি ট্রলার নিয়ে সমুদ্র পাড়ি দেওয়া হবে নিখোঁজ ট্রলারগুলির সন্ধানে। এছাড়া আরও চারটি ট্রলার নিখোঁজ রয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে, তবে এখনও তাদের সঠিক অবস্থান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে।

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ১,৪৮,৩৭৯ জন কৃষককে এই সপ্তাহের মধ্যে হাজার টাকা দেওয়া হবে ঃ সচিব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর ।। সম্প্রতি বন্যায় সারা রাজ্যে বিভিন্ন খারিফ কৃষিজ ফসল চাষে ক্ষতিগ্রস্ত ১ লক্ষ ৪৮ হাজার ৩৭৯ জন কৃষককে এই সপ্তাহের মধ্যে তাদের ব্যাঙ্ক একাউন্টে ১ হাজার টাকা করে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ব্যয় হবে ১৪ কোটি ৮৩ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা। শীতকালীন সব্জি, পান, ফল ও বাগিচা ফসল চাষে ক্ষতিগ্রস্ত ৪৫ হাজার ২৪৮ জন কৃষককে চলতি সপ্তাহেই আর্থিক সহায়তা দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৪২ হাজার ৩৭৪ জন সব্জিচাষিকে ১ হাজার টাকা করে, ৮৯৭ জন ফল ও বাগিচা চাষিকে ২ হাজার টাকা করে এবং ১,৯৭৭ জন ক্ষতিগ্রস্ত পান চাষিকে পান বরোজ মেরামতের জন্য ২,৯৫০ টাকা করে তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দেওয়া হবে। আজ আগরতলা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায় একথা জানান। তিনি জানান, ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের অন্তবর্তীকালীন সহায়তার জন্য রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরকে ২০ কোটি টাকা দিয়েছে। এর মধ্যে কৃষি খাতে ১৫ কোটি টাকা এবং উদ্যান ও বাগিচা ফসলের জন্য ৫ কোটি টাকা দিয়েছে। উদ্যান দপ্তরের অধিকর্তা ফনিভূষণ জমাতিয়াও সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায় জানান, সাম্প্রতিক বন্যায় খারিফ কৃষিজ ফসল উৎপাদনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন ১ লক্ষ ৪৮ হাজার ৩৭৯ জন কৃষক। ক্ষতির পরিমাণ ৯৪৩ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা। জৈব ফসল চাষে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন ৭ হাজার ৯২৯ জন কৃষক। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রকাশ্যে অটো চালককে পিটিয়ে হত্যা মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর ।। এক দূর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রকাশ্য দিবালোকে অটো চালককে নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। সম্প্রতি এক ছাত্রী ওই দূর্ঘটনার কবলে পড়েছে। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আহত ছাত্রীর পরিবারের সদস্যরা অটো চালককে বাড়িতে গিয়ে বেধড়ক মারধর করেন। আজ জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওই অটো চালক মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। পাশাপাশি, অভিযুক্তরা মৃতের পরিবারের সদস্যদের থানায় মামলা না করার জন্য হুমকি দিচ্ছেন।

ঘটনার বিবরণে মৃতের ভাই জানিয়েছেন, জিরানিয়ার বাসিন্দা গৌরাঙ্গ দেবনাথ পেশায় অটো চালক। সম্প্রতি ইন্দ্রনগর বাজার সংলগ্ন এলাকায় অটো দূর্ঘটনার কবলে পড়ে। তাতে এক স্কুল ছাত্রী অল্পবিস্তর আহত হয়েছিল। কিন্তু ওই আহত ছাত্রীর পরিবারের সদস্যরা বিষয়টি সম্পূর্ণ না জেনেই গৌরাঙ্গ দেবনাথের বাড়িতে যান। তাঁরা প্রথমে অটো টি নিয়ে চলে

সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের দ্বারোদঘাটন অনুষ্ঠানে

রাজ্যের সমৃদ্ধ পর্যটন ক্ষেত্র মানুষকে আকর্ষিত করে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর ।। আগামী দিনে সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরটি একটি ধর্মীয় পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করবে। আজ আজ মোহনপুর বড়কাঁঠালস্থিত চিত্ত ধামে সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরে শুভ দ্বারোদঘাটন অনুষ্ঠানে এমনটাই আশা প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।এদিন মন্দিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা সহ লোকসভার সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব, রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য, মহারাজা প্রদ্যোত বিক্রম মাণিকা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সোমবার পশ্চিম জেলার মোহনপুর মহকুমার অধীন বড়কাঠালে সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের উদ্বোধন এবং বেদ বিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশের মতো পরিস্থিতি দেশে কায়েম হতে দেওয়া যাবে না ঃ আদিত্যনাথ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর ।। বাংলাদেশের মতো পরিস্থিতি ভারতে কায়েক হতে দেওয়া যাবে না। কারণ, এদেশে অনুকূল পরিস্থিতিতে উন্নয়ন দ্রুত গতিতে চলছে। আজ মোহনপুর বড়কাঁঠালস্থিত চিত্ত ধামে সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরে শুভ দ্বারোদঘাটন অনুষ্ঠানে জনগণের উদ্দেশ্যে এই সর্তক বাণী দিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। এদিন তিনি বলেন, ত্রিপুরায় বিকশিত সরকার কাজ করছে। রাজ্যে বর্তামানে শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ন পরিবেশ কায়েক রয়েছে। যা বিগত সরকারের আমলে ছিল না। প্রধানমন্ত্রীর এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারতের সংকল্প জনগণকে এক নতুন যাত্রার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তাঁর কথায়, ভারতে ডাবল ইঞ্জিনের বিজেপি সরকার উন্নয়ন ও ঐতিহ্য অভিযান অব্যাহতভাবে এগিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দেবশিল্পীর পূজাকে কেন্দ্র করে চরম ব্যস্ততা

দেবশিল্পীর আরাধনায় ভক্তরা। ছবি - নিজস্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, শান্তিরবাজার, ১৬ সেপ্টেম্বর।। মঙ্গলবার দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা পূজা। কাষ্ঠ শিল্প, যানবাহন, মিস্ত্রি, ইঞ্জিনিয়ারিং সহ বিভিন্ন অফিস দোকান সহ বাড়িঘরে হতে চলেছে দেবশিল্পীর পুজা।

দেবশিল্পী পুজো আয়োজকদের ব্যস্ততার পাশাপাশি বাজারেও এদিন চরম ব্যস্ততা লক্ষ্য করা গেছে। তেলিয়ামুড়া শহরের বাজারে মহকুমার বিভিন্ন এলাকার মূর্তি বিক্রেতারা মুর্তি নিয়ে হাজির হয়। পাশাপাশি ফল, মিষ্টি, মালা ইত্যাদির পসরা সাজিয়ে বসেন। এবছর অন্যান্য বছরের পুজো আয়োজন থাকলেও বাজার তেমন ভাল নয়, জানালেন বিভিন্ন ব্যবসায়ীরা।

বিগতদিনের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিশাল অংশের মানুষ। এর প্রভাব পুজোর বাজারেও পড়েছে বলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অন্নপ্রাশনে লঙ্কাকান্ড দু'পক্ষের মারপিট, আহত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর ।। অন্নপ্রাশনের অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে লঙ্কাকাণ্ড বাঁধে। দুই পক্ষের মারপিটে আহত বেশ কয়েকজন। এমনকি সারমেয় ছেড়ে দেওয়ার ও অভিয়োগ উঠেছে। এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ। পুলিশের কাছে অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগ করা হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, ধলেশ্বর মাঙ্গলিক বিয়ে বাড়িতে এক অন্নপ্রশানের অনুষ্ঠান চলছিল। পাশের রাস্তার মোড়ে চন্দন দাশের দোকানের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে বিয়ে বাড়িতে আসা লোকজনদের মধ্যে মদ খাওয়া চলছিল। ওই সময় দোকান মালিক চন্দন দাশ ওই ব্যক্তিদের গাড়ি সরিয়ে নিতে বলেন। কারণ, ওই এলাকায় বিপরয্স্ত কোনো ব্যক্তি হাসপাতালে যেতে চাইলে সে যেতে পারবেন না। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই বাড়ি বাড়িতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছুটি

দেবশিল্পী শ্রী শ্রী বিশ্বকর্মা পূজা উপলক্ষ্যে আজ ১৭ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার জাগরণ ও রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস এর কর্মীদের ছুটি। তাই, এই পত্রিকা ১৮ সেপ্টেম্বর বুধবার প্রকাশিত হবে না।

জাগরণ আগরতল ১৭ সেপ্টেম্বর২০২৪ ইং
৩১ ভাদ্র, মঙ্গলবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা পূজা

১৭ সেপ্টেম্বর দেব শিল্পী শ্রী শ্রী বিশ্বকর্মা পূজা। দেব শিল্পীর আরাধনায় ব্রতী হইয়াছেন শিল্পকর্মের সঙ্গে যুক্ত সব অংশের মানুষজন। ত্রিপুরা সহ বিভিন্ন রাজ্যের দেব শিল্পীর আরাধনার যাবতীয় প্রস্তুতি চূড়ান্ত। রাজধানীর আগরতলা শহরসহ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে দেবো শিল্পীর আরাধনার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। তবে এবছর বন্যা জনিত পরিস্থিতির কারণে দেব শিল্পীর পূজা হইলেও আনন্দে কিছুটা ভাটা পড়িবে তাহা বলিবার অপেক্ষায় রাখে না। কেননা বন্যায় বহু মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। তদুপরি দেব শিল্পীর আরাধনায় উৎসাহ উদ্দীপনার কোন ঘাটতি নাই।

বিশ্বকর্মা পূজা একটি হিন্দুধর্মীয় উৎসব। হিন্দু স্থাপত্য দেবতা বিশ্বকর্মার সন্তুষ্টি লাভের আশায় এই পূজা করা হয়।তাহাকে স্বয়ম্ভু এবং বিশ্বের স্রষ্টা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। তিনি দেবতা কৃষ্ণের রাজধানী দ্বারকা শহরটি নির্মাণ করিয়াছিলেন। এছাড়াও তিনি রামায়ণে বর্ণিত লঙ্কা নগরী, পাণ্ডবদের মায়া সভা, রামায়ণে উল্লিখিত ব্রহ্মার পুষ্পক রথ, দেবতাদের বিভিন্ন গমনাগমনের জন্য বিভিন্ন বাহন, দেবপুরী এবং বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র, শিব এর ত্রিশূল, কুবের এর অস্ত্র, ইন্দ্রের বজ্র, কার্তিকের শক্তি সহ দেবতাদের জন্য বহু কল্পিত অস্ত্রের স্রষ্টা। বিশ্বকর্মার ভক্তরা বিশ্বাস করেন যে তিনি এই বিশ্বের সব কর্মের সম্পাদক। তিনি সব ধরনের শিল্পের প্রকাশক। শিল্পবিদ্যায় বিশ্বকর্মার রহিয়াছে একচ্ছত্র অধিকার। তিনি নিজেই চতুঃষষ্টিকলা, স্থাপত্যবেদ এবং উপবেদ এর প্রকাশক। কথিত আছে, পুরীর বিখ্যাত জগন্নাথমূর্তিও তিনিই নির্মাণ করেন।বিশ্বকর্মা প্রযুক্তির দেবতা। এই দিনে কর্মরত শ্রমিকরা কাজ করেন না, দিনভর ব্যবহার না করিয়া বিশ্বকর্মার বন্দনায় ব্যস্ত থাকেন। এই দিনে কারখানার সমস্ত মেশিন ও যন্ত্রাংশের পুজো করা হয়।

বিশ্বকর্মা প্রযুক্তির দেবতা। এই দিনে কর্মরত শ্রমিকরা কাজ করেন না, দিনভর ব্যবহার না করিয়া বিশ্বকর্মার বন্দনায় ব্যস্ত থাকেন। এই দিনে কারখানার সমস্ত মেশিন ও যন্ত্রাংশের পুজো করা হয়।প্রতি বছর ১৭ সেপ্টেম্বর বিশ্বকর্মা পুজো হয়। এই দিনে, প্রতিটি কারখানা ও প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত অফিসে বিশ্বকর্মার আরাধনা করা হয়। ঋগ্বেদ অনুযায়ী, তিনি পরম সত্যের প্রতিরূপ এবং সৃষ্টিশক্তির দেবতা। তাহাকে সময়ের সূত্রপাতের প্রাক্-অবস্থা থেকে অস্তিত্বমান স্থপতি তথা ব্রহ্মাণ্ডের দিব্য স্রষ্টা বলিয়া উল্লেখ করা

হইয়াছে। রামায়ণে একাধিকবার বিশ্বকর্মার উল্লেখ পাওয়া যায়। আদিকাণ্ডে উল্লিখিত হইয়াছে, বিশ্বকর্মা দুটি ধনুক নির্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি তাহার মধ্যে একটি ত্রিপুরাসুর বধের জন্য শিবকে এবং অপরটি বিষ্ণুকে প্রদান করেন।বিশ্বকর্মা প্রযুক্তির দেবতা। এই দিনে কারখানার সমস্ত মেশিন ও যন্ত্রাংশের পুজো করা হয়। ২০২৪ সালের বিশ্বকর্মা পুজো পড়িয়াছে ১৭ সেপ্টেম্বর, বাংলা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী যাহা হয়, ৩১ ভাদ্র। দিনটি মঙ্গলবার। বিশ্বকর্মা পুজো আসা মানেই দুর্গাপুজোর ঢাকে কাঠি পড়িয়া গিয়াছে। এই পূজার মূল উদ্দেশ্য ভগবান বিশ্বকর্মাকে উৎসর্গ করা। যাহাকে দেব শিল্পী বলা হয়।দিনটি বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করিয়া গণনা করা হয়। পূর্ব ভারতের যেমন ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা এবং ঝাড়খণ্ডে বিশ্বকর্মা দিবসে বিশ্বকর্মা পূজা হয়। বিশ্বকর্মার পুজোর দিন ভাদ্র সংক্রান্তি অর্থাত ভাদ্র মাসের শেষ তারিখ। বিশ্বকর্মা পুজোর যে তারিখটি বাংলা পঞ্জিকা মতে বেরোয়, তাহা ইংরেজি ক্যালেন্ডারের ১৭ সেপ্টেম্বরেই পড়ে।বিশ্বকর্মা পুজোর তিথি স্থির করা হয়, সূর্য্যের গতি প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া। যখন সূর্য্য সিংহ থেকে কন্যা রাশিতে গমন করে, তখন উত্তরায়ণের সময় আসে। বিশ্বকর্মা পুজো কন্যা সংক্রান্তিতে পড়ে। এই দিনটি সৌর বর্ষপঞ্জি এবং ভাদ্র মাসের শেষ দিন। এই ভাদ্র সংক্রান্তির আগেই বাংলা পঞ্জিকায় ৫ মাসের উল্লেখ মিলে, যাহার দিন সংখ্যা ১৫৬ দিন। তাই বিশ্বকর্মা পুজোর বাংলা তারিখ ইংরাজি ক্যালেন্ডারে ১৭ সেপ্টেম্বর পড়ে।৫ মাসের মধ্যে যদি কোনও মাস ২৯ বা ৩২ দিন থাকে, সেক্ষেত্রে বিশ্বকর্মা পুজোর তারিখ এগিয়ে বা পিছাইয়া যায়। যেমনটা হইয়াছিল গত বছর।

জিরাটে রাম মন্দিরের থিমে দুর্গাপুজো

হুগলি, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): প্রত্যেক বছর জিরাট সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির থিমের ওপর নজর থাকে গোটা জেলার। এই বছর তারা অযোধ্যার রাম মন্দির থিমকেই বেছে নিয়েছে। রাম মন্দিরের থিমে দুর্গাপুজো, আয়োজক হুগলির জিরাট সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি।

চলতি বছর ৭৫ বর্ষে পা দিচ্ছে এই পুজো। সাবেকিয়ানা ছেড়ে তাই থিমের দিকেই ঝুঁকেছেন উদ্যোক্তারা। থিম রাম মন্দির হলেও রাজনীতির ধারে পাশেও ঘেঁষতে চাইছেন না আয়োজকরা। তাঁদের কথায়, ”এই উদ্যোগ শুধুমাত্র পুজোর কথা চিন্তা করে। এখানে রাজনীতির লেশমাত্র নেই।’

মণ্ডপে থাকবেন দশভূজা। তবে চারপাশে থাকবে রাম, সীতা, হনুমানের মূর্তি। এই মণ্ডপের চূড়ার সজ্জার দিকে দেওয়া হয়েছে বিশেষ নজর। প্রায় এক মাসের বেশি সময় ধরে এই মণ্ডপ তৈরির কাজ চলছে।

পুজোর অন্যতম উদ্যোক্তা নীলাদ্রি মণ্ডল বলেন, ”অনেকেই রাম মন্দির দর্শন করতে চান। কিন্তু দূরত্ব এবং খরচের কারণে তাঁরা অযোধ্যা যেতে পারেন না। তাঁদের কথা চিন্তা করেই আমরা এই থিম রেখেছি যাতে নিজের জেলাতেই তাঁরা রাম মন্দির দেখতে পান।” প্রতি মুহূর্তে মণ্ডপের রং বদল হবে আলোর খেলায়, জানাচ্ছেন উদ্যোক্তারা। বাজেট ধরা হয়েছে ৬০ লাখ টাকা।

প্রবল বৃষ্টিতে ভাঙল বাঁশের সেতু, ময়না-পাঁশকুড়ার মধ্যে যান চলাচলে সমস্যা

পূর্ব মেদিনীপুর, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : গত তিনদিন ধরে টানা বৃষ্টিতে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার একাধিক জায়গা জলে তলিয়ে গেছে। ময়না ও পাঁশকুড়া সংযোগকারী একমাত্র বাঁশের সেতু ময়নার প্রজাবাদে ভেঙে গেছে। প্রজাবাদের বাঁশের সেতু ভেসে যাওয়ায় সমস্যায় পড়েছেন এলাকার মানুষ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কানসাই নদীতে জলের প্রবাহ এতটাই প্রবল হয়ে ওঠে যে বাঁশের সেতুটিও জলে ভেসে যায়। এদিকে, এই সেতুটি ময়না ও পাঁশকুড়ার মধ্যে সংযোগের রাস্তা। এই সেতু দিয়ে প্রতিদিন শত শত মানুষ যাতায়াত করে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ময়না ও পাঁশকুড়া সংযোগকারী এই সেতুটি খুবই মজবুত। তবে জলের প্রবাহে ভেঙে পড়ছে। আরও অনেক পিলারও ভেঙে গেছে। সেই ভাঙা সেতুর একাংশ নদীতে ভাসছে। টানা বৃষ্টির কারণে সর্বত্র জল জমে আছে। সড়কটি জলে তলিয়ে যাওয়ায় আতঙ্কিত এলাকার মানুষজন।

বিশ্বকর্মা পুজোর শুভেচ্ছা জানালেন ওডিশার মুখ্যমন্ত্রী

ভুবনেশ্বর, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বিশ্বকর্মা পুজোর আন্তরিক শুভেচ্ছা জানালেন ওডিশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি।সোমবার সকালে নিজের এক্স হ্যান্ডলে একটি পোস্টে ওডিশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি লেখেন, ’বিশ্বকর্মা পুজো উপলক্ষ্যে সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানাই।’

গ্রাম বাংলার বিস্মৃত রান্না পুজো

অমিতাভ বসু

আজ বাঙালির রান্না পূজা,
চলবে রাতে পুজোর রান্না
মা মনসা প্রণাম নিও
ঘোচাও মানুষের কান্না।

বর্ষাকালে গ্রামাঞ্চলের মাঠ ও খোলা জায়গা জলে ভরে যায় জ্জ সাপের আনাগোনা শুরু হয়। আর এই সময় সাপেরা গৃহস্থের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। যেহেতু গ্রামের ঘরের উনুনগুলি সাধারণত মাটি দিয়ে তৈরি, তাই সাপেদের লুকানোর জন্য আদর্শ জায়গা। তাই শক্তি স্বরূপিণী বিষহরি দেবী মনসাকে সন্তুষ্ট রাখতে, সংসার জীবনে দেবীর কৃপা লাভের আশায় বর্ষান্তে ভাদ্র সংক্রান্তির দিন বাংলার গ্রামে আবহমান কাল ধরে মনসা পুজোর প্রচলন চলে আসছে জ্জ কোনো কোনো অঞ্চলে মা মনসার মূর্তি বানিয়ে, আবার কোথাও ঘট পেতে বা ফনিমনসার ডাল পুঁতে পুজো করা হয়। পরম্পরা অনুসারে এই পুজোর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে যুগ যুগ ধরে ভাদ্র সংক্রান্তিতে অরন্ধন পালন হয়ে আসছে। অরন্ধনের আভিধানিক অর্থ হল অ-রন্ধন অর্থাৎ যে দিন রান্না করা হয় না বা রান্না নিষেধ।

ভাদ্র সংক্রান্তির দিন পরিবারের কল্যাণার্থে গৃহিণীরা শিবের মানসপুত্রী দেবী মনসার উদ্দেশ্যে নানাবিধ পদ রান্না করে নিবেদন করে। আর এই উৎসবের নাম রান্না পুজো জ্জ কোথাও বলে ইচ্ছা রান্না, কোথাও বা ধরাটে রান্না বা আটাশে রান্না, আবার কোথাও বলে বুড়ো রান্না। আসলে এ সবই পার্বনপ্রিয় বাঙালির দেওয়া উৎসবের নানা ডাকনাম। এই দিন রান্নাঘর সহ পুরো ঘর-দোর পরিষ্কার করা হয় জ্জ সারা বছর যে উনুনে রান্না করা হয় এই দিন সাধারণত সেই উনুনের পুজো হয়। উনুনের গর্তকে মা মনসার প্রতীক হিসাবে গণ্য করা হয়। তাই দেবী মনসার উদ্দেশ্যে পুজো বোঝাতেই এই উনুন পুজোজ্জ এই পুজোর জন্য দৈনন্দিন ব্যবহারের উনুন গোবর জল দিয়ে পরিষ্কার করে আলপনা দিয়ে শালুক ও ফণিমনসা গাছের ডাল দিয়ে মনসার ঘট সাজিয়ে এবং সিঁদুর-তেল দিয়ে, একটি নতুন প্রদীপ ও ধূপকাঠি জ্বালিয়ে পুজো করা হয় জ্জ প্রথানুযায়ী বাঙালির সব পার্বনে পুরোহিত পূজার প্রধান উপাসক জ্জ কিন্তু ভাদ্র সংক্রান্তির এই পার্বন বাড়ির মহিলাদের পরিচালনায় ও বিধান মেনে পালিত হয়।

অরন্ধনের আগের দিন সারা রাত ধরে কুটনো-বাটনা, রান্নার উপাচার তৈরি ও রান্নাবান্নায় বাড়ির মহিলারা চরম ব্যস্ততায় থাকে। মরসুমের সেরা সব্জি ও মাছ আরাধ্য দেবীর উদ্দেশ্যে নিবেদন করাই এই উৎসবের প্রধান লক্ষ্য। খাদ্য তালিকার মূল আকর্ষণ হল ইলিশ ও অন্যান্য মাছের নানা পদ। সেই সঙ্গে বিভিন্ন কাঁচা আনাজ যেমন আলু, ছাঁচি কুমড়ো, কলা, পটল, নারকেল, বেগুন, কচুর শাক, প্রভৃতি উপাদানের পাঁচ রকমের ভাজা, নানা তরিতরকারি, চালতা-নারকেল দিয়ে মুগের ডাল, মটর ডালের চচ্চড়ি, লতি চচ্চড়ি, ও চালতার চাটনি। সঙ্গে অবশ্যই পান্তা। ভাদ্র সংক্রান্তির দিন মা মনসাকে এই সব খাদ্য শাপলা ফুলের সাতটি পাতায় নিবেদন করা হয়। আগে,তিথি অনুযায়ী আশ্বিন মাস পড়লে তবে মা মনসাকে উৎসর্গীকৃত খাবার গৃহস্থ প্রসাদ হিসাবে মুখে তুলতো জ্জ আজকাল অনেকেই স্বাস্থ্য সচেতন। তাই রীতি-নীতি-নিয়ম শিথিল হয়েছে। তিথির হিসেবে না গিয়ে বাসি খাওয়ার প্রথা ভেঙে অনেকেই মনসা দেবীর উদ্দেশ্যে খাদ্য উৎসর্গ সেরে সে খাবার প্রসাদ হিসাবে গ্রহণ করে।

আধুনিকীকরণ এবং শহুরে প্রভাবের কারণে রান্না পুজোর উদ্দীপনা আজ অনেকখানি নিষ্প্রভ জ্জ তবুও, মহালয়ার পর আশ্বিনের দেবী পক্ষে বাঙালির প্রধান উৎসব দূর্গা পূজার আগে ভাদ্র সংক্রান্তিতে রান্নাপুজো বাঙালির এক ঐতিহ্যময় ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উৎসব যা যেন কালের বিস্মৃতির গর্ভে বিনষ্ট না হয়।

কবির প্রিয় গোরার নামেই শান্তিনিকেতনের গৌরপ্রাঙ্গণ

আনুমানিক ১৮৯৪ সালে চন্দননগরে গৌরগোপাল জন্মগ্রহণ করেন। রানী চন্দ জানাচ্ছেন, “সাত বছরের ছেলে এসেছিলেন পড়তে আশ্রমে।” ব্রহ্মবিদ্যালয়ের শিক্ষক অজিতকুমার চক্রবর্তী ১৩০৮ -১৩১৮ সালের ছাত্রদের যে তালিকা দেন, তাতে গৌরগোপাল ঘোষ আছেন। ১৩০৮ সালের ৭ পৌষ যে পাঁচ জন ছাত্র নিয়ে বিদ্যালয়ের সূচনা হয় তারা হলেন রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুধীরচন্দ্র নান, প্রেমকুমার গুপ্ত, গৌরগোবিন্দ গুপ্ত ও অশোককুমার গুপ্ত। কাজেই বলা যায় যে, ব্রহ্মবিদ্যালয়ের একেবারে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে না হলেও, তার কিছু পর থেকেই গৌরগোপাল এই বিদ্যালয়ে পড়াশোনা শুরু করেন। সাত বছরের গৌরগোপালের ফুটফুটে রং দেখে কবি তাঁকে আদর করে “গোরা” বলে ডাকতেন। সেই থেকে শান্তিনিকেতনে সবাই তাঁকে “গোরা” বলতেন।

চন্দননগরের সঙ্গে কবির সম্পর্ক আত্মিক। এই গঙ্গাতীরেই কবির জীবনের “সত্য ও সহজ” উদ্বোধন হয়েছিল। এই জন্যই কবি নিজেকে “গাঙ্গেয়” বলে মনে করতেন। সেই যে রিভারভিউ-মোরান সাহেবের বাগানবাড়িতে জ্যোতিদাদা-নতুন বৌঠানের হাত ধরে চন্দননগরের সঙ্গে কবির পরিচয়পর্বের সূচনা, তার সমাপ্তি হয়েছিল একেবারে প্রৌঢ় বয়সে। বয়সকালে যত বারই কবি এখানে পদার্পণ করেছেন, ক্রমশ স্মৃতিভারে ন্যুব্জ হয়েছেন, বিহ্বল হয়েছেন। অনেক বারই কবি এই শহরে এসেছেন। স্বভাবতই কবির সঙ্গে বহু বিশিষ্ট মানুষের যোগাযোগ তৈরি হয়েছে। এই ভাবেই তেলেনিপাড়ার জমিদার বংশের সত্যবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কবির পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা। এই শহরের হরিহর শেঠ, “হিতবাদী” পত্রিকার সম্পাদক যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, সঙ্ঘগুরু মতিলাল রায়, কবি নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, চন্দননগরের ততকালীন মেয়র নারায়ণচন্দ্র দে, চিকিতসক যোগেশ্বর শ্রীমানী প্রমুখ বিশিষ্ট মানুষের সঙ্গে কবির যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়। যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিবেশী ছিলেন চন্দননগরের আর এক বিশিষ্ট চিকিৎসক দয়ালচন্দ্র ঘোষ। প্রতিবেশীর কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে দয়ালচন্দ্র ঘোষ তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র গৌরগোপাল ঘোষকে শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মবিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেন।

আনুমানিক ১৮৯৪ সালে চন্দননগরে গৌরগোপাল জন্মগ্রহণ করেন। রানী চন্দ জানাচ্ছেন, “সাত বছরের ছেলে এসেছিলেন পড়তে আশ্রমে।” ব্রহ্মবিদ্যালয়ের শিক্ষক অজিতকুমার চক্রবর্তী ১৩০৮ -১৩১৮ সালের ছাত্রদের যে তালিকা দেন, তাতে গৌরগোপাল ঘোষ আছেন। ১৩০৮ সালের ৭ পৌষ যে পাঁচ জন ছাত্র নিয়ে বিদ্যালয়ের সূচনা হয় তারা হলেন রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুধীরচন্দ্র নান, প্রেমকুমার গুপ্ত, গৌরগোবিন্দ গুপ্ত ও অশোককুমার গুপ্ত। কাজেই বলা যায় যে, ব্রহ্মবিদ্যালয়ের একেবারে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে না হলেও, তার কিছু পর থেকেই গৌরগোপাল এই বিদ্যালয়ে পড়াশোনা শুরু করেন। সাত বছরের গৌরগোপালের ফুটফুটে রং দেখে কবি তাঁকে আদর করে “গোরা” বলে ডাকতেন। সেই থেকে শান্তিনিকেতনে সবাই তাঁকে “গোরা” বলতেন।

শান্তিনিকেতনে পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক চর্চা, খেলাধুলা এবং শারীরিক কসরতের বিষয়ে প্রথম থেকেই জোর দেওয়া হত। কবির জীবনের আদর্শ “শিক্ষার মধ্যে ক্রীড়ার স্থান বড়” রূপায়ণে কবি প্রথম থেকেই সচেষ্ট ছিলেন। ফুটবল, ক্রিকেট, হাডুডুর পাশাপাশি কুস্তি, জুজুতসু, জিমন্যাস্টিক্স, লাঠি খেলা, সাঁতার, ড্রিল, ব্যায়াম এবং পরবর্তী সময়ে বাস্কেটবল, ব্যাডমিন্টন, লন টেনিস, বিদেশি খেলা ক্রোকে ইত্যাদির প্রচলন হয়। মরাঠি যুবক দত্তাত্রেয় বালসুব্রহ্মণ্যম কালেলকরের উদ্যোগে শান্তিনিকেতনের পরিচয় ঘটে ক্রিকেটের সঙ্গে। ব্রতীবালক ও ব্রতীবালিকা বিভাগও তৈরি হয়। আশ্রমে নিয়মিত বাতসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হত। ১৯০৫ সালে জাপান থেকে প্রশিক্ষক সানোসান জুজুতসু শেখাতে আসেন। অন্য সমস্ত ছাত্রদের সঙ্গে অত্যুতসাহী গৌরগোপালও তাঁর কাছে প্রশিক্ষণ নেন এবং বিশেষ পারদর্শী হয়ে ওঠেন। ফুটবলেও গোরা তাঁর অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দেন। ১৯১০ সালে শান্তিনিকেতন থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাস করে উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি কলকাতার কলেজে ভর্তি হন। কবি এই প্রাণবন্ত ছাত্রটির অভাব খুব অনুভব করতেন। ছোট ছেলে শমী কয়েক বছর আগেই প্রয়াত। ব্যথিত কবিহৃদয় গোরাকে যেন পুত্রস্নেহেই আগলে রাখত। গোরার শান্তিনিকেতন ত্যাগের সময় কবি সম্ভবত জোড়াসাঁকোয় রথীন্দ্রনাথের বিয়ে (২৭ জানুয়ারি ১৯১০) নিয়ে ব্যস্ত থাকায় সেখানে উপস্থিত থাকতে পারেননি। কবি তাঁকে চিঠিতে লিখছেন, “গৌর, আমার বড় ইচ্ছা ছিল তোমরা আশ্রম হইতে বিদায় লইবার সময় আমি উপস্থিত থাকিয়া তোমাদিগকে আশীর্বাদ করিব। তাহার ব্যাঘাত ঘটিল। এতদিন পরে আজ তোমরা আশ্রম হইতে রিক্ত হস্তে ফিরিতেছ একথা আমি কিছুতেই মনে করিতে পারি না। বিদ্যালয়ের সঙ্গে তোমাদের যে যথার্থ সম্বন্ধ সেইটিই তোমাদের চিত্তে শক্তিদান করবে ও তোমাদের জীবনের লক্ষ্য স্থির করিয়া দিবে। অতএব সংসারের পথে প্রাণপণ শক্তিতে চরিত্রকে সর্বপ্রকার ভ্রষ্টতা হইতে রক্ষা করিয়া চলিবে এই দক্ষিণা আমি তোমার কাছে চাই। তোমার জীবনে আমার চেষ্টা আমার কামনা ব্যর্থ হয় নাই ইহাই তোমাকে একান্ত যত্নে প্রমাণ করিতে হইবে...” রথীন্দ্রনাথ-প্রতিমার বিয়ের পর শান্তিনিকেতনে তাঁদের প্রথম পদার্পণ উপলক্ষে যে উৎসব-অনুষ্ঠান হয়, সেখানে গৌরগোপাল শারীরিক কসরত প্রদর্শন করে সবাইকে মুগ্ধ করে দিয়েছিলেন। বুকের উপর দিয়ে গরুর গাড়ির চাকা চলে যাওয়ার খেলাটিও তিনি সে দিন দেখিয়েছিলেন। গোরার এক চিঠির প্রত্যুত্তরে এক বার কবি লেখেন, “গোরা, তোমার চিঠি পেয়েছি।... যদি কোনো বিশেষ বিঘ্ন না ঘটে তাহলে আমাদের বর্ষশেষ ও নববর্ষের উৎসবে যোগ দিতে চেষ্টা কোরো।” এই চিঠির মাত্র ন’দিনের মাথায় লেখা আর এক পত্রে পুনরায় কবিহৃদয়ের ব্যাকুলতা ধরা পড়ে, “গৌর, তুমি কেমন আছ, কি করিতেছ, আমাকে জানাইবে।... নববষর্তোাসবের আর বিলম্ব নাই। তোমাদের সকলের নিকট আমার নিমন্ত্রণ রহিল।” কবির সঙ্গে গোরার এতটাই সখ্য গড়ে উঠেছিল যে, এই কিশোর জনৈক এক জন ছাত্রকে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ে ভর্তি করার জন্য কবির কাছে সুপারিশ করেন। কবি সস্নেহে সেই প্রস্তাব গ্রহণ করে ফিরতি চিঠির মাধ্যমে তাকে আশ্বস্ত করেন। ৫ আষাঢ়, ১৩১৭-র সেই চিঠিতে কবি লিখেছিলেন, “তুমি যে ছেলেটির কথা লিখিয়াছ তাহাকে এখানে পাঠাইয়া দিবে। মাসিক বারো টাকা লইয়াই তাহাকে এখানে রাখা স্থির হইয়াছে।”

ম্যাট্রিকুলেশন উত্তীর্ণ হয়ে উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে গৌরগোপাল কলকাতার কলেজে ভর্তির পরই তাঁর ফুটবল- প্রতিভা অনেকের নজরে আসে। গৌরগোপাল ১৯১০-১৪ পর্যন্ত মোহনবাগান ক্লাবে ব্যাক হিসেবে খেলে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। রানী চন্দ জানিয়েছেন, “গৌরদা এক সময়ে মোহনবাগানের ক্যাপ্টেন ছিলেন।” কলকাতার ক্লাবে তখন ব্রিটিশরাই বুট পরে খেলতেন। গৌরগোপাল ফুটবল দক্ষতা, শারীরিক ক্ষমতা ও মানসিকতায় যে তাঁদের সমকক্ষ, এই পরিচয় দিতেই বুট পরে খেলা শুরু করেন। ব্রহ্মবিদ্যালয়ে শিক্ষা গোরাকে শারীরিক সক্ষমতার পাশাপাশি মানসিক ভাবেও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করেছিল। শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র তারকনাথ লাহিড়ী জানাচ্ছেন, ”আমাদের শান্তিনিকেতনে ফুটবল খুব ভাল খেলা হত। খেলা শেখাতেন সন্তোষদা। আমাদের ওখানকার অনেক খেলোয়াড়ই কলকাতার সব বিখ্যাত দলে খেলেছেন। গৌরদা মোহনবাগান দলে তখনকার দিনে শ্রেষ্ঠ বুট-পরা ব্যাকের খেলোয়াড় ছিলেন। তাঁকে এবং সূর্যিদাকে (সূর্য চক্রবর্তী) না চেনে, ফুটবল খেলা যাঁরা ভালোবাসেন, এমন বোধহয় কেউ নেই। কলকাতা থেকে কত নামজাদা সব দল গেছেন সেখানে খেলতে, কিন্তু খুব কম দলই সেখান থেকে জিতে আসতে পেরেছেন।...” গৌরগোপাল ফুটবল খেলার পাশাপাশি পড়াশোনাও চালিয়ে যান। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি এসসি ডিগ্রি অর্জন করে তিনি আবার ১৯১৭ সালে শান্তিনিকেতনে গণিতের শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি তখনও ফুটবল অনুশীলনও সমান ভাবে চলত। কলকাতা থেকে ফুটবল দল শান্তিনিকেতনে এলে গৌরগোপাল শান্তিনিকেতনের হয়ে জার্সি, বুট পরে নেমে যেতেন। যখনই কলকাতার কোনও ক্লাব বা কলেজ আমন্ত্রিত হয়ে ফুটবল খেলতে আসতেন, তখন শান্তিনিকেতনের দলের সঙ্গে গৌরগোপালকেও খেলতে হত। খেলা শুরু হওয়ার আগে গৌরগোপাল যখন গায়ে শান্তিনিকেতনের জার্সি, হাফপ্যান্ট পরে দু’পায়ে মোজা- সহ ফুটবল খেলার উপযোগী বুটজুতো পায়ে তাঁর বাসগৃহ থেকে বেরোতেন, ছেলেরা তাঁকে ঘিরে উল্লাস করত। খেলার মাঠে নেমে যখন বুট পায়ে তিনি ফুটবলটিকে আকাশে অনেকখানি তুলে বিপক্ষ সীমানায় ফেলতেন, তখন ছেলেদের চিতকার আর উল্লাসের সীমা থাকত না। সে যুগে খেলার সুবাদে গৌরগোপাল ছিলেন সকলের “হিরো”।

১৯২৭-১৯৩১ সাল পর্যন্ত রথীন্দ্রনাথ শ্রীনিকেতনের সচিবের দায়িত্ব সামলানোর পরই গৌরগোপাল ঘোষ সচিব পদে নিযুক্ত হন। আর এই সময়েই গোরার ব্যক্তিগত জীবনেও আরও বড় দায়িত্ব গ্রহণের ডাক আসে। শিল্পী মুকুল দে-র বোন এবং রানী চন্দর দিদি অন্নপূর্ণা বা বুড়ির সঙ্গে তাঁর বিবাহ স্থির হয়। তবে এই নিয়ে বেশ একটা মজার ঘটনা ঘটে। কানাঘুষোয় অন্নপূর্ণার কানে বিবাহের সংবাদ বা তার জন্য প্রস্তুতি নজরে এলেও দুই বোনের কাউকেই পাত্র সম্পর্কে কিছুই জানানো হয়নি। আর তাতেই অজানা ভয়ে, আশঙ্কায় অন্নপূর্ণা সব সময় কেঁদেই অস্থির। কিছুতেই সে দিন কান্না থামানো যাচ্ছে না। শেষে তাঁদের পারিবারিক বন্ধু এবং শান্তিনিকেতন হাসপাতালের কম্পাউন্ডার অক্ষয়কুমার রায় কবিগুরুর কাছে যাওয়ার পরামর্শ দেন। তখনই দুই বোন মিলে একেবারে সশরীরে কবিগুরুর কাছে উপস্থিত। গুরুদেবকে প্রণাম করে অন্নপূর্ণা আবার কান্নায় ভেঙে পড়লেন। রবীন্দ্রনাথ সব কথা শুনে অন্নপূর্ণার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে আশ্বস্ত করেন ”...তোকে জানানো হয় নি এ বড়ো অন্যায় মুকুলের। গোরা বড়ো ভালো ছেলে রে, তার সঙ্গে বিয়ে হলে সুখীই হবি। সে আমার খুব প্রিয়।” গোরা-অন্নপূর্ণার এই বিয়েতে গোটা আশ্রম মেতে ওঠে। এক দিকে শ্রীনিকেতনের সচিব, অন্য দিকে শান্তিনিকেতনের বিখ্যাত দে পরিবার। শ্রীনিকেতন-শান্তিনিকেতনের সম্মিলিত এই বিবাহ যেন এক উতসবের মাত্রা পায়। সুরেন্দ্রনাথ করের উপর মূল ব্যবস্থাপনার ভার পড়ে। সকালে গৌরগোপালদের বাড়ি থেকে তত্ত্বের মধ্যে দিয়েই সেই চমকের শুরু। তত্ত্বের থালা নিয়ে প্রবেশ করল সাঁওতাল মেয়েদের বিরাট একটা দল। পরনে বাসন্তী রঙের শাড়ি, গায়ে রূপোর গহনা। সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে কলাভবনের ছেলেরা বরের গাড়ি সাজিয়ে ফেলল। তবে যে সে গাড়ি নয়, তাকিয়া-ঝালর-সুজনি দিয়ে সাজানো হল ছাদখোলা গরুর গাড়ি। চাকায় রংবেরঙের নকশা করা হল। শ্রীনিকেতনের ডেয়ারি থেকে দুটো বাছাই করা তাগড়াই ষাঁড় নিয়ে এসে “মালায় রঙে কাঁচ বসানো কাঠিওয়ারি বস্ত্রে” সাজিয়ে তোলা হল। বরের মাথায় ছাতা ধরল এক জন। সুদৃশ্য রথের দু’পাশে সাঁওতাল বালকেরা মাদল-বাঁশি-কাঁসর বাজিয়ে চলেছে। সামনে সাঁওতাল মেয়েরা নাচতে নাচতে এগিয়ে চলেছে। আর বরযাত্রী দলের সঙ্গে নিশিকান্ত মজা করে গাইতে গাইতে চলেছেন”... কালীমায়ের পুজো দিয়ে/ আজ মুকুলদার বোনের বিয়ে/ মায়ের প্রসাদ পাবার জন্য/ আমরা সবাই হলেম আকুল-/ ঐ আমাদের দাদা মুকুল / বর সেজেছেন গৌর দাদা/ তাঁর দুই পায়ে দুই পাউরুটি বাঁধা/ আনন্দে তাঁর মন মশগুল/ ঐ আমাদের দাদা মুকুল” যাই হোক, সচিব হওয়ার বহু আগে থেকেই শান্তিনিকেতন- শ্রীনিকেতনের বিভিন্ন কর্মোদ্যোগ ও প্রকল্প নিয়ে কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে গৌরগোপালের নিয়মিত আলোচনা চলত। ১৯২১-এর ২৭ নভেম্বর এলমহার্স সেখানে যাওয়ার পর শ্রীনিকেতনের কাজের চূড়ান্ত রূপরেখা তৈরি হয় এবং নিয়মিত কাজ এগোতে থাকে। গৌরগোপালও এলমহার্স্টের কর্মোদ্যোগের সঙ্গে ছিলেন এবং পরে তিনি শিক্ষকতা ছেড়ে শ্রীনিকেতনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। রথীন্দ্রনাথ বিদেশে গেলেও টেলিগ্রাম বা পত্র বিনিময়ের মধ্য দিয়ে গোরার সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কথাবার্তা চলত। কাজের কথার ফাঁকে ফাঁকে ব্যক্তিগত আলাপচারিতাও চলত। বিদেশ থেকেও রথীন্দ্রনাথ গৌরগোপালের পারিবারিক সুখ-দুঃখের খবর নিতেন। এটা অন্তরঙ্গ সম্পর্কের পরিচয়ও বহন করে। গৌরগোপাল কবির বিদেশ সফরেও সঙ্গী ছিলেন। ১৯২৬ সালের মে মাসে কবির বহুবিতর্কিত দ্বিতীয় ইটালি-সফর তথা পঞ্চম বার ইউরোপ সফরে অন্য অনেকের সঙ্গে গৌরগোপালও ছিলেন। তাঁকে ইটালিতে পাঠানো হয়েছিল রোমের সমবায় কার্যাবলি অনুশীলনের জন্য। তবে ইতিপূর্বেও বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কবি ১৯২৩-এর পূজাবকাশের পর নভেম্বরে মুম্বই- কাথিয়াবাড়-গুজরাত যান। মুম্বই পর্যন্ত অ্যান্ড্রুজ সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু মুম্বই-পরবর্তী সফরে গৌরগোপাল সব সময় কবির সঙ্গী ছিলেন। আর ১৯২৭ সালের ৪ মে কবির চন্দননগর সফরে সারা দিনের ঠাসা কর্মসূচি চূড়ান্ত করার ভার বর্তেছিল ভূমিপুত্র গোরার উপর। কবি মজা করে বলেছিলেন, “বরের ঘরের পিসি, কনের ঘরের মাসি”। বিকেলে কবির সঙ্গে তিনি কৃষ্ণভাবিনী স্কুলেও যান। কবি ১৯৩৫ সালে পুনরায় চন্দননগরে এসে প্রায় মাস দেড়েক ছিলেন, তখন তিনি গৌরগোপালের পৈতৃক বাড়িতেও গিয়েছিলেন।

ছোট, ফুটফুটে, সদাচঞ্চল যে বালকটিকে কবি আদর করে “গোরা” বলে ডাকতেন, যে পঠনপাঠন, সাংস্কৃতিক চর্চা, খেলাধুলো, কসরতে মাতিয়ে রাখত শান্তিনিকেতনের বৃহত্তর প্রাঙ্গণ, ফুটবল প্রাঙ্গণ যাঁর অসাধারণ কৃতিত্বের সাক্ষী বহন করছে, লেখাপড়া শেষে যিনি পুনরায় শান্তিনিকেতন- শ্রীনিকেতনকেই জীবনের কর্মপ্রাঙ্গণ হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন, ১৯৪০-এ সেই গোরার অকাল প্রয়াণে গভীর শোক পান কবি। শান্তিনিকেতনে তাঁর স্মৃতিকে চির অক্ষয় করে রাখতে কবি লাইব্রেরির সামনের প্রাঙ্গণের নামকরণ করেন “গৌরপ্রাঙ্গণ”। ১৩১৭ বঙ্গাব্দের ১৩ জ্যৈষ্ঠ কবি তিনধরিয়া, দার্জিলিং থেকে তাঁর প্রিয় গোরাকে লিখেছিলেন, “অন্তরের মধ্যে যদি সত্যকে পাইয়া থাক তবে স্পর্শমণি পাইয়াছ তাহার স্পর্শে সকল অবস্থাতেই তোমার সকল কাজই সুন্দর ও মহামূল্য হইয়া উঠিবে। যে কোন কাজই কর না কেন, মনকে সর্বদা ভূমার সহিত যোগযুক্ত করিয়া রাখিবার সাধনা করিবে।” কবিও যেন গোরাকে কোনও ভাবেই চোখের আড়াল করতে চাননি। তাই শান্তিনিকেতনের “ভূমার সহিত যোগযুক্ত করিয়া” তাঁকে চিরন্তন করেছেন। আজও “গৌরপ্রাঙ্গণ” সেই স্মৃতিকে আত্মস্থ করে জেগে আছে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

15-09-2024.pmd 1 16-09-2024, 23:38

জাতীয় স্তরে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ক্রীড়াবিদদের খ্যাতি

মালিগাঁও, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪: উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন (এনএফআরএসএ)-এর ক্রীড়াবিদরা উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জন্য জাতীয় স্তরে ক্রমাগতভাবে খ্যাতি অর্জন করে চলেছেন। সম্প্রতি ১১ থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত নতুন দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী সাইক্লিং ভেলোড্রমে আয়োজিত ৬১তম সর্বভারতীয় আন্তঃরেলওয়ে ট্র্যাক সাইক্লিং চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৪-এর সমাপ্তি ঘটে, যেখানে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সাইক্লিং টিম ট্র্যাক সাইক্লিঙের আটটি ভিন্ন ইভেন্টে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের টিমটি ৪৮ পয়েন্ট লাভ করে টিম চ্যাম্পিয়নশিপ (পুরুষ ইভেন্ট) শ্রেষ্ঠ টিম চ্যাম্পিয়নশিপ পুরস্কার লাভ করতে সক্ষম হয়েছে এবং পরের স্থানগুলিতে যথাক্রমে সাউথ ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে ৩৪ পয়েন্ট, নর্দান রেলওয়ে ৩১ পয়েন্ট এবং নর্থ ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে ১৯ পয়েন্ট লাভ করে।

একক শ্রেণির ইভেন্টগুলির মধ্যে ৫০০ মিটার স্প্রিন্টে সোনা জয় করেন এল. রোনাল্ডো সিং, ১ কিমি টাইম ট্রায়াল ইভেন্টে সোনা জয় করেন ওয়াই. রোজিত সিং এবং ৪ কিমি পারস্যুট ইভেন্টে রুপো লাভ করেন মনজিত কুমার। দলীয় ইভেন্টে ৪ কিমি পারস্যুটে সোনা দখল করেন এল. রোনাল্ডো সিং, মনজিত কুমার, ওয়াই. রোজিত সিং, দীনেশ ও রামেশ্বর লাল এবং দলীয় স্প্রিন্ট ইভেন্টে ওয়ারিশদীপ সিং, এল. রোনাল্ডো সিং এবং ওয়াই. রোজিত সিং সোনা দখল করেন।

অন্যদিকে, মাঙ্গালুরুতে আয়োজিত সিনিয়র ন্যাশনাল অ্যাকোয়াটিক্স চ্যাম্পিনয়নশিপে সোনার পদক দখল করে ভারতীয় রেলওয়ের মহিলা টিম ৪.১.৮৩ সেকেন্ডের একটি নতুন জাতীয় রেকর্ড গড়ে। এনএফআরএসএ-এর দুজন সাতাঁরু যথাক্রমে মিস আস্থা চৌধুরী ও মিস শিবাঙ্গী শর্মা ভারতীয় রেলওয়ের মহিলা টিমের অংশ ছিলেন, তাঁরা দুজনেই দুর্দান্ত প্রদর্শন করেন এবং রেকর্ড সময়ের সাথে সোনা দখলে ভারতীয় রেলওয়েকে সাহায্য করেন। একক শ্রেণিতে মিস আস্থা চৌধুরী ১০০ মিটার ও ২০০ মিটার বাটারফ্লাই প্রতিযোগিতায় যথাক্রমে সোনা ও রুপা লাভ করেন।

এই কৃতিত্বগুলি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিযোগিতার প্রস্তুতির জন্য এনএফআরএসএ-এর দ্বারা প্রদান করা উন্নত প্রশিক্ষণ ও আধুনিক পরিকাঠামোর ফল। মুখ্য পৃষ্ঠপোষক হিসেবে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব ক্রীড়াবিদদের সাহায্য করার পাশাপাশি তাঁদের জন্য অত্যাধুনিক উন্নত প্রশিক্ষণ পরিকাঠামো প্রদান করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

সোমবার গুজরাট সফরে মুখ্যমন্ত্রী সাই

আমেদাবাদ, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): সোমবার গুজরাট সফরে গেছেন ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুদেব সাই। জানা গেছে, সেখানে তিনি গ্লোবাল রিনিউয়েবল এনার্জি ইনভেস্টর মিট অ্যান্ড এক্সপো (রি-ইনভেস্ট-২৪)-এ অংশগ্রহণ করবেন।

উল্লেখ্য, এদিন সকালে শুরু হওয়া ওই অনুষ্ঠান চলবে দুপুর পর্যন্ত। এরপর বিকালে তিনি রায়পুরের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন বলে জানা গেছে।

প্রসঙ্গত, রবিবারই জানা গিয়েছিল, মুখ্যমন্ত্রী সাই দুই রাজ্য সফরে যাচ্ছেন। তিনি রবিবার মধ্যপ্রদেশে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবের সঙ্গে দেখা করেন। এর পরে তাঁর সেখান থেকেই গুজরাটে যাওয়ার পূর্বনির্ধারিত সূচি ছিল।

ওভারহেডে আটকে প্লাস্টিক, মধুকুন্ডা স্টেশনে দাঁড়িয়ে পড়ল ট্রেন

পুরুলিয়া, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): সোমবার ফের ভোগান্তিতে রেল যাত্রীরা। এদিন সাঁতুড়ির মধুকুন্ডা স্টেশনে দাঁড়িয়ে যায় পুরুলিয়া-বর্ধমান প্যাসেঞ্জার ট্রেন। দেখা যায়, ট্রেনের ওভারহেডে প্লাস্টিক আটকে গিয়েছে। যার ফলে ঘটে বিপত্তি। বেশ কিছুক্ষণ পর রেল কর্মীরা ওভারহেড থেকে প্লাস্টিক সরিয়ে পরিষেবা চালু করেন।কীভাবে ওভারহেডে প্লাস্টিক পৌঁছল, তা খতিয়ে দেখছেন রেলের কর্তারা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, সোমবার সকালে সাঁতুড়ির মধুকুন্ডা স্টেশনে দাঁড়িয়ে যায় পুরুলিয়া-বর্ধমান প্যাসেঞ্জার ট্রেন। দেখা যায়, ট্রেনের ওভারহেডে প্লাস্টিক আটকে গিয়েছে। সেই প্লাস্টিক সরানোর পর ট্রেন পরিষেবা স্বাভাবিক হয়েছেন। এই সময়ে ভোগান্তির শিকার হন যাত্রীরা।

স্বাস্থ্য ভবনের সামনে জুনিয়র ডাক্তারদের অবস্থান বিক্ষোভ অব্যাহত, সুবিচারের দাবিতে অনড়

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): সুবিচারের দাবিতে এখনও আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন জুনিয়র ডাক্তাররা। সোমবার সপ্তম দিনে পড়লো জুনিয়র ডাক্তারদের অবস্থান-বিক্ষোভ। বৃষ্টি মাথায় নিয়েই নিজেদের দাবি আদায়ে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন জুনিয়র ডাক্তাররা। পাঁচ দফা দাবিকে সামনে রেখেই চলছে জুনিয়র ডাক্তারদের অবস্থান বিক্ষোভ।সোমবার সপ্তম দিনেও অব্যাহত স্বাস্থ্যভবনের সামনে এই আন্দোলন। বৃষ্টি মাথায় নিয়েও নিজেদের দাবিতে অনড় আন্দোলনরত জুনিয়র ডাক্তাররা। গত মঙ্গলবার অর্থাৎ ১০ সেপ্টেম্বর স্বাস্থ্যভবন অভিযানের ডাক দিয়েছিলেন জুনিয়র ডাক্তাররা। তারপরই সেখানে অবস্থানে বসেন তাঁরা। সেদিন থেকে জুনিয়র ডাক্তাররা মূলত পাঁচটি দাবিকে সামনে রেখে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। এর মধ্যে রয়েছে আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ-সহ

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ড. নির্মলা সীতারামন আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর ন্যাশনাল পেনসন স্কিম- বাৎসল্য প্রকল্প চালু করবেন

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর : ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেটে দেওয়া ঘোষিত বক্তব্য অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রী নির্মলা সীতারামন আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর নতুন দিল্লিতে ন্যাশনাল পেনসন স্কিম এর অধীনে এনপিএস-বাৎসল্য প্রকল্প চালু করতে চলেছেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা এই অনুষ্ঠানে যোগ দেবে।

এনপিএস বাৎসল্য'র সদস্য বা নীতিবন্ধীভুক্ত হবার জন্য কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এদিন একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম চালু করবেন, তিনি স্কিমের বিস্তারিত নির্দেশিকা স্বরূপ একটি পুস্তিকাও প্রকাশ করবেন এবং নতুন অপ্রাপ্তবয়স্ক গ্রাহকদের পার্মানেন্ট রিটায়ারমেন্ট একাউন্ট নাম্বার বা প্রাণ কার্ড বিতরণ করবেন।

নয়াদিল্লিতে এই প্রকল্প উদ্ভোধনের অংশ হিসাবে, সারা দেশে প্রায় ৭৫ টি স্থানে একযোগে এনপিএস বাৎসল্য প্রকল্প চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে শুরু হওয়া এই প্রকল্প গুলি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ভাবে মূল অনুষ্ঠানের সাথে যুক্ত হবে এবং সেই স্থানে নতুন অপ্রাপ্তবয়স্ক গ্রাহকদের কাছে প্রাণ একাউন্ট নাম্বার বা সদস্যপদ বিতরণ করা হবে।এনপিএস বাৎসল্য একটি পেনশন অ্যাকাউন্টে বিনিয়োগ করার মাধ্যমে পিতামাতাদের তাদের সন্তানদের ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করতে এবং চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ প্রদান সহ দীর্ঘমেয়াদী সম্পদ নিশ্চিত করার নিশ্চিত গ্যারান্টি দেবে। এনপিএস বাৎসল্য প্রকল্পে শিশুদের ভবিষ্যত সুরক্ষার জন্য অবিভাবকদের তাঁদের শিশুর নামে বার্ষিক নুন্যতম ১০০০ টাকা করে বিনিয়োগ করতে হ্। এই নতুন উদ্যোগটি শিশুদের আর্থিক ভবিষ্যত সুরক্ষিত করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই প্রকল্পটি পেনশন ফান্ড রেগুলেটরি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটির অধীনে পরিচালিত হবে। এনপিএস বাতসল্য প্রকল্পএর সূচনা সকল অংশের মানুষের জন্য দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক পরিকল্পনা এবং সুরক্ষা প্রচারের জন্য ভারত সরকারের একটি সময়োপজোগী ও গুরুত্বূর্ণ দিক। যা ভারতের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আরও আর্থিকভাবে নিরাপদ এবং স্বাধীন করার দিকে এটি একটি বড় পদক্ষেপ।

ভারতের বৈচিত্র্য; দক্ষতা, ক্ষমতা, সম্ভাবনা ও কর্মক্ষমতা সবই অনন্য : প্রধানমন্ত্রী

গান্ধীনগর, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ভারতের বৈচিত্র্য; দক্ষতা, ক্ষমতা, সম্ভাবনা ও কর্মক্ষমতা সবই অনন্য। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'তাই আমি বলি, ''বৈশ্বিক অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ভারতীয় সমাধান''... বিশ্বও এটা বুঝতে পারছে। শুধু ভারতীয়রাই নয়, গোটা বিশ্বই মনে করে যে ভারতই একবিংশ শতাব্দীর সেরা নিশ্চয়তা।' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সোমবার সকালে গুজরাটের গান্ধীনগরের মহাত্মা মন্দিরে চতুর্থ গ্লোবাল রিনিউয়েবল এনার্জি ইনভেস্টরস মিট অ্যান্ড এক্সপো (রি-ইনভেস্ট)-র উদ্বোধন করেছেন।

এতে অংশীদার হিসেবে অংশ নিয়েছে জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, ডেনমার্ক ও নরওয়ে। গুজরাট হল আয়োজক রাজ্য এবং অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, তেলেঙ্গানা এবং উত্তর প্রদেশ রাজ্যগুলি অংশীদার রাজ্য হিসাবে অংশগ্রহণ করেছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এদিন বলেছেন, 'দেশের দরিদ্র, দলিত এবং বঞ্চিত অংশের বিশ্বাস রয়েছে যে, আমাদের তৃতীয় মেয়াদ তাঁদের মর্যাদাপূর্ণ জীবনের গ্যারান্টি হয়ে উঠবে। ১৪০ কোটি ভারতীয় ভারতকে বিশ্বের শীর্ষ তিনটি অর্থনীতির একটিতে পরিণত করার সংকল্প নিয়ে কাজ করছে। এটি একটি বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গি এবং মিশনের একটি অংশ... ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে বিকশিত করার জন্য আমাদের কর্ম পরিকল্পনার একটি অংশ।' প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'গত ১০০ দিনে, ১২টি নতুন শিল্প শহর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, ৮টি হাই-স্পিড রোড করিডর প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে, ১৫টিরও বেশি নতুন মেড ইন ইন্ডিয়া সেমি হাই-স্পিড বন্দে ভারত ট্রেন চালু করা হয়েছে।'

জুনিয়র চিকিৎসকদের ফের বৈঠকে যোগদানের আহ্বান, চিঠি দিলেন মুখ্যসচিব

কলকাতা ১৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : এই নিয়ে পঞ্চম বার। রাজ্য সরকারের তরফে ফের বৈঠকে যোগদানের জন্য জুনিয়র চিকিৎসকদের আহ্বান জানানো হয়েছে। সোমবার বিকেল পাঁচটা নাগাদ ওই বৈঠকটি হবে। তবে তার পনেরো মিনিট আগে প্রতিনিধি দলকে পৌঁছে যেতে হবে বলে ওই চিঠিতে মুখ্যসচিব সবিস্তারে জানিয়েছেন। দক্ষিণ কলকাতার কালিঘাটে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনেই আজকের ওই বৈঠকটি হবে। এ রাজ্যের মুখ্যসচিব ডঃ মনোজ পন্থ এই নিয়ে সোমবার সকালে চিঠি লিখেছেন এবং অব্যাবহিত পরেই তা জুনিয়র ডাক্তারদের সংগঠনের কাছে মেল করে পাঠানো হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে চিঠি লিখে চূড়ান্ত সময়ও উল্লেখ করেছেন। ই - মেল করে তা পাঠানো হয়েছে। জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট - কে লেখা ওই চিঠিতে দেশের শীর্ষ আদালতের নির্দেশ আরও একবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তিনি। গত নয় তারিখের ঘোষণা অনুযায়ী, ১০ তারিখ বিকেল পাঁচটার মধ্যেই কাজে ফিরতে আদালতের রায়ে বলা হয়েছিল। পঞ্চম এই চিঠির মাধ্যমেই তাদের এ বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হয়েছে। শুধু তাই নয়, বেশ কিছু সময় হাতে নিয়ে এবার চিঠি পাঠানো হয়েছে।

সকালেই নামল আঁধার, নিম্নচাপের প্রভাবে তুমুল বৃষ্টি শহর ও শহরতলিতে

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): এখনও দক্ষিণবঙ্গের উপরে রয়েছে নিম্নচাপের ভ্রুকুটি। সোমবার সকালে তুমুল বৃষ্টি হয়েছে শহর ও শহরতলিতে, ভারী বৃষ্টি হয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতেও। মেঘের গর্জনের সঙ্গে তুমুল বৃষ্টি হয়েছে ক্যানিং থেকে কাকদ্বীপ, বসিরহাট থেকে বনগাঁ সর্বত্রই।বৃষ্টি আরও কিছু দিন চলতে পারে, জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। তবে আপাতত পশ্চিমের দু'একটি জেলা ছাড়া ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা কোথাও নেই। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, সোমবার পর্যন্ত নিম্নচাপের প্রভাবে সমুদ্র উত্তাল থাকতে পারে। তবে, ১৭ তারিখের পর বৃষ্টি তুলনামূলকভাবে অনেকটাই কমবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর।

বিহারের ১৯টি জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস, জারি সতর্কতা

পাটনা, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): সোমবার পাটনা সহ বিহারের বহু জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী বৃষ্টির বিষয়ে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, সোমবার বিহারের ছাপড়া, সিওয়ান, জেহানাবাদ, দ্বারভাঙ্গা, মধুবনি, বৈশালী এবং গোপালগঞ্জ সহ রাজ্যের ১৯টি জেলায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে। তাপমাত্রা দুই থেকে তিন ডিগ্রি কমতে পারে বলেও জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর।

PRESS NOTICE INVITING TENDER No. e-PT-XII/EE/RD/STB/2024-25, Dated- 13/09/2024

On behalf of the 'Governor of Tripura the Executive Engineer, R.D Santirbazar Division, Santirbazar, South Tripura' invites percentage rate Two Bid System e-tender in PWD Form No-7 up to 2:00 P.M. on 03/10/2024 for 08 (Eight) Nos Construction work. For details please visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at M-9436593289. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C/1682/24

Executive Engineer
RD Santirbazar DiVIIIsion
Santirbazar, South Tripura

সোমবার আগরতলায় মুসলিধর্মালম্বীদের জশনে জুলুছে ঈদ এ মিলাদুন্নবী উপলক্ষ্যে এক র‍্যালির আয়োজন করা হয়।

ইন্ডি জোটের কোনও মিশন ও দৃষ্টিভঙ্গি নেই : শেহজাদ পুনাওয়ালা

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বিরোধীদের ইন্ডি জোটের তীব্র সমালোচনা করলেন বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র শেহজাদ পুনাওয়ালা। তাঁর কথায়, ইন্ডি জোটের কোনও মিশন অথবা কোনও দৃষ্টিভঙ্গি নেই। সোমবার শেহজাদ পুনাওয়ালা বলেছেন, 'এই জোট বিভ্রান্তি ও বিভাজনের জোট। ইন্ডি জোটে কোনও মিল নেই, কোনও মিশন অথবা ভিশন নেই।'শেহজাদ আরও বলেছেন, 'আর তাই একদিকে কংগ্রেস বলছে অরবিন্দ কেজরিওয়াল যা বলেছেন তা একটি নাটক, সন্দীপ দীক্ষিত এবং অন্যান্য নেতারা এএপি এবং অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে দুর্নীতিগ্রস্ত বলেছেন এবং ফারুক আবদুল্লাহ, যিনি জোটের অংশীদার এই পদক্ষেপকে উদযাপন করছেন।'

হঠাৎ ভাইরাসে আক্রান্ত রোনাল্ডো, খেলতে পারছেন না এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগে

রিয়াদ, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগ হলো এশিয়ার সেরা ক্লাবগুলোর লড়াই। ইরাকের ক্লাব আল শর্তার বিপক্ষে আল নাসরের হয়ে এই মরসুমে এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগের প্রথম ম্যাচটা সোমবার বাগদাদে খেলার কথা ছিল রোনাল্ডোর। কিন্তু ভাগ্য খারাপ পর্তুগিজ মহাতারকার। ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার জন্য ওই ম্যাচ সোমবার খেলতে যেতে পারছেন না বাগদাদে। অধিনায়ককে ছাড়াই এশিয়ান ক্লাব ফুটবলের সবচেয়ে বড় টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচটা খেলবে আল নাসর।

জলমগ্ন কঙ্কালীতলা মন্দির প্রাঙ্গণ, অতি বৃষ্টিতে বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছে কুয়ে নদীর জল

বোলপুর, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): অতিবৃষ্টির কারণে কুয়ে নদীর জল বিপদ সীমার ওপর দিয়ে বইছে। নদীর জলে ডুবেছে সতীপীঠ কঙ্কালীতলা মন্দির প্রাঙ্গণ। প্রায় বুক পর্যন্ত জলমগ্ন হয়ে যাওয়ায় এই মুহূর্তে বন্ধ পুজোপাঠ। পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রস্তুত স্থানীয় কঙ্কালীতলা পঞ্চায়েত ও শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ। বোলপুর শ্রীনিকেতন ব্লকও পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে। ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন বিডিও সত্যজিৎ বিশ্বাস।

মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দেবেন কেজরিওয়াল : সৌরভ ভরদ্বাজ

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মঙ্গলবার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দেবেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। সোমবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই জানিয়েছেন দিল্লির মন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির নেতা সৌরভ ভরদ্বাজ।

তিনি বলেছেন, 'আগামীকাল মুখ্যমন্ত্রী (অরবিন্দ কেজরিওয়াল) নিজের পদত্যাগপত্র জমা দেবেন এবং পদত্যাগপত্র গৃহীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিধায়ক দলের একটি বৈঠক হবে, পরিষদীয় দল একজন নেতা নির্বাচন করবে। যে নেতা নির্বাচিত হবেন তিনি লেফটেন্যান্ট গভর্নরের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির কাছে দাবি পেশ করবেন। বিধায়করা আমাদের সঙ্গে আছেন। আমি মনে করি এই পুরো প্রক্রিয়াটি এক সপ্তাহের মধ্যে শেষ হওয়া উচিত।'

উল্লেখ্য, আবগারি মামলায় সুপ্রিম কোর্টে জামিনে মুক্তির পর এ বার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর পদে ইস্তফার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। রবিবার দুপুরে দলীয় এক সম্মেলনে আম আদমি পার্টির (আপ) প্রধান জানিয়েছেন, দু'দিন পরেই মুখ্যমন্ত্রী পদ ছেড়ে দেবেন তিনি। সঙ্গে এ-ও জানিয়েছেন, পুনরায় ভোটে না জেতা পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীর পদে তিনি আর ফিরবেন না। দিল্লির আবগারি দুর্নীতি মামলায় প্রায় ৬ মাস জেলে ছিলেন তিনি। শীর্ষ আদালতের নির্দেশে শুক্রবারই তিহাড় থেকে মুক্তি পেয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। জেলমুক্তির দু'দিনের মধ্যেই এ বার মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি।

মঙ্গলবার রবিচন্দ্রন অশ্বিনের জন্মদিন

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): রবিচন্দ্রন অশ্বিন, যিনি অশ্বিন নামেও পরিচিত, ভারতের এই বিখ্যাত অলরাউন্ডার ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬ তে তামিলনাড়ুতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন ডানহাতি ব্যাটসম্যান, একজন ডানহাতি অফব্রেক বোলার এবং দ্রুততম ভারতীয় স্পিন বোলারদের একজন। সর্বকালের সেরা অফ স্পিনারদের একজন হিসাবেও ব্যাপকভাবে বিবেচিত তিনি। তিনি ভারতীয় ক্রিকেট দলের ২০১১ সালের ক্রিকেট বিশ্বকাপ এবং ২০১৩ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ী ভারতীয় দলের সদস্য ছিলেন। রবিচন্দ্রন অশ্বিন জুনিয়র-লেভেল (ইউ-১৭) বিভাগে ওপেনিং ব্যাটসম্যান হিসেবে খেলা শুরু করেন। ২০০৬ সালে তিনি তামিলনাড়ু ক্রিকেট দল এবং সাউথ জোনের একজন বিশেষজ্ঞ ফাস্ট বোলার ছিলেন। কিন্তু তার পেলভিক ইনজুরির কারণে তিনি একজন স্পিন বোলারে পরিণত হন।

বর্তমান সময়ে শ্রীলঙ্কার অজন্তা মেন্ডিসের পাশাপাশি ক্যারম বল নিক্ষেপে তার নামও উচ্চারিত হয়ে থাকে। ২০০৯ সালে চেন্নাই সুপার কিংস তাকে ফাইনালের সময় মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিপক্ষে বেছে নেওয়ায় তার ক্যারিয়ার একটি মোড় নেয়। সিএসকে পরপর দুই মরসুমের জন্য নিষিদ্ধ হওয়ার পরে, রাইজিং পুণে সুপারজায়ান্ট তাঁকে নিয়েছিল। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে তাঁর ওডিআই অভিষেক ২০১০ এর ৫ জুন। এক সপ্তাহ বাদেই জিম্বাবুয়ের বিরুদ্ধে তার টি-টোয়েন্টি অভিষেক হয়। ২০১১ সালের নভেম্বরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তার টেস্ট অভিষেক। ভারতের স্পিন বোলিং লিঞ্চপিন তার কেরিয়ারের ৫০০তম উইকেট দখল করেছেন। ২০২৪ সালের মার্চে অশ্বিন তার ১০০তম টেস্ট ম্যাচ খেলছেন। তিনি ১৪তম ক্রিকেটার হয়েছেন, ৩১৩ জন ভারতীয় টেস্ট খেলোয়াড়ের মধ্যে ১০০ টেস্ট খেলেছেন।

অশ্বিন আইসিসি প্লেয়ার র‍্যাঙ্কিং-এ ভারতের সর্বোচ্চ র‍্যাঙ্কড টেস্ট বোলার এবং টেস্ট ক্রিকেটে সর্বোচ্চ র‍্যাঙ্কযুক্ত স্পিনার। তিনি টেস্ট ক্রিকেটে ৯টি ম্যান অফ দ্য সিরিজ পুরস্কার জিতেছেন, যা একজন ভারতীয় ক্রিকেটারের সর্বোচ্চ।

রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে ২০১৪ সালে মর্যাদাপূর্ণ অর্জুন পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছিল।

ভারতে নবায়নযোগ্য শক্তির চাহিদা ক্রমাগত বাড়ছে : প্রধানমন্ত্রী

গান্ধীনগর, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ভারতে নবায়নযোগ্য শক্তির চাহিদা ক্রমাগত বাড়ছে। এমনটাই দাবি করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, এই মুহূর্তে ভারতবাসী নিজেদের মায়ের নামে গাছ লাগাচ্ছেন। আমিও আপনাদের সকলকে এই অভিযানে যোগদানের জন্য অনুরোধ করব। ভারতে নবায়নযোগ্য শক্তির চাহিদা বাড়ছে। এই চাহিদা পূরণে সরকারও নতুন নতুন নীতি প্রণয়ন করছে এবং সব ধরনের সহায়তা দিচ্ছে।' প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'সবুজায়নকে আমরা জনগণের আন্দোলনে পরিণত করছি। আমাদের প্রধানমন্ত্রী সূর্য ঘর - মুফত বিজলি যোজনা এই দিকে একটি বড় উদ্যোগ। এই স্কিমের মাধ্যমে ভারতের প্রতিটি পরিবার বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী হয়ে উঠছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, এখনও পর্যন্ত ১ কোটি ৩০ লক্ষেরও বেশি পরিবার এই প্রকল্পের অধীনে নিবন্ধিত হয়েছে।' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সোমবার সকালে গুজরাটের গান্ধীনগরের মহাত্মা মন্দিরে চতুর্থ গ্লোবাল রিনিউয়েবল এনার্জি ইনভেস্টরস মিট অ্যান্ড এক্সপো (রি-ইনভেস্ট)-র উদ্বোধন করেছেন। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'ভারত হল জি২০-র প্রথম দেশ, যে দেশ প্যারিস জলবায়ু প্রতিশ্রুতি সময়সীমার ৯ বছর আগে অর্জন করেছে। জি২০ দেশগুলির মধ্যে আমরাই একমাত্র এই কৃতিত্ব অর্জন করতে পেরেছি। উন্নত দেশ যা করতে পারেনি, একটি উন্নয়নশীল জাতি তা পেরেছে।'

সকালে ৩০-৪০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) রবিবারের থেকে সোমবার আকাশ কিছুটা পরিষ্কার হলেও বৃষ্টি অব্যাহত। তবে ধীরে ধীরে কাটছে নিম্নচাপের প্রভাব। যদিও ৩০-৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

Page 3_5_7.pmd 2 16-09-2024, 22:27

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

পোষ্য কুকুর হঠাৎ আপনাকে এড়িয়ে চলছে কি?

বাড়িময় দৌড়ে বেড়াবে, ছুটবে, খেলবে, বাড়ি ফিরলে কোলে আসবে তবেই তো পোষ্য চোখের মণি হয়ে উঠবে। অনেকেরই পোষ্যের সঙ্গে আলাদা সখ্য গড়ে ওঠে। কিন্তু ইদানীং কি পোষ্য আপনাকে এড়িয়ে চলছে কিংবা সারা ক্ষণ চুপচাপ থাকছে? তা হলে কিন্তু চিন্তার বিষয়। শরীরের পাশাপাশি পোষ্যের মনে এবং আচরণেও কিন্তু বদল আসতে পারে। এ ক্ষেত্রে কথা বলে কারণ উদ্ধার করার কোনও সুযোগ নেই। কিন্তু ঠিক কোন কারণগুলির জন্য পোষ্য এমন করতে পারে? জানা থাকলে পোষ্যকে স্বাভাবিক জীবনে ফেরানো সহজ হবে।

শারীরিক অসুস্থতা- শরীরের অন্দরে কোনও সমস্যা হচ্ছে কি না, তা নিজের মুখে বলতে পারে না পোষ্যরা। কিন্তু ভিতরে ভিতরে শারীরিক যন্ত্রণায় বিদ্ধ হয়। সেই কারণেও অনেক সময়ে আপনাকে এড়িয়ে চলতে পারে। শরীর খারাপ হলে শারীরিক স্ফূর্তিও কমে আসে। এমন হলে পোষ্যের খাওয়াদাওয়ার দিকে নজর দিন। খাওয়ার পরিমাণ যদি আগের চেয়ে কমে গিয়ে থাকে, তা হলে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা জরুরি।

মানসিক উদ্বেগ- শরীর খারাপের পাশাপাশি পোষ্যের মনেও কিন্তু কোনওসমস্যা দেখা দিতে পারে। কোনও বিষয় নিয়ে উদ্বেগে থাকলে এমন হতে পারে। জোরে কোনও শব্দ, পোষ্যের সঙ্গে বাকিদের আচরণ এবং আরও অনেক কারণে মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়তে পারে পোষ্যে। সেখান থেকেই জন্ম নিতে পারে ভয়। সেই ভয়ের কারণেই হয়তো আপনার সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করছে।

রুটিনের পরিবর্তন- পোষ্যদের রোজের রুটিনে কোনও বদল এলেও এমন সমস্যা হতে পারে। একটি নির্দিষ্ট রুটিনমাফিক চলার পর হঠাতপরিবর্তন এলে সমস্যায় পড়তে পারে পোষ্যরা। সেখান থেকেও নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখার প্রবণতা তৈরি হতে পারে।

অতীতের স্মৃতি- কখনও কোনও খারাপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে সহজে ভুলতে পারে না পোষ্যরা। মাঝেমাঝেই অতীতের সেই স্মৃতি জেগে ওঠে। আপনার সঙ্গে পোষ্যের দূরত্ব বৃদ্ধির সেটাও একটি কারণ হতে পারে। খারাপ কোনও স্মৃতি যদি নতুন করে পোষ্যের মনে জাঁকিয়ে বসে, তা হলে অনেক সময়ে নিজেকে গুটিয়ে নিতে পারে। তবে কিছু দিন সময় দিলে পোষ্য ঠিক হয়ে যেতে পারে।

অল্প পরিশ্রমেই ক্লান্ত লাগে?

অফিসের প্রচণ্ড ব্যস্ততায় তো বটেই, এমনকি ছুটির দিনেও ক্লান্ত লাগে সারা ক্ষণ। অনেকের ঘুম থেকে ওঠার পরেও সবচেয়ে বেশি ক্লান্তি ঘিরে ধরে। শরীরের উপর একটানা ধকল গেলে সেই ক্লান্তি দূর করার জন্য দীর্ঘ বিশ্রাম কিংবা বিরতির প্রয়োজন হয়। তা না হলে শরীর কাহিল হয়ে পড়ে। শরীরে আয়রনের পরিমাণ কমে গেলেও অনেক সময় সারা ক্ষণ ক্লান্ত লাগে। তবে কারণ যা-ই হোক, ক্লান্তি দূর করতে খাওয়াদাওয়ার দিকে নজর দিলেই এই সমস্যা নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে। কোন খাবারগুলি নিয়মিত খেলে ক্লান্তি কেটে স্ফূর্তি আসবে শরীরে?

ড্রাই ফ্রুটস: শরীরের ক্লান্তি দূর করতে এক মুঠো ড্রাই ফ্রুট দারুণ কাজে দেয়। খিদে পেলে ভাজাভুজি না খেয়ে কাঠবাদাম, কিশমিশ,আখরোট, পেস্তা, খেজুরের মতো ড্রাই ফ্রুট খেতে পারেন। ১০০ গ্রাম ড্রাই ফ্রুটে ৩৫৯ ক্যালোরি থাকে। শরীরে আয়রনের চাহিদা মেটাতেও দারুণ উপকারী ড্রাই ফ্রুটস।

ডার্ক চকলেট: ডার্ক চকোলেটে থেরোব্রোমাইন ও ক্যাফিন থাকে। শরীরে তাতণিক শক্তির জোগান দিতে এই দুই উপাদানের জুড়ি মেলা ভার। তাই ক্লান্ত লাগলে মুখে ডার্ক চকলেট পুরে দিলেই হবে মুশকিল আসান।

টকদই: বর্ষাকালেও গরমের হাত থেকে রেহাই নেই। একটু বাইরে বেরোলেই শরীরে অস্বস্তি শুরু হয়। এই সময়ে পুষ্টিবিদরা টক দই খেতে বলেন। দইয়ে উপকারী শর্করা গ্যালাকটোজ আর ল্যাকটোজ থাকে। এই উপাদানগুলি শরীরে শক্তির চাহিদা মেটায়। নিয়মিত খাদ্যতালিকায় দই রাখলে শরীর চাঙ্গা থাকবে।

ডিম: রোজের ডায়েটে ডিম রাখাও ভীষণ জরুরি। ডিম স্বাস্থ্যকর ফ্যাট ও প্রোটিনের ভাল উত। একটি ডিমে সাত গ্রাম ফ্যাট ও ৫ গ্রাম প্রোটিন থাকে। তা ছাড়া, বিভিন্ন প্রকার ভিটামিন ও খনিজে ভরপুর ডিম খেলে শরীরে স্ফূর্তি আসে।

জিমে না গিয়ে ঘরে বসেই কমবে ওজন

সারা বছর ওজন নিয়ে সচেতন থাকলেও, পুজোর আগে রোগা হওয়ার জন্য বাড়তি পরিশ্রম করেন অনেকেই। কঠোর ডায়েট, বাইরের খাবার খাওয়া থেকেশতহস্ত দূরে থাকা বাদ দেন না কিছুই। অনেকেই আবার পুজোর শপিং ছেড়ে জিমে গিয়েই কাটিয়ে দেন অনেকটা সময়। তাতে যে চেহারায় বিপুল পরিবর্তন আসে, এমনও নয়। উপরন্তু সময় নষ্ট।

রোগা হওয়ার জন্য সব সময়ে জিমে যেতে হবে, তার কোনও মানে নেই। বাড়িতে বসেও কয়েক দিনের মধ্যেই ওজন ঝরানো সম্ভব। শুধু মেনে চলতে হবে কয়েকটি নিয়ম।

ভারী জলখাবার খাওয়া

সকালের খাবারের উপর নির্ভর করে সারা দিনের শরীরের হালচাল। রাতের খাবারের পর প্রায় ৭-৮ ঘণ্টা পেট খালি থাকে। তাই সকালে তাড়াতাড়ি এবং স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া জরুরি। সঠিক সময়ে জলখাবার খাওয়ার অভ্যাসে হজমশক্তির উন্নতি ঘটে। বাড়তি মেদ ঝরাতে সাহায্য করে।

পর্যাপ্ত ঘুম

গবেষণা বলছে পর্যাপ্ত ঘুম না হলে বডি মাস ইন্ডেক্স (বিএমআই) বেড়ে যেতে পারে। আর বডি মাস ইনডেক্স বেড়ে যাওয়ায় অর্থ ওজন বৃদ্ধি। এক জন পূর্ণবয়স্ক মানুষের দিনে অন্তত ছ'ঘণ্টা নিরবিচ্ছিন্ন ঘুমের প্রয়োজন। ঘুম পর্যাপ্ত হলে শুধু ভিতর থেকে ফিট থাকবে শরীর। নিয়ন্ত্রণে থাকবে ওজন।

প্রক্রিয়াজাত খাবার না খাওয়া

ওজন কমানোর পথে প্রক্রিয়াজাত খাবার একটি বড় বাধা। ওজন কমাতে চাইলে এ ধরনের খাবার যথাসম্ভব এড়িয়ে যেতে হবে। বিশেষত, প্রক্রিয়াজাত খাবারে ব্যবহৃত নানা উপাদান ওজন বাড়িয়ে তোলে ও নানা রকম শারীরিক সমস্যা ডেকে আনে।

স্বাস্থ্যকর খাওয়াদাওয়া

ওজন ঝরাতে সব সময়ে ডায়েট করা জরুরি নয়। স্বাস্থ্যকর, সুষম খাবার খেয়েও কিন্তু মেদ ঝরানো যায়। তাই কার্বজাতীয় খাবার কম খেয়ে প্রতি দিন ফাইবার, প্রোটিন এবং স্বাস্থ্যকর প্রোটিনে সমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে।

গরম জলে স্নান করা

৩০ মিনিট শরীরচর্চা করলে যে পরিমাণ ক্যালোরি পোড়ে, তা শুধু গরম জলে স্নান করেই পাওয়া যায়। শরীরচর্চা করার সময়ে শরীরে যে পরিমাণ তাপ উতন্ন হয়, গরম জলে স্নান করলেও তা পাওয়া সম্ভব। শরীরের ভিতরে উতন্ন এই তাপই দেহের বাড়তি মেদ ঝরিয়ে ফেলতে পারে।

মুড ভাল নেই?

কথায় আছে মেজাজই আসল রাজা। অর্থাৎ মেজাজ বা মানসিক স্থিতি ঠিক না থাকলে কোনও কিছুই ঠিক থাকে না। আর মেজাজ শুধুমাত্র আপনার নিজের স্বাস্থ্যকেই প্রভাবিত করে না, এটি আপনার চারপাশের লোকদেরও প্রভাবিত করে। আর আজকাল কর্মব্যস্ত জীবনে মানুষের জীবনে চাপের শেষ নেই। অফিস, বাড়ি সব সামলাতে-সামলাতে একপ্রকার নাজেহাল হয়ে পড়তে হয়। তাই মুডও খুব একটা ভাল থাকে না। মেজাজ ভাল রাখতে কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না তো? নজর দিন ডায়েটে। এমন বেশকিছু খাবার রয়েছে যা মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায়। কী সেগুলি? আসুন জেনে নেওয়া যাক

আসলে, আমাদের মেজাজও হরমোনের সঙ্গে সম্পর্কিত। যখন মানুষ তাঁর পছন্দের কোনও কাজ করেন যেমন, গান শোনা বা সিনেমা দেখা ইত্যাদি তখন ডোপামিন নামক হরমোন নিঃসৃত হয়, যা মানসিক চাপ থেকে মুক্তি দিতে পারে। আবার এমন কিছু কিছু খাবার রয়েছে যা খেলে সেরোটোনিন বৃদ্ধি পায় যা মনকে শান্ত রাখতে সাহায্য করে। তাহলে জেনে নেওয়া যাক কোন খাবারগুলো মেজাজ সতেজ রাখতে সাহায্য করে ডার্ক চকলেট:- আপনি যদি শরীরে সুখী হরমোনের ক্ষরণ বাড়াতে চান তবে ডার্ক চকোলেট একটি খুব ভাল বিকল্প। এতে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা মেজাজ ভাল রাখতে সাহায্য করে। তবে সীমিত পরিমাণে খান।

বাদাম এবং বীজ:- বাদাম, চিনাবাদাম, আখরোট, সূর্যমুখী বীজ, তিল বীজ, কুমড়ার বীজ ইত্যাদি বেশি করে খাবেন। এটি সেরোটোনিনের উৎপাদন বাড়ায়, যা মানসিক স্থিতি ঠিক থাকে। এছাড়াও বাদামের এবং বীজের আরও অনেক স্বাস্থ্য উপকারিতা রয়েছে।

পালং শাক:- ডায়েটে ম্যাগনেসিয়াম এবং আয়রনের মতো পুষ্টিতে সমৃদ্ধ পালং শাক যোগ করুন। অনেক সময় ম্যাগনেসিয়ামের ঘাটতিও উদ্বেগ ও মানসিক চাপের মতো সমস্যার সৃষ্টি করে। পালং শাক সেরোটোনিনের মাত্রা উন্নত করে, যা মেজাজ উন্নত করতে সাহায্য করে। তাই বেশি করে পালং শাক খান।

আপেল:- আপেল হার্ট সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। তাছাড়া এই ফল মেজাজ ভাল রাখতেও সাহায্য করে। তাই মানসিক স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখতে ডায়েটে আপেল যোগ করুন।

রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে কোন খাবার রোজ খাবেন?

রক্তচাপ বেড়ে গেলে বাড়তি সতর্কতা মেনে চলতে হয়। উচ্চ রক্তচাপ ধরা পড়লে প্রতিদিন ওষুধ খেতেই হবে। একদিনও ওষুধ বাদ দিলে বাড়তে পারে স্ট্রোকের ঝুঁকি। এছাড়াও উচ্চ রক্তচাপই হৃদরোগ ডেকে আনে। তবে, শুধু খেয়েই যে রক্তচাপকে বশে রাখা যায়, তা নয়। খাওয়া-দাওয়ায় খুব বেশি হেরফের না হলেও, কাঁচা নুন খাওয়ার প্রতি রাশ টানেন অনেকেই। রক্তে সোডিয়ামের মাত্রা যাতে হেরফের না হয়, তার জন্যই খাবারে নুনের পরিমাণ কমানো দরকার। তবে, শুধু নুন খাওয়া কমালেই হবে না, জাঙ্ক ফুডের প্রতিও আসক্তি কমাতে হবে। কিন্তু কোন খাবার রোজ খেলে রক্তচাপের সমস্যা বশে থাকবে, জানেন?

উচ্চ রক্তচাপকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাইলে লাইফস্টাইলে বদল আনতে হবে। বেশ কিছু খাবার যেমন ডায়েট থেকে বাদ দেবেন, একইভাবে, কিছু খাবার যোগও করতে হবে। হাইপারটেনশনের ডায়েটে তাজা ফল, শাকসবজি থাকেই। কিন্তু দই রাখেন কি? দই হল এমন একটি খাবার, যা উচ্চ রক্তচাপকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। রক্তচাপের সমস্যায় উপযোগী দই। আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশনের এপিডিমায়োলজি ও লাইফস্টাইলে ২০১৬ সালে প্রকাশিত এক গবেষণা থেকে জানা গিয়েছে, যেসব মহিলা সপ্তাহে পাঁচ বা তার বেশি বার দই খেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি কম। পরিসংখ্যান বলছে, বিশ্বজুড়ে প্রায় ১০০ কোটিরও বেশি মানুষ উচ্চ রক্তচাপে ভুগছেন। তাই দই খেয়ে আপনি এই স্বাস্থ্য সমস্যার ঝুঁকি কমাতে পারেন। রোজের ডায়েটে দই রাখলে এটি একাধিক স্বাস্থ্য সমস্যা প্রদান করে। দইয়ের মধ্যে ভিটামিন বি১২, ক্যালশিয়াম ও ফসফরাস রয়েছে। তাছাড়া এই খাবার প্রোটিনের সমৃদ্ধ উৎস। যদিও দই জনপ্রিয় এর প্রোবায়োটিক উপাদানের জন্য। দই খেলে হজম স্বাস্থ্য ভাল থাকে। পাশাপাশি রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা গড়ে ওঠে। তবে, দই সরাসরি উচ্চ রক্তচাপকে নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে না। দইতে ম্যাগনেশিয়াম রয়েছে, যা উচ্চ রক্তচাপের জন্য উপযোগী। এছাড়া দইতে ক্যালশিয়াম থাকে, যা মাংসপেশি গঠনে এবং হার্টের পেশির জন্য ভাল। দই খাওয়ার উপকারিতা হল, এটি ওজনকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। যেহেতু ওবেসিটি উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি বৃদ্ধি করে, তাই ওজন কমিয়ে আপনি এই রোগের হাত থেকে দূরে থাকতে পারেন। এভাবেই দই হাইপারটেনশনের ক্ষেত্রে উপযোগী। কিন্তু আপনাকে লো-ফ্যাট দই খেতে হবে। দইতে কোনও চিনি মেশালে চলবে না। রোজ একবাটি করে দই খেলেই আপনার রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

সবজি খেয়ে সুগার কমার বদলে বেড়েও যেতে পারে

ছোট থেকে সকলেই শুনেছেন যে তাজা শাকসবজির গুণ বেশি। রোগকে দূরে রাখতে গেলে পাতে শাকসবজি থাকা দরকার। এমনকী ডায়াবেটিসের মতো দীর্ঘস্থায়ী রোগের ওষুধও শাকসবজির মধ্যে লুকিয়ে। উচ্চে, করলা, ঢ্যাঁড়শ, ব্রকোলি, শসা, মুলোর মতো বিভিন্ন সবজি ডায়াবেটিসের চিকিৎসায় উপযোগী। এগুলো ফাইবার, ভিটামিন, মিনারেল ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে পরিপূর্ণ হয়, যা রক্তে শর্করার মাত্রা কমায়। অনেক সময় সবজি খেয়েও আপনার রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যেতে পারে। হ্যাঁ, ঠিকই পড়লেন। এমন অনেক সবজি রয়েছে, যা ডায়াবেটিসের রোগীদের এড়িয়ে যাওয়া উচিত। যে সবজিতে স্টার্চ ও কার্বোহাইড্রেট রয়েছে, যা ডায়াবেটিসের জন্য উপযুক্ত নয়। কোন-কোন আনাজ খেলে রক্তে সুগার লেভেল বাড়তে পারে, রইল তালিকা।

আলু: অনেকের মুখেই শুনেছেন নিশ্চয়ই, ডায়াবেটিসের রোগীদের আলু খাওয়া নিষিদ্ধ। আলুর গ্লাইসেমিক সূচক অনেক বেশি। এটি আপনার রক্তে শর্করার মাত্রা হঠাৎ করে বাড়িয়ে দিতে পারে। তাই বুঝেশুনে আলু খাওয়াই ভাল।

মিষ্টি আলু: সাধারণ আলুর চেয়ে রাঙা আলু বেশি উপকারী। কিন্তু রাঙা বা মিষ্টি আলুর মধ্যেও কার্বোহাইড্রেট রয়েছে। তাই ডায়াবেটিসের রোগীদের মিষ্টি আলুও সীমিত পরিমাণে খাওয়া উচিত। নাহলে বাড়তে পারে সুগার লেভেল।

ওল: গরম ভাতে সর্ষে দিয়ে মাখা ওল সেদ্ধ খেতে ভাল লাগে? কিন্তু খাবার ডায়াবেটিসের রোগীদের একটু এড়িয়ে যাওয়াই ভাল। মাটির নীচের এই আনাজে স্টার্চের পরিমাণ বেশি। এতে হঠাৎ শর্করার মাত্রা বাড়তে পারে। মিষ্টি আলুর মতো এটিও আপনার স্বাস্থ্যে প্রভাব ফেলতে পারে।

কচু: মিষ্টি আলু, ওলের মতো কচুও মাটির নিচের ফসল। এই সবজিতেও স্টার্চের পরিমাণ বেশি। এটি ইনসুলিনের মাত্রার উপর প্রভাব ফেলতে পারে এবং রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়িয়ে দিতে পারে। তাই ডায়াবেটিসের রোগীদের সীমিত পরিমাণে কচু খাওয়া উচিত।

বিটরুট: মাটির নিচের সবজি বিটরুটও। এই সবজি পুষ্টিতে ভরপুর হলেও ডায়াবেটিসের রোগীদের জন্য খুব একটা উপযোগী নয়। যদিও বিটরুটের রস রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। তাই অল্প পরিমাণে এটি খেতে পারেন।

কাঁচকলা: ডায়াবেটিসের রোগীরা পাকা কলা খেলেও, কাঁচকলা থেকে সাবধান। কাঁচকলার মধ্যেও ভরপুর পরিমাণে পুষ্টি রয়েছে। কিন্তু এতে স্টার্চের পরিমাণও বেশি। তাই রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও বেশি।

গাজর ও কড়াইশুঁটি: সুগার থাকা সত্ত্বেও রোজের খাদ্যতালিকায় গাজর, কড়াইশুঁটি থাকে? এগুলো স্বাস্থ্যকর সবজি, গ্লাইসেমিক সূচকও কম। কিন্তু অতিরিক্ত মাত্রায় খেলে রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যেতে পারে। তাই ডায়াবেটিসের রোগীদের এগুলো কম পরিমাণে খাওয়া উচিত।

শরীর চাঙ্গা করতে একমাত্র ভরসা লাল আঙুর

ফল খাওয়া শরীরের জন্য জরুরি। আর এই পুষ্টিকর ফলের তালিকায় রয়েছে আঙুর। তবে শুধু আঙুর খেলেই হবে না, বেছে নিতে হবে তার রঙও। বিশেষজ্ঞদের মতে, সমস্ত আঙ্গুরের মধ্যে লাল রঙের আঙ্গুর সবচেয়ে পুষ্টিকর। লাল আঙুরের রয়েছে বেশ ভরপুর পুষ্টি। ইউরোপের দেশগুলোতে লাল আঙুর বেশি জনপ্রিয়। তা থেকেই তৈরি হয় রেড ওয়াইন। কিন্তু ভারতে লাল আঙুরের প্রচলন কম। মানুষ এই আঙুর সম্পর্কে খুব একটা জানেনও না। কিন্তু লাল আঙুর এক কথায় গুণের খনি। এতে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট,ভিটামিন এ, ভিটামিন সি, ক্যালসিয়াম এবং আয়রন। এছাড়া এক কাপ লাল আঙুরে রয়েছে ৫২ ক্যালরি, ১ গ্রাম প্রোটিন, ০ গ্রাম ফ্যাট, ১৪ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট, ১ গ্রাম ফাইবার। এই বিশেষ আঙুরে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকার কারণে এটি বহু রোগের ঝুঁকি কমায়। আসুন জেনে নেওয়া যাক লাল আঙুরের উপকারিতা সম্পর্কে।

নিয়মিত লাল আঙুর খেলে হার্ট সংক্রান্ত সব ধরনের জটিলতা দূর হয়। লাল আঙ্গুরে ফ্ল্যাভোনয়েড এবং পলিফেনল নামক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে, যা রক্তনালীগুলিকে শিথিল করে এবং হৃৎপিণ্ডের পেশীতে যেকোনো ধরনের প্রদাহ কমায়। এতে হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোকের ঝুঁকি অনেকটাই কমে যায়।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ-

লাল আঙুরে পর্যাপ্ত পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট রয়েছে, তা সত্ত্বেও এটি রক্তে শর্করা বাড়ায় না বরং কমায়। কারণ লাল আঙুরের গ্লাইসেমিক ইনডেক্স খুবই কম। এছাড়া এতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকায় এটি ব্লাড সুগার বাড়াতে দেয় না।

ওজন কমাতে--- যাঁরা ওজন কমাতে চান তাঁদের জন্য লাল আঙুর খুবই উপকারী। লাল আঙুরে পর্যাপ্ত পরিমাণে ফাইবার থাকে যা খিদে কমিয়ে দেয়। এর পাশাপাশি লাল আঙুরে প্রচুর পরিমাণে জল রয়েছে থাকে যা শরীরকে হাইড্রেটেড রাখে। যাঁরা ওজন কমাতে চান তাঁদের লাল আঙ্গুরের রস পান করার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা।

দৃষ্টিশক্তির জন্য- লাল আঙ্গুর নিয়মিত সেবন চোখ সুস্থ রাখে। লাল আঙুরে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ থাকে। এছাড়া লাল আঙুরে উপস্থিত ফ্ল্যাভোনয়েড চোখের কোষকে শিথিল করতে সাহায্য করে।

সময়ে খেলেও বাড়তে পারে ওজন

ঘড়ি ধরে খাওয়াদাওয়া করার কিছু উপকারিতা আছে। ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা থেকে গ্যাস-অম্বলের ঝুঁকি কমানো সময় মেপে খাওয়াদাওয়া করলে অনেক রোগবালাই থেকেই দূরে থাকা যায়। তবে শুধু সময়মতো খেলেই হবে না। বিশেষ করে রাতের খাবার খাওয়ার পর কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয়। রাতের খাবার খাওয়ার পর অনেকেই সোজা ঘুমোতে চলে যান।

আবার কেউ জেগে থাকেন দীর্ঘ ক্ষণ। পুষ্টিবিদেরা জানাচ্ছেন, রাতের খাবার খাওয়ার পর কিছু অভ্যাস ত্যাগ করা জরুরি। না হলে হিতে বিপরীত হতে পারে। নৈশভোজের পরের মুহূর্তে কোন কাজগুলি করবেন না?

ঘুমিয়ে পড়া রাতের খাবার খাওয়ার পরেই ঘুমিয়ে পড়বেন না। খাওয়ার পর শুয়ে পড়লে হজমের গোলমাল হবে। তাই খাওয়ার পর কিছু ক্ষণ হাঁটাচলা করুন। টিভি দেখতে পারেন কিংবা অন্য কোনও কাজ। তবে খাওয়ার পরেই ঘুমিয়ে পড়লে হজমজনিত সমস্যা দেখা দিতে পারে। ভাজাভুজি না খাওয়া রাতে খাওয়াদাওয়া সেরে অনেকেই সিনেমা, সিরিজ দেখতে বসেন। ঘুমোতে যেতে স্বাভাবিক ভাবেই দেরি হয়ে যায়। সিনেমা দেখার ফাঁকে খিদে পেলে অনেকেই টুকটাক ভাজাভুজি খাবার খেয়ে নেন। এই অভ্যাস অস্বাস্থ্যকর। মাঝরাতে তেলেভাজা খেলে ওজন বাড়তে পারে।

জল খাওয়া এমনিতেই খাবার খাওয়ার সময় জল খেতে বারণ করেন পুষ্টিবিদেরা। রাতের খাবার খাওয়ার সময় এই নিয়ম আরও বেশি করে মেনে চলা জরুরি। রাতে খাবার সহজে হজম হতে চায় না। খাওয়ার সময় জল খেলে আরও মুশকিল হতে পারে। খাবার খেয়ে উঠেই জল খাওয়াও উচিত নয়। রাতের খাবার খাওয়ার কিছু ক্ষণ পর বরং জল খান। তাহলে শরীর ভাল থাকবে। ওজনও নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

বাড়িতে তৈরি স্বাস্থ্যকর স্যুপও হবে সুস্বাদু

সর্দি-কাশিতে দ্রুত স্বস্তি পেতে কিংবা রোগা হওয়ার ডায়েটে স্যুপের মতো উপকারী এবং স্বাস্থ্যকর খাবার কমই আছে। তা ছাড়া, স্যুপ বানাতেও বিশেষ সময় লাগে না। চটজলদি তৈরিও হয়ে যায়। দীর্ঘ ক্ষণ পেট ভর্তি রাখতেও স্যুপের জুড়ি মেলা ভার। তবে স্যুপ আরও স্বাস্থ্যকর এবং সুস্বাদু করে তোলার কয়েকটি উপায় রয়েছে। জানা থাকলে স্যুপ খেয়েই মন এবং শরীর ভাল হয়ে যেতে বাধ্য।

ডাল দিয়ে তৈরি করুন- চিকেন, সজ্জি এবং আরও অনেক কিছু দিয়েই স্যুপ তৈরি করা যায়। তবে স্বাদ এবং স্বাস্থ্যের যত্ন একসঙ্গে নিতে হলে বানাতে পারেন ডাল দিয়ে। মুসুর ডাল হেঁশেলে মজুত করা থাকেই। ডাল দিয়ে বানাতে পারেন স্যুপ। এতে ফিট থাকবে শরীর।

লেবুর রস দিন- নুন, তেল, মশলা ছাড়াও রান্নায় স্বাদ আনতে পারে লেবুর রস। স্যুপ সুস্বাদু করে তুলতে লেবুর রস দিতে পারেন। লেবুর রসে ভিটামিন সি রয়েছে ভরপুর পরিমাণে। স্যুপের সঙ্গে খেতে তো ভাল লাগেই, সেই সঙ্গে শরীরে ভিটামিন সি-র ঘাটতিও পূরণ হয়।

সজ্জি দিতে পারেন- স্যুপ সুস্বাদু করে তুলতে সজ্জি দিতে পারেন। গাজর, বিন্স, ব্রকোলির মতো রঙিন সজ্জি যদি স্যুপে দেন তাহলে দেখতে তো ভাললাগবেই, খেতেও মন্দ লাগবে না। সজ্জি যে শরীরের যত্ন নেয়, তা বলা বাহুল্য। পুষ্টিবিদ থেকে চিকিৎসক, সজ্জি খাওয়ার পরামর্শ দেন সকলেই। স্যুপে সজ্জি দিয়ে খেলে খারাপ লাগবে না।

মশলা- মশলা মানেই তা শরীরের জন্য ক্ষতিকর, তা কিন্তু নয়। এমন অনেক মশলা আছে যেগুলি শরীরের যত্ন নেয়। তার সবচেয়ে ভাল উদাহরণ হল গোলমরিচ। স্যুপ তৈরির সময় ছাড়াও বাটিতে নামানোর পরেও উপর থেকে খানিকটা গোলমরিচ ছড়িয়ে দিন। খেতে তো ভাল লাগবেই, সেই সঙ্গে প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে।

সমগ্র উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে জুড়ে শুরু স্বচ্ছতা হি সেবা ২০২৪ অভিযান

মালিগাঁও, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪: আজ থেকে সমগ্র উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে জুড়ে শুরু হলো স্বচ্ছতা হি সেবা ২০২৪ অভিযান। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব এন. এফ. রেলওয়ের মুখ্য কার্যালয়স্থিত ড. ভূপেন হাজরিকা সভা গৃহে রেলওয়ে কর্মীদের স্বচ্ছতার শপথ বাক্য পাঠ করান। শপথ বাক্য অনুষ্ঠানে বরিষ্ঠ রেলওয়ে আধিকারিক, মুখ্য কার্য্যালয়ের কর্মচারী এবং বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। একইভাবে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সবগুলি ডিভিশনেও স্বচ্ছতার শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়। ১৬ সেপ্টেম্বর অর্থাৎ আজ থেকে 'স্বভাব স্বচ্ছতা-সংস্কার স্বচ্ছতা' শীর্ষক থিমের মাধ্যমে শুরু হওয়া এই অভিযানটি ০২ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখে স্বচ্ছ ভারত দিবস উদযাপনের মাধ্যমে সমাপ্ত হবে। পাক্ষিক ব্যাপী আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে রেলওয়ে কর্মী ও যাত্রীদের মধ্যে সচেতনতা ছড়িয়ে দিতে কর্মস্থল, রেলওয়ে ট্র্যাক ও স্টেশন চত্বরে গণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযানের মতো বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হবে। এই অভিযানটি সাফাই মিত্র, স্বচ্ছতা কর্মী এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডার যারা এই কর্মসূচির অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাদের স্বীকৃতি দেওয়ার সাক্ষীও হয়ে উঠবে। পাঠ করানো শপথের অঙ্গীকার অনুযায়ী স্বাস্থ্যবিধির গুরুত্ব সম্পর্কে নাগরকিদের মধ্যে একটি সচেতনতা তৈরি করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পাশে থাকার বার্তা, টালার ওসির বাড়িতে কলকাতা পুলিশের আধিকারিকরা

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আর জি কর ধর্ষণ ও খুন মামলায় সিবিআইয়ের হাতে ধৃত টালা থানার ওসি অভিজিৎ মণ্ডলের পাশে দাঁড়ালেন কলকাতা পুলিশের আধিকারিকরা।সোমবার দুপুরে অভিজিৎ মণ্ডলের বাড়ি যান অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (৪) ভি সলোমান নিশা কুমার, ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ (ইস্ট ডিভিশন) আরিশ বিলাল এবং ডেপুটি কমিশনার (এসএসডি) বিদিশা কলিতা। সূত্রের খবর, তাঁরা অভিজিৎ মণ্ডলের স্ত্রী সঙ্গীতা মণ্ডল-সহ তাঁর পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন।বাড়ি থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের সামনে এক আধিকারিক বলেন, "আমি যতটুকু জানি, ওসির কোনও দোষ নেই। যেটুকু আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস আছে, যেটুকু উনি করেছেন ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে করেছেন। খবর পাওয়ার পর উনি দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উনি ওখানে যান। ওখানে সব দাবি মেনে সুবিচারের স্বার্থে তদন্তের স্বচ্ছতার জন্য যা কিছু করার উনি ওখানে করেন। এটাই ওঁর কাজ ছিল। উনি ভালভাবে কাজটা করেছেন। এটাই আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস। কলকাতা পুলিশ ওঁর সঙ্গে আছে।"এক পুলিশকর্তা সাংবাদিকদের বলেন, "আমরা মূলত এসেছি, ওঁকে আমাদের সমর্থন জানানোর জন্য। কারণ, কলকাতা পুলিশ একটা পরিবার। অভিজিৎ মণ্ডল সেই পরিবারের সদস্য। ওঁর যখন এরকম একটা সমস্যা হয়েছে, কলকাতা পুলিশ ওঁদের সঙ্গে থাকবে। ওঁদের যা সাহায্য লাগবে আমরা তার সব দেব। এটাই ওঁকে বলতে এসেছি।""

বৃষ্টিতে সম্পূর্ণ জলমগ্ন সতীপীঠের অন্যতম কংকালীতলা মন্দির

বোলপুর, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বঙ্গোপসাগরে তৈরি গভীর নিম্নচাপের জেরে টানা বৃষ্টিতে সম্পূর্ণ জলমগ্ন কোপাই নদীর তীরে অবস্থিত সতীপীঠের অন্যতম কংকালীতলা মন্দির। দেবীর গর্ভগৃহে পর্যন্ত জল ঢুকে গিয়েছে। বন্ধ পুজার্চনা। তবে দেবীর ভোগ নিবেদনে খামতি রাখেননি স্থানীয় মানুষজন ও কংকালীতলা গ্রাম পঞ্চায়েত। এক বুক জলের মধ্য দিয়ে মাথায় করে পুজোর সামগ্রী নিয়ে ভোগ নিবেদন করা হল। কোপাই নদীর জল বইছে মন্দিরের উপর দিয়েই। এই মরশুমে ১ মাসের মধ্যে দুবার জলমগ্ন হল কংকালীতলা মন্দির।

হিন্দু পুরাণ অনুযায়ী দক্ষযজ্ঞের সময় দেবীর কাঁকাল পড়েছিল শান্তিনিকেতন থানার অন্তর্গত কোপাই নদীর তীরে। সেই থেকে এই স্থানের নাম কংকালীতলা। দেশের ৫১ টি সতীপীঠের মধ্যে অন্যতম এই কংকালীতলা মন্দির। বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া গভীর নিম্নচাপের জেরে দুদিন ধরে টানা মুষলধারে বৃষ্টিতে বোলপুর-শান্তিনিকেতনের একাধিক জায়গা জলমগ্ন। কোপাই ও অজয় নদী কার্য্যত ফুসছে। ইতিমধ্যেই তিলপাড়া জলাধার থেকে ৭ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে। জেলার মধ্যে সর্বাধিক বৃষ্টি হয়েছে এই দুবরাজপুর ও বোলপুরে। শান্তিনিকেতন থানার কসবা হয়ে পাঁড়ুই যাওয়ার পথে কোপাই সেতুর উপর দিয়ে বইছে জল। স্বাভাবিক ভাবেই বন্ধ পাড়াপাড়। লাভপুরের বিস্তীর্ণ এলাকাও প্লাবিত।

বাদ যায়নি সতীপীঠের অন্যতম কংকালীতলা মন্দিরও। কোপাই নদী প্লাবিত হয়ে দেবীর গর্ভগৃহেও জল ঢুকে গিয়েছে। জলমগ্ন সমগ্র মন্দির চত্ত্বর সহ বলি দেওয়ার স্থান, ভোগের স্থান, পবিত্র কুণ্ড পর্যন্ত প্লাবিত। বন্ধ হয়ে গিয়েছে মন্দিরে সাধারণ মানুষের প্রবেশ। বন্ধ পুজার্চনাও। তবে দেবীর ভোগ নিবেদনে খামতি রাখেননি স্থানীয় মানুষজন সহ কংকালীতলা গ্রাম পঞ্চায়েত। যথারীতি এক বুক জল পার হয়ে মাথায় করে দেবীর ভোগ ও পুজার সামগ্রী মন্দিরে নিয়ে আসা হয়। রীতি মেনেই ভোগ নিবেদন করা হয়। কবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে বোঝা যাচ্ছে না। কারন বোলপুরের চতুর্দিক জলমগ্ন। যদি, আবারও বৃষ্টি হয় পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়ার আশঙ্কা।

কংকালীতলা মন্দিরে সেবাইত রাজনারায়ণ চৌধুরী বলেন, 'মন্দিরে পুজো বন্ধ। কিন্তু মায়ের ভোগ নিবেদন বন্ধ রাখলে তো হবে না। পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান মামনদার নেতৃত্বে ভোগ নিবেদন করা হল। আশা করি জল কমে যাবে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে।'

কংকালীতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান মহিউদ্দিন শেখ ওরফে মামন শেখ বলেন, 'ভক্তদের জন্য পুজো বন্ধ। তবে ভোগ নিবেদন করা হয়। কোন বিপদ যাতে না ঘটে তারজন্য ব্যারিকেড করে দেওয়া হয়েছে।'

শ্যালকের হাতে খুন ভগ্নিপতি, উধাও অভিযুক্ত

উত্তর ২৪ পরগনা, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): শ্যালকের হাতে ভগ্নিপতি খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে শোরগোল হল উত্তর ২৪ পরগনার গোপালনগরের ন'হাটা বাজার এলাকায়। ইতিমধ্যেই দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ। অভিযুক্তের খোঁজে শুরু হয়েছে তল্লাশি। সূত্রের খবর, মৃত যুবকের নাম শুভ সাহা (৩২)। অভিযুক্তের নাম সুমন বিশ্বাস। সম্পর্কে সুমনের ভগ্নিপতি শুভ। সুমন মার্চেন্ট নেভিতে কাজ করেন। সম্প্রতি তিনি ছুটিতে বাড়ি আসেন। শ্বশুরবাড়িতে ছিলেন শুভ। রবিবার সন্ধ্যে ৭ টা নাগাদ মদ্যপ অবস্থায় সুমন বাড়ি ফেরেন। সেই সময়ই ভগ্নিপতির সঙ্গে কথাকাটাকাটিতে জড়িয়ে পড়েন তিনি।

বচসা এক পর্য্যায়ে চরমে ওঠে। অভিযোগ, সেই সময় ধারালো অস্ত্র দিয়ে ভগ্নিপতির গলায় কোপ দেন সুমন। রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন শুভ।

প্রাক শৈশব বিকাশ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাচক্র

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মানব জীবনের প্রথম এক হাজার দিন প্রাক শৈশব বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। মঙ্গলবার বিষয়টি নিয়ে রাজধানীর ইন্ডিয়া হ্যাবিটাট সেন্টারে জাতীয় স্তরের আলোচনাচক্র হবে। দুটি জেলার অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়া হবে নীতিনির্ধারক এবং বিশেষ মানুষদের সামনে।

আলোচনাচক্রের মূল উদ্যোক্তা 'বিক্রমশিলা এডুকেশন রিসোর্স সোসাইটি'-র অন্যতম আধিকারিক সত্যগোপাল দে এই প্রতিবেদককে জানান, "প্রাক শৈশব বিকাশের সময় থেকেই শিশুদের মস্তিষ্কের বিকাশ, বুদ্ধির বিকাশের প্রথম পর্য্যায় শুরু হয়। অথচ বিষয়টি যথাযথ অভিজ্ঞতার অভাবে অবহেলিত হয়। আমরা নীতি আয়োগের পরিকল্পনা অনুযায়ী 'ভান লিয়ার ফাউন্ডেশন'-এর সহযোগিতায় বিষয়টি নিয়ে কাজ করছি। দুটি 'অ্যাসপিরেশনাল ডিস্ট্রিক্ট' ওড়িশার কোরাপুট এবং উত্তর প্রদেশের ফতেপুর জেলায় এই প্রকল্প গত দু'বছর ধরে রূপায়িত হচ্ছে। উভয় জেলায় বিভিন্ন স্তরে জেলা প্রশাসন স্বানীয় পঞ্চায়েত সাধারণ মানুষ পিতা মাতা এতে অংশ নিয়ে প্রশিক্ষিত হয়েছেন। সেই অভিজ্ঞতাই মাত্রা পাবে মূল আলোচনাচক্রে।"

জেলাশাসকদের প্রতি মুখ্যসচিবের সতর্কবার্তা

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : জেলাশাসকদের প্রতি মুখ্যসচিবের সতর্কবার্তা। দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলাকে সতর্ক করলেন রাজ্য সরকার। আগামীকাল অর্থাৎ মঙ্গলবারের আগে বর্তমান পরিস্থিতির উন্নতি হবে না। এরপর দাপট কমবে ঘনীভূত নিম্নচাপের। কাজেই ত্রাণ সামগ্রী মজুত রাখার পরামর্শ। যে কোনও পরিস্থিতিতেই দ্রুত মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। নদী বাঁধ পরিদর্শনের জন্য জরুরী ভিত্তিতে বার্তা অবিলম্বে রিপোর্ট সহ পাঠাতে হবে সংশ্লিষ্ট জেলাশাসকদের এসওএস দেওয়া হয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে পূর্বাভাস অনুযায়ী, উপকূল জেলার দিকেই বরং বাড়তি নজর রাখতে আহ্বান জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, বিগত কয়েকদিন ধরেই প্রতিকূল পরিস্থিতি। এর পরিপ্রেক্ষিতে একটানা চলছে নিম্নচাপের দরুণ বৃষ্টি অব্যাহত। কাজেই মুখ্যসচিব ডঃ মনোজ পন্থ সমস্ত জেলাশাসকদের কাছে এই মর্মে সরকারি বার্তা দিয়ে জানিয়েছেন, আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ ভাবে সতর্কতা অবলম্বন একান্ত দরকার। অন্যদিকে, আগামী ৪৮ ঘন্টার মধ্যেই শক্তিক্ষয় হবে ওই নিম্নচাপের। উত্তর ছত্তিশগড় ও ঝাড়খণ্ডের দিকে অগ্রসর হবে।

আইসিসির আগস্ট মাসের সেরা হলেন দুনিথ ভেল্লালাগে

দুবাই, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আগস্ট মাসের আইসিসির সেরার পুরস্কার জিতলেন শ্রীলঙ্কার দুনিথ ভেল্লালাগে।

দক্ষিণ আফ্রিকার কেশব মহারাজ ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের জেইডেন সিলসকে টপকে আইসিসির আগস্ট মাসের সেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছেন ভেল্লালাগে।

উল্লেখ্য আগস্টে ভারতের বিপক্ষে শ্রীলঙ্কার ২৭ বছরের ওয়ানডে সিরিজ জয়ের খরা কেটেছে। ৩ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ লঙ্কানরা জিতেছে ২-০ ব্যবধানে। ১০৮ রান ও ৭ উইকেটের অলরাউন্ডার পারফরম্যান্সে জন্য সিরিজে সেরা হয়েছিলেন ভেল্লালাগে। কলম্বোর প্রেমাদাসায় প্রথম ওয়ানডেতে অলরাউন্ড পারফরম্যান্স করে হয়েছিলেন ম্যাচসেরা। ৬৫ বলে ৬৭ রানের ইনিংসের পাশাপাশি বোলিংয়ে নিয়েছিলেন ২ উইকেট। শেষ ওয়ানডেতে ২৭ রানে নিয়েছিলেন ৫ উইকেট।

আসানসোলে ভেঙে পড়ল গোয়াল ঘরের দেওয়াল, প্রাণ হারালেন এক ব্যক্তি

আসানসোল, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আসানসোলে অতিবৃষ্টিতে গোয়াল ঘরের দেওয়াল ভেঙে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। মৃতের নাম অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় (৫০)। সোমবার আসানসোলের বারাবনির রানীগঞ্জ এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। দেওয়াল ভেঙে পড়ার ঘটনায় এক গবাদি পশুরও মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ঘটনা প্রসঙ্গে অশোকবাবুর পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে, অতিবৃষ্টির কারণে গোয়াল ঘরের দেওয়াল পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা হয়েছিল। তাই গরুগুলিকে খুলতে গিয়েছিলেন তিনি। সেই সময়েই আচমকা দেওয়াল ভেঙে পড়ে। চাপা পড়েন অশোকবাবু। অকুস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

অতিবৃষ্টিতে ছাপিয়ে গেল দ্বারকা নদ, জলমগ্ন তারাপীঠ শ্মশান-সহ বিস্তীর্ণ এলাকা

তারাপীঠ, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): দ্বারকা নদের দুই কূল ছাপিয়ে জলমগ্ন হয়ে গেল তারাপীঠ শ্মশান-সহ বিস্তীর্ণ এলাকা। বিঘের পর বিঘে জমি জলের তলায়। ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কায় কৃষকরা। অন্যদিকে শ্মশানের ইলেকট্রিক চুল্লির ট্রান্সফরমার জলের তলায় চলে যাওয়ায় বন্ধ শবদাহ। তারাপীঠের রাস্তা জলের তলায় চলে গিয়েছে। এলাকার সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। পাশাপাশি দ্বারকা নদের ধারে থাকা একাধিক লজ জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। একতলায় ঢুকে পড়েছে জল।এদিকে, অতিবৃষ্টির কারণে কুয়ে নদীর জল বিপদ সীমার উপরে উঠে গিয়েছে। যার ফলে ডুবেছে সতীপীঠ কঙ্কালীতলা মন্দির প্রাঙ্গণ। প্রায় বুক পর্যন্ত জলমগ্ন হয়ে যাওয়ায় এই মুহূর্তে বন্ধ পুজো। পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রস্তুত স্থানীয় কঙ্কালীতলা পঞ্চায়েত ও শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ।

ধর্নাস্থল থেকেই পুজো নিয়ে বার্তা জুনিয়র ডাক্তারদের

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বছরের এই সময়কালে হরেক সময় আন্দোলন হয়েছে এই বাংলায়। কিন্তু দুর্গাপুজো হয়েছে নিজের ছন্দে। সোমবার ফের প্রশ্ন উঠল পুজোর আগে আন্দোলন নিয়ে।

সামনেই দুর্গাপুজো। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি রাজ্য জুড়ে আন্দোলনের উদ্দেশে বার্তা দিয়েছেন উৎসবে ফেরার জন্য। সে প্রসঙ্গে ২০০ বছরের ব্রিটিশ শাসনের কথা স্মরণ করিয়ে সোমবার চিকিৎসক ছাত্রনেতা তথা অভিনেতা কিঞ্জল নন্দ ধনাস্থলে বলেন, "এমন নয় যে বাংলায় ২০০ বছর ধরে কোনও দুর্গাপুজো হয়নি। দুর্গাপুজো হয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রাম তার জন্য প্রভাবিত হয়নি। স্বাধীনতাও এসেছিল। আমার মনে হয়, এ বারের পুজোও ঠিক সেই রকমই হবে।"

কিঞ্জল এদিন প্রথমে জানিয়েছিলেন, কালীঘাটের বৈঠক ভেস্তে যাওয়ার পর থেকে এই প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত কোনও ইমেল তাঁরা পাননি সরকারের তরফে। যদি নতুন কোনও ইমেল আসে, তার পরই সে বিষয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ জানাবে ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টর্স ফ্রন্ট। এর পরেই আসে সরকারি আমন্ত্রণ।

আন্দোলনরত জুনিয়র ডাক্তারেরা ও সরকার পক্ষ উভয়েই আলোচনা চাইছে। যদিও চূড়ান্ত ঘোষণার আগে এই মুহূর্তে আলোচনা করছেন জুনিয়র ডাক্তারেরা।

আর জি কর মামলার শুনানি, মূলত তিনটি দিকে নজর থাকবে সুপ্রিম কোর্টের

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): রাত পোহালেই মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে আর জি কর মামলার শুনানি। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, মঙ্গলবারের শুনানি মূলত তিনটি দিকে নজর থাকবে সুপ্রিম কোর্টের।

এরই মধ্যে তিলোত্তমার ধর্ষণ খুনের অভিযোগে সিবিআই গ্রেফতার করেছে টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডল ও আর জি কর হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে। এই জোড়া গ্রেফতারি সিবিআই-কে বাড়তি অক্সিজেন জোগাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

অন্যদিকে, মঙ্গলবারের শুনানির আগে আন্দোলনকারী জুনিয়র চিকিৎসকদের আইনজীবীও বদল হয়েছেন। সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী গীতা লুথারার পরিবর্তে জুনিয়র চিকিৎসকদের হয়ে সওয়াল করবেন আইনজীবী ইন্দিরা জয় সিংহ।

সোমবার জম্মু ও কাশ্মীরে অমিত শাহ, করবেন ৩টি জনসভা

শ্রীনগর, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সোমবার জম্মু ও কাশ্মীরের তিনটি জনসভায় ভাষণ দেবেন। দশ বছর পর জম্মু ও কাশ্মীরে বিধানসভা নির্বাচন, সেই উপলক্ষ্যে বিজেপির তারকা প্রচারক হিসেবে এদিন শাহ বক্তব্য রাখবেন। জানা গেছে অমিত শাহ সোমবার দুপুরে গুলমার্গের ছত্তরগড় স্টেডিয়ামে ভাষণ দেবেন। এরপর কিশতওয়ারের প্যারেড গ্রাউন্ডে তার জনসভা হবে। তারপরে কিশতওয়ার থেকে রামবান বিধানসভা কেন্দ্রের জনসভায় বক্তব্য রাখবেন অমিত শাহ।

সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টকে ঘিরে বিবাদ, ম্যাঙ্গালুরুতে ভিএইপি ও বজরং দলের বিক্ষোভ

ম্যাঙ্গালুরু, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টকে ঘিরে অশান্ত হয়ে উঠলো কর্ণাটকের ম্যাঙ্গালুরু। ওই সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টের প্রতিবাদে সোমবার বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরং দলের কর্মীরা। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং বজরং দলের কর্মীদের বিক্ষোভের প্রেক্ষিতে ম্যাঙ্গালুরুতে র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স মোতায়েন করা হয়েছে।দক্ষিণ কন্নড়ের এসপি ইয়াতীশ এন বলেছেন, 'সোমবার ঈদ-ই-মিলাদ উৎসব উপলক্ষ্যে আমরা জেলার চারপাশে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করেছি এবং বিসি রোডের বান্টওয়াল শহরে প্রতিবাদের ডাক দেওয়া হয়েছিল, তাই পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে।যার জন্য আমাদের কাছে রয়েছে। কোথাও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি, যে শান্তিতে বিঘ্ন ঘটাবে তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

ঈদ এ মিলাদুন নবী উপলক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতার শুভেচ্ছা

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ইসলামিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, তৃতীয় মাসে মিলাদ উন নবী উদযাপন করা হয়ে থাকে। বিশ্বব্যাপী ধর্মের অনুসারীরা নবীর শিক্ষা ও জীবনকে অনুসরণ করে শ্রদ্ধার সঙ্গে দিনটিকে স্মরণ করে। এই উপলক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন এক্স হ্যান্ডেলে এক বার্তায় তিনি জানান, সৌভ্রাতৃত্ব, বিশ্বশান্তি, ন্যায় ও মানব কল্যাণের পথপ্রদর্শক মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) --- এর জন্মদিবস ঈদ-এ-মিলাদুন-নবী উপলক্ষে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মুবারকবাদ।

নর্থ লন্ডন ডার্বিতে ব্রাজিলিয়ানের গোলে আর্সেনালের জয়

লন্ডন, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): টটেনহ্যাম আর আর্সেনালের লড়াই মানেই উত্তাপ। রবিবারের নর্থ লন্ডন ডার্বির ম্যাচটি উত্তাপে ভরা। সেই জন্য ৮টি কার্ড দেখতে হয়েছে দুদলের খেলোয়াড়কে। উত্তেজক এই লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত জিতেছে আর্সেনাল। প্রতিপক্ষের মাঠে প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচটি ১-০ গোলে জিতেছে মিকেল আর্তেতার দল ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার গাব্রিয়েল মাগালিয়াইসের গোলে। ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে আর্সেনালে যোগ দেওয়ার পর থেকে প্রিমিয়ার লিগে মাগালিয়াইসের গোল হলো ১৫টি। এই সময়ে আর কোনও ডিফেন্ডার লিগে ১১টির বেশি গোল করতে পারেননি। ৪ ম্যাচে ৩ জয় ও এক ড্রয়ে ১০ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলে দুইয়ে উঠেছে আর্সেনাল। আর সমান ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে

আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে চণ্ডীগড়ে চিকিৎসকদের মানববন্ধন

চণ্ডীগড়, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে উত্তাল গোটা দেশ। দিকে-দিকে ছড়িয়ে পড়েছে আন্দোলনের আঁচ। রাজপথে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন বাংলার জুনিয়র চিকিৎসকরা। তাঁদের পাশে থাকার বার্তা দিতে এবং আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে সোমবার চণ্ডীগড়ের চিকিৎসকরা এগিয়ে এলেন। এদিন হাতে হাত ধরে মানববন্ধন তৈরি করলেন চণ্ডীগড়ের পিজিআইএমইআর অর্থাৎ পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চের চিকিৎসকরা।

বন্যা পরিস্থিতি, মানুষ চিকিতসা এ সবে চিন্তিত মুখ্যমন্ত্রী চান দ্রুত সমাধান

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): "একদিকে বন্যা পরিস্থিতি, অন্যদিকে মানুষ চিকিতসা পাচ্ছে না, আসুন আমরা সবাই মিলে সমস্যাটার সমাধান করি।" জুনিয়র চিকিতসকদের সঙ্গে তাঁর সোমবারের প্রস্তাবিত বৈঠক সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমে এই মন্তব্য করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী জানান, 'বৈঠকে আসার জন্য এটা নির্ধারিত সময় থাকছে। আমি নিজেও ধরনায় গিয়েছি। আমার এখনও ছোটদের কাছে অনুরোধ থাকবে কালকে আদালতে শুনানী আছে। তার আগে আসুন আমরা একটা চেষ্টা করে দেখি। তাতে জুনিয়র ডাক্তারদেরও লাভ হবে এবং শান্তি ফিরে আসবে।"

লাগাতার বৃষ্টির জেরে জলমগ্ন একাধিক এলাকা। বৃষ্টির মাথায় করেই আন্দোলনরত জুনিয়র ডাক্তাররা। বন্যা পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "যারা চায় না এটা হোক, আমি তাদের কাছে অনুরোধ করব, মানুষের কথা ভেবে একদিকে বন্যা পরিস্থিতি, অন্যদিকে মানুষ চিকিতসা পাচ্ছে না, আসুন আমরা সবাই মিলে সমস্যাটার সমাধান করি। সমস্যার সমাধান করার জন্য চেষ্টা করা উচিত।"

এই এক বৈঠকেই কী মিটে যাবে সমস্যা? মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "সবসময় সবটা হয় না, তবে কিছুটা তো হয়। আমরাও চিন্তিত, আমিও চাই তিলোত্তমার বিচার হোক এবং সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তাররাও সুস্থ স্বাভাবিক পরিবেশে কাজে ফিরুন। তাঁদের কথা শোনার জন্য আমি তৈরি আছি। আমি তাঁদের আবেদন জানিয়েছি। আমাদের কমিটি ইতিমধ্যেই ইমেল পাঠিয়েছে। তাঁরা যদি আসেন ৪ টা থেকে ৫ টার মধ্যে, আমরা মিটিংটা ৫ টায় করতে পারি।"

প্রসঙ্গত, ফের বৈঠকের আহ্বান। জুনিয়র চিকিতসকদের মিটিংয়ে আসার জন্য অনুরোধ জানায় সরকার। মুখ্য সচিব চিঠি দেন জুনিয়ার চিকিৎসকদের। মুখ্যমন্ত্রীর কালীঘাটের বাড়িতেই আবার বৈঠকের আসার জন্য অনুরোধ করে সরকার।

সরকারি চাকরি ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন সন্দীপ, চিঠি দাখিল করে চাঞ্চল্যকর দাবি

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে নাকি, আর জি কর হাসপাতালের অধ্যক্ষ পদ-সহ সরকারি পদ থেকে স্বেচ্ছাবসর নিতে চেয়েছিলেন সন্দীপ ঘোষ। তাঁর তরফে এই মর্মে একটি চিঠি তুলে দেওয়া হয়েছে সিআইডি-র হাতে। এই চিঠি নিয়ে ধন্দ দেখা দিয়েছে।

চিঠির বয়ান অনুযায়ী সন্দীপবাবু লিখেছিলেন, "২০০০ সালের ৪ মে থেকে ২৪ বছরেরও বেশি আমি সরকারি ডাক্তার হিসেবে কাজ করছি। আমার বিরুদ্ধে আদালত বা ভিজিল্যান্সে কোনও মামলা চলছে না। তাই আমার স্বেচ্ছাবসর নেওয়ার আবেদন মঞ্জুর করা হোক"। স্বাস্থ্য ভবনে চিঠি দিয়ে স্বেচ্ছাবসর নিতে চেয়েছিলেন আর জি কর মেডিক্যালের তৎকালীন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ। সেই সময়ই নাকি আর জি করের অধ্যক্ষের পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পাশাপাশি, সরকারি চাকরি ছেড়ে দেওয়ারও ইচ্ছে প্রকাশ করেন তিনি।

সেই চিঠি সামনে এল এতদিন পর। কিন্তু তাঁকে ছাড়চে চায়নি রাজ্য সরকারই। আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষের পদ থেকে ইস্তফা দিলেও বিকেলেই তাঁকে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের মাথায় বসিয়ে দেয় রাজ্য সরকার। যদিও ন্যাশনাল মেডিক্যালের পড়ুয়াদের বিক্ষোভের মুখে সিদ্ধান্ত বদল করা হয়।

প্রসঙ্গত, আর জি কর মেডিক্যালে চিকিৎসককে ধর্ষণ-খুনের ঘটনায় সন্দীপ ঘোষ ও টালা থানার ওসি অভিজিৎ মণ্ডলের মধ্যে যোগসাজশ ও বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের দাবি করেছে সিবিআই। একের পর এক চাঞ্চল্যকর অভিযোগ সামনে এনেছেন তদন্তকারী অফিসাররা। গত ৯ অগাস্ট, আর জি কর মেডিক্যালের সেমিনার রুম থেকে উদ্ধার হয় তরুণী চিকিৎসকের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ। তারপর থেকেই আর জি কর মেডিক্যালের তৎকালীন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে ওঠে একগুচ্ছ অভিযোগ, বিতর্ক। শেষমেষ আন্দোলনকারীদের তীব্র চাপে গত ১২ আগস্ট সকালে আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ পদ থেকে ইস্তফা দেন সন্দীপ ঘোষ।

মুখ্যমন্ত্রী ধামির জন্মদিনে বিভিন্ন মন্দিরে পূজার্চনা

গোপেশ্বর, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামির জন্মদিনে সোমবার বদ্রীনাথ এবং কেদারনাথ সহ একাধিক মন্দিরে শ্রী বদ্রীনাথ-কেদারনাথ মন্দির কমিটি দ্বারা বিশেষ পূজার্চনা করা হয়। শ্রী ওমকারেশ্বর মন্দির উখিমঠ, শ্রী নৃসিংহ মন্দির জোশীমঠ, তৃতীয় কেদার তুঙ্গনাথ ও সিদ্ধপীঠ কালীমঠে পূজা সম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু এবং রাজ্যের সুখ-সমৃদ্ধি প্রার্থনা করা হয়। বদ্রীনাথ-কেদারনাথ মন্দির কমিটি সভাপতি অজেন্দ্র অজয় জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন উপলক্ষেও মঙ্গলবার বদ্রী-কেদার সহ সমস্ত মন্দিরে বিশেষ পূজার আয়োজন করা হবে। প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু ও দেশের সমৃদ্ধি প্রার্থনা করা হবে বলে জানান তিনি। হিন্দুস্থান সমাচার / সৌম্যজিৎ / সোনালি

দেশের আর্থিক উন্নয়নে তামিলনাড়ুর বন্দরগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): দেশের আর্থিক উন্নয়নে তামিলনাড়ুর বন্দরগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সোমবার তামিলনাড়ুর থুথুকুডি বন্দরে নতুন আন্তর্জাতিক কন্টেইনার টার্মিনাল উদ্বোধন করার পর এই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, তামিলনাড়ুর বন্দর পরিকাঠামোর মধ্যে রয়েছে ৩টি প্রধান বন্দর এবং ১৭টি অ-প্রধান বন্দর। এই ক্ষমতার কারণে এখন তামিলনাড়ু সামুদ্রিক বাণিজ্য নেটওয়ার্কের একটি প্রধান কেন্দ্র। বন্দর-নেতৃত্বাধীন উন্নয়নের মিশনকে গতিশীল করতে, আমরা আউটার হারবার কন্টেইনার টার্মিনাল তৈরি করছি। এর জন্য ৭০০০ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, 'বিকশিত ভারতের যাত্রায় আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এই নতুন থুথুকুডি আন্তর্জাতিক কনটেইনার টার্মিনাল ভারতের সামুদ্রিক পরিকাঠামোর নতুন তারকা। এই উন্নয়নমূলক উদ্যোগের জন্য আমি তামিলনাড়ুর জনগণকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাই। আমি আনন্দিত যে, এই নবনির্মিত টার্মিনালটিতে ৪০ শতাংশ মহিলা কর্মচারী থাকবে, যা এটিকে সামুদ্রিক ক্ষেত্রে নারী-নেতৃত্বাধীন উন্নয়নের প্রতীক করে তুলেছে।' হিন্দুস্থান সমাচার / রাকেশ / সৌম্যজিৎ

কেন্দ্র করে চরম ব্যস্ততা

● প্রথম পাতার পর

অভিমত ব্যবসায়ীদের। উনাদের বক্তব্য অনুসারে মানুষ পূজো আয়োজন করেছেন অন্যান্য বছরের মতই কিন্তু বাজার করার ক্ষেত্রে নূন্যতম যা না হলে নয় সেই অনুসারেই ক্রয় করছেন। ফলে ব্যবসায়ীরা থেকে মূর্তি কারিগরেরা এবছর তেমন লাভের মুখ দেখবেনা বলে আশংকা প্রকাশ করতে শুনা যায়। এদিকে, দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা পূজাকে কেন্দ্র করে শান্তিরবাজার পূর্তদপ্তরের কার্য্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় বসে আঁকো প্রতিযোগীতা। শান্তিরবাজার পূর্ত দপ্তরের এক্সিউটিভ তাপস মারাক ও এসডিও প্রবীর বরন দাসের প্রচেষ্টায় এইধরনের সামাজিক কর্মসূচী করা হচ্ছে। বর্তমানে আসছে উৎসবের মরসুম। এই উৎসবের সময়ে যাতে করে সকলে বিগতদিনের দুঃখ ভুলে গিয়ে পূজার আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে উঠতে পারে তারই প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে পূর্তদপ্তর। এই উৎসবের মরশুমে অন্যান্য বছরের ন্যায় এইবছরও দেবশিল্পী বিশ্বকর্মাপূজার আয়োজন করেছে পূর্ত দপ্তর। বিশ্বকর্মা পূজা উপলক্ষ্যে শান্তিরবাজার মহকুমার বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত করা হয় বসেআঁকো প্রতিযোগীতা। আজকের এই প্রতিযোগীতায় ৪০০ এর অধীক ছাত্র ছাত্রীরা অংশগ্রহনকরে। আগামীকাল পূজারদিন প্রতিটি বিভাগ থেকে প্রথম থেকে পঞ্চম পর্যন্ত বাছাই করে পুরুস্কার দেওয়া হবে। শান্তির বাজার পূর্তদপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত আজকের এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহনকারীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দিপনা লক্ষ্য করা যায়। এইধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করাতে সকলে পূর্ত দপ্তরের এক্সিউটিভ তাপস মাকার ও এস ডি ও প্রবীর বরন দাসকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

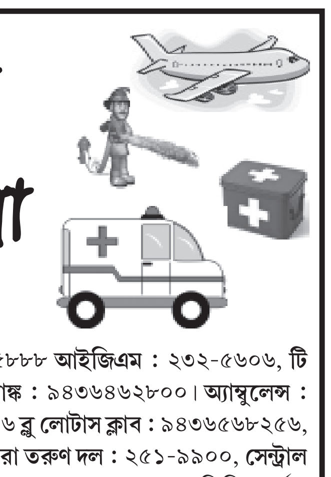

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

দু'পক্ষের মারপিট, আহত

● প্রথম পাতার পর

আসা লোকজনদের সাথে দোকান মালিকের বাকবিতন্ডা শুরু হয়েছিল। বাকবিতন্ডা একসময় ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। দুই পক্ষের মারপিটে আহত হয়েছে বেশ কয়েকজন বলে অভিযোগ। পাশাপাশি, চন্দন দাসের দুই মেয়েও আহত হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এদিকে, অনুষ্ঠানের বাড়ির লোকজনদের অভিযোগ তাদের উপর সারমেয় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ওই সারমেয়ের কামড়ে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছে। এদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে পূর্ব আগরতলা থানায় পুলিশ।

এবিষয়ে ওসি রাণা চ্যাটার্জি বলেন, অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগ আছে। পুলিশকে তদন্ত করে বের করতে হবে আসলে ঘটনাটি কি হয়েছে।

কান্ডে গ্রেপ্তার অভিযুক্ত

● প্রথম পাতার পর

রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনে চেয়ারম্যান জয়ন্তী দেববর্মার নির্দেশক্রমে নাবালিকার বাড়িতে ছুটে যান শিশু সুরক্ষা কমিশনের সদস্য চামেলী সাহা এবং গৌতম শীল। কথা বলেন নাবালিকা ও তার পরিবারের সাথে। তারপর এই ঘটনা নিয়ে মহিলা থানার ওসি এবং বিলোনিয়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অভিজিৎ দাস এর সাথে কথা বলেন শিশু সুরক্ষা কমিশনের সদস্যদ্বয়। সেই সাথে এই ঘটনায় অভিযুক্ত অপরাধী কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তির দাবি জানান শিশু সুরক্ষা কমিশনের সদস্যরা। পাশাপাশি নাবালিকা ও তার পরিবারকে সব ধরনের সাহায্যেরও আশ্বাস দেন। এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া তুলে ধরেন কমিশনের সদস্য চামেলী সাহা। তিনি অভিযুক্তির কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তির দাবির পাশাপাশি বলেন এই ধরনের কিছু বিকৃত মস্তিষ্ক মানুষের জন্য আজ সমাজ কলঙ্কিত তাই এর যথাযথ শাস্তি হওয়া প্রয়োজন। চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করেন অপহৃতা এবং ধর্ষিতা নাবালিকা। সে জানায় প্রসেনজিৎ মুহুরী তাকে স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে গাড়িতে তুলে নিয়ে গাড়ির সিটের নিচে রেখে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরিয়ে জঙ্গলে নিয়ে যায় এবং তার সাথে নেক্কারজনক ঘটনা সংঘটিত করে। এই সময়ে নাবালিকাকে প্রাণনাশের হুমকি দেয় এবং সেইসাথে নাবালিকার পরিবারকেও প্রাণনাশের হুমকি দেয় বলে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করে নাবালিকা। একই রকম অভিযোগ তুলে নাবালিকার মা। সেই সাথে অভিযুক্তের কঠোর থেকে কঠোরতম এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানানো হয়েছে।

দেওয়া যাবে না ঃ আদিত্যনাথ

● প্রথম পাতার পর

চলেছে।সে অযোধ্যা ধামে প্রভু শ্রী রাম মন্দির নির্মাণ হোক বা ত্রিপুরায় মা ত্রিপুরার সুন্দরীর মন্দিরের সৌন্দর্য্য ও পুনরুজ্জীবিত হোক, সবই তার উদাহরণ। এদিন তিনি বলেন, বিজেপি সরকার গঠন হওয়ার পর ভারতে অনুকূল পরিস্থিতিতে উন্নয়ন দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। যা বিগত এভাবে অনুকূল পরিস্থিতি তৈরী হয়নি। এমনভাবে পূজো পার্বণ অনুষ্ঠিত হত না। জনগণ ধর্মকে রক্ষা করলে, ধর্ম আপনাকে রক্ষা করবে। বাংলাদেশের মতো পরিস্থিতি ভারতে কায়েক হতে দেওয়া যাবে না।

তাঁর কটাক্ষ, বিগত দিনে পূজো পার্বণের সময় দাঙ্গা হত। তাছাড়া, নিজেদের স্বার্থের জন্য দেশ বিভাজন মেনে নিয়েছিল কংগ্রেস। তৎকালীন সময়ে যদি মুসলীম লীগের আন্দোলনকে কংগ্রেস ব্যর্থ করতে পারত, তাহলে আজ দেশবাসীর জন্য পাকিস্তান ক্ষত হয়ে দাঁড়াত না। যতদিন পর্যন্ত এই পাকিস্তানের সমাধান না হচ্ছে ততদিন মানবতার ক্যান্সার রোগের সমাধান হবে না। এদিন তিনি আরও বলেন, কংগ্রেসের লক্ষ্যই ছিল ভারতের পরম্পরা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে নষ্ট করা। তার জন্য কংগ্রেস দেশ ভাগকে মেনে নিয়েছিল।

টাকা দেওয়া হবে ঃ সচিব

● প্রথম পাতার পর

ক্ষতির পরিমাণ ৬৮ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা। জমিতে বালি, নুড়ি এবং পলিমাটি জমে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন ৪১ হাজার ৫২১ জন কৃষক। ক্ষতির পরিমাণ ১৬৩ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা। ডালপালা, কাঠ, বাঁশ, ভূমি ধুসের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন ১৫ হাজার ১২৪ জন কৃষক। ক্ষতির পরিমাণ ৯০ কোটি ১২ লক্ষ টাকা। বিভিন্ন জলাধারে মাটি, বালি, পলি পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন ২ হাজার ৭৭৯ জন কৃষক। ক্ষতির পরিমাণ ১৮কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা। সচিব জানান, সব মিলিয়ে কৃষিজ ফসলের ক্ষতি হয়েছে ১ হাজার ২৮৪ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা। উদ্যানজাত ফসল চাষে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন ৪৫ হাজার ৩৪৯ জন কৃষক। ক্ষতির পরিমাণ ৭১২ কোটি ৫০ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা। বালি, নুড়ি, পলিমাটি জমে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এবং ডালপালা, কাঠ, বাঁশ, ভুমি ধুসের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন ১৫ হাজার ৭৯৯ জন উদ্যান ও বাগিচা চাষি। ক্ষতির পরিমাণ ৬৯ কোটি ৮৯ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। উদ্যান ও বাগিচা ফসলে সব মিলিয়ে ক্ষতির পরিমাণ ৭৮২ কোটি ৪০ লক্ষ ৮ হাজার টাকা।

কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের সচিব জানান, এসডিআরএফ ও এনডিআরএফ''র নিয়ম অনুযায়ী কৃষি ও উদ্যানজাত ফসলের ক্ষেত্রে বৃষ্টিনির্ভর এলাকায় হেক্টর প্রতি সহায়তার পরিমাণ ৮ হাজার ৫০০ টাকা। সেচ সেবিত এলাকার ক্ষেত্রে ১৭ হাজার টাকা এবং বহু বর্ষজীবী ফসলের ক্ষেত্রে ২২ হাজার ৫০০ টাকা। এছাড়া বালি, নুড়ি এবং পলিমাটি জমে জমি ও জলাধারের ক্ষতির জন্য হেক্টর প্রতি সহায়তার পরিমাণ ১৮ হাজার টাকা। ভূমিধসের কারণে ক্ষতির জন্য হেক্টর প্রতি সহায়তার পরিমাণ ৪৭ হাজার টাকা। এই হিসেবে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর থেকে ১২৮ কোটি ৮০ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা সহায়তার প্রস্তাব রাজ্যের রাজস্ব দপ্তরের কাছে পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে কৃষি খাতে ১১৩ কোটি টাকা এবং উদ্যান ও বাগিচা ফসলের জন্য ১৫ কোটি ৮০ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা। সচিব জানান, ইতিমধ্যেই কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর থেকে ১২৩ মেট্রিক টন উচ্চফলনশীল আমন ধানের বীজ ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি কৃষি খামারগুলিতে ১০ হেক্টর এলাকায় নার্সারি তৈরির মাধ্যমে ধানের চারা উৎপাদন করে বিনামূলে নিকটবর্তী আমন ধান চাষিদের বিতরণ করা হয়েছে। উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষণ বিভাগ ইতিমধ্যেই রাজ্যের ৪ হাজার ক্ষতিগ্রস্ত কৃষককে ৪০০টি করে ১৬ লক্ষ শীতকালীন সব্জির চারা বিনামূল্যে বিতরণ করার উদ্যোগ নিয়েছে। দক্ষিণ ত্রিপুরা, গোমতী ও সিপাহীজলা জেলায় ৫১ হাজার ৭০০টি চারা জুমেরঢেপা সব্জি উৎকর্ষতা কেন্দ্র থেকে কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।

কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের সচিব জানান, আসন্ন রবি খন্দে ২৬ হাজার ৩৭০ হেক্টর এলাকায় হাইব্রিড ধান এবং ১৫০ হেক্টর এলাকায় গম চাষের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বীজ, অন্যান্য উপকরণ ও আর্থিক সহায়তা বাবদ হেক্টর প্রতি ৯ হাজার টাকা করে সহায়তা দেওয়া হবে। রবি মরশুমে ৭০ হেক্টর এলাকায় বেবিকর্ণ এবং ১২০ হেক্টর এলাকায় ভুট্টা চাষের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তাতে হেক্টর প্রতি ৬ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। ডাল জাতীয় শস্যের মধ্যে ৪৮০ হেক্টরে মটর এবং ১২৯২ হেক্টরে রাজমা চাষের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রতি হেক্টরে ৯ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। রবি খন্দে তৈলবীজ ফসলের মধ্যে ৭ হাজার ৫০০ হেক্টর এলাকায় সরিষা এবং ৫০০ হেক্টর এলাকায় বাদাম চাষের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সরিষা চাষের জন্য প্রতি হেক্টরে ৯ হাজার টাকা এবং বাদাম চাষের জন্য প্রতি হেক্টরে ২৪ হাজার টাকা সহায়তা দেওয়া হবে। শীতকালীন সব্জি চাষের জন্য ৪২ হাজার ৩৭৪ জন ক্ষতিগ্রস্ত কৃষককের প্রত্যেককে ১ হাজার টাকা মূল্যের বিভিন্ন শীতকালীন সব্জিবীজ বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে। তাতে ব্যয় হবে ৪ কোটি ২৩ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা। বন্যায় ১৯৭৭ জন ক্ষতিগ্রস্ত পান চাষিকে পান বরোজ মেরামতের জন্য অতিরিক্ত ১ হাজার ৫০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। তাতে ব্যয় হবে ২০ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা। তাতে ১ জন ক্ষতিগ্রস্ত পানচাষি মোট ৪ হাজার টাকা করে সহায়তা পাবেন। সহায়তা করা হবে ১০১ জন ফুল চাষিকেও। তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ২ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে বলে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায় জানিয়েছেন।

মানুষকে আকর্ষিত করে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। এই মহতি ও স্মরণীয় অনুষ্ঠানের সাক্ষী হয়েছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এবং স্বামী চিত্তরঞ্জন মহারাজ সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বগণ। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, আমি এখানে আসার জন্য উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে ধন্যবাদ জানাই। গুরুদেব শ্রী শ্রী শান্তিকালীর আশীর্বাদ এবং স্বামী চিত্তরঞ্জন মহারাজের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই মন্দিরের উদ্বোধন সম্ভব হয়েছে। বিগত সরকারের আমলে প্রায় ৩৫ বছর ধরে রাজ্যে নাস্তিকতার পরিবেশ গড়ে তোলা হয়েছিল, যা ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়েও প্রশ্ন তুলে দিয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মানুষের মধ্যে ধর্মীয় বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিকতার ভাবাদর্শ জাগ্রত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। এজন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই। আমাদের রাজ্য সরকারও সেই দিশায় কাজ করছে। আজ যে সুন্দর মন্দিরটি উদ্বোধন করা হয়েছে এটা তারই বাস্তবিক প্রমাণ। মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, ত্রিপুরা রাজ্য পর্যটন ক্ষেত্রের দিকে খুবই সমৃদ্ধ। বিভিন্ন জায়গা থেকে পর্যটকগণ রাজ্যের পর্যটন কেন্দ্রগুলি ঘুরে দেখতে আসেন। এই রাজ্যের সমৃদ্ধ পর্যটন ক্ষেত্র মানুষকে আকর্ষিত করে। এখন মানুষ ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দির কিংবা কসবা কালী বাড়ী মন্দির দেখতে আসেন। আগামীদিনে সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরও পর্যটকদের আকর্ষণে পরিণত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি। ডাঃ সাহা বলেন, রাজ্যে একটা সময় অস্থিরতার পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল। আমরা প্রত্যক্ষ করেছি কীভাবে এখানে পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। এতে পিছিয়ে গিয়েছে একটা প্রজন্ম। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টি নেতৃত্বাধীন সরকার গঠনের পর স্থিতিশীলতা ফিরে আসে। কারণ ঈশ্বরে বিশ্বাস ছাড়া কিছুই সম্ভব নয়। ঈশ্বরের প্রতি আমাদের বিশ্বাস ও আস্থা বজায় রাখতে হবে। আমি স্বামী চিত্তরঞ্জন মহারাজের সমাজের প্রতি কাজ ও দায়বদ্ধতার জন্য গর্ব অনুভব করি। তিনি বিভিন্ন স্কুল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছেন। বর্তমানে প্রায় ২৪টি আশ্রমে প্রায় ১,৫০০ এর অধিক শিক্ষার্থী পড়াশুনা করছে। এদিন অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সভাপতি ও সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য, তিপ্রা মথা দলের প্রতিষ্ঠাতা ও এডিসি সদস্য প্রদ্যোত কিশোর মাণিক্য দেববর্মা সহ অন্যান্য নেতৃত্ব ও প্রশাসনিক আধিকারিকগণ। অনুষ্ঠানে মহারাজা প্রদ্যোত বিক্রম মাণিক্য বলেন, সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হচ্ছে রাজ্যের একটি পরম্পরাগত ঐতিহ্য। ত্রিপুরার রাজা মহারাজাগণও সব ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় সহমন্ত্রী ড. শচীন্দ্রনাথ সিনহা, পদ্মশ্রী শান্তিরঞ্জন মহারাজ এবং মোহন্ত গয়ামনি মহারাজ।

মামলা

● প্রথম পাতার পর

গিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে পরিবারের সদস্যদের অনুপস্থিতিতে গৌরাঙ্গকে বেধড়ক মারধর করে। তাতে মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়েছিলেন তিনি। সাথে সাথে এলাকাবাসীরা তাঁকে উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল। আজ চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যুর হয়েছে।

পাশাপাশি তিনি অভিযোগ করেন, ছাত্রীর পরিবারের সদস্যরা বাড়িতে গিয়ে থানায় মামলা না করার জন্য হুমকি দিয়েছেন। নিজেদের মধ্যে মীমাংসা করার জন্য বলেছেন। কিন্তু মৃতের পরিবারের সদস্যদের তরফ থেকে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

পরিনত করার মিশন ঃ প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

যুব ও মহিলাদের বিশ্বাস ও আত্মবিশ্বাসের কথা তুলে ধরেন, যাঁরা বিশ্বাস করেন যে তাঁদের আকাঙ্ক্ষা এই তৃতীয় মেয়াদে নতুন করে পূরণ হবে। প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, গরিব, দলিত ও বঞ্চিতরা বিশ্বাস করেন যে সরকারের তৃতীয় মেয়াদ সম্মানজনক জীবনের গ্যারান্টি হয়ে উঠবে। তিনি বলেন, ভারতের ১৪০ কোটি নাগরিক ভারতকে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হিসাবে গড়ে তোলার সংকল্প নিয়ে কাজ করে চলেছেন। আজকের এই অনুষ্ঠান কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গী, মিশন এবং কর্মপরিকল্পনার অঙ্গ বলে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী তাঁর কার্যকালের প্রথম ১০০ দিনে সরকারের গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির কথা তুলে ধরেন।

ভারতের দ্রুত গতির উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত ক্ষেত্রের উপর জোর দেওয়ার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী প্রথম ১০০ দিনে সরকারের অগ্রাধিকারগুলিকে উল্লেখ করেন এবং কাজের গতি এবং পরিমাপের প্রতিফলনের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই ১০০ দিনে দেশের ভৌত তথা সামাজিক পরিকাঠামো সম্প্রসারণে একাধিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, ভারত ৭ কোটি গৃহ নির্মাণের পথে রয়েছে, যা অনেক দেশের জনসংখ্যার চেয়েও বেশি। গত দুই মেয়াদে ৪ কোটি আবাসন জনগণকে হস্তান্তর করা হয়েছে। ১২টি নতুন শিল্পনগরী তৈরির সিদ্ধান্ত, ৮টি হাইস্পিড রোড করিডর প্রকল্পের অনুমোদন, ১৫টিরও বেশি সেমি-হাইস্পিড বন্দে ভারত ট্রেন চালু করা, গবেষণার প্রসারের জন্য ১ লক্ষ কোটি টাকার গবেষণা তহবিল গঠন, ই-মোবিলিটি পরিচালনার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগের ঘোষণা, উচ্চ-পারফরম্যান্স বায়ো-ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের প্রচার এবং বায়ো ই৩ নীতির অনুমোদনের কথাও জানান তিনি।

গত ১০০ দিনে সবুজ শক্তি ক্ষেত্রের অগ্রগতির কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী ৭ হাজার কোটি টাকারও বেশি মূল্যের উপকূলবর্তী এলাকায় বায়ুশক্তি প্রকল্পগুলির জন্য "ভায়াবিলিটি গ্যাপ ফান্ডিং" প্রকল্প শুরু করার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ভারত আগামী দিনে ১২ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ৩১ হাজার মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে কাজ করছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতের বৈচিত্র্য, মাত্রা, ক্ষমতা, সম্ভাবনা এবং কর্মসম্পাদন সবকিছুই অনন্য এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের সমাধানের পথকে প্রশস্ত করেছে। তিনি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলেন, "শুধু ভারত নয়, গোটা বিশ্ব বিশ্বাস করে যে ভারতই একুশ শতকের শ্রেষ্ঠ বাজি"। গত এক মাসে ভারত আয়োজিত আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর কথা উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, এই মাসের গোড়ার দিকে গ্লোবাল ফিনটেক ফেস্টের আয়োজন করা হয়েছিল, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ প্রথম আন্তর্জাতিক সৌর উৎসবে অংশগ্রহণ করেছিলেন, গ্লোবাল সেমিকন্ডাক্টর সামিট, দ্বিতীয় এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী পর্য্যায়ের সম্মেলনের আয়োজনও ভারত করেছিল এবং আজ ভারত গ্রিন এনার্জি সম্মেলনের আয়োজন করছে বলে উল্লেখ করেন।

শ্রী মোদী বলেন, শ্বেত বিপ্লব, মধু বিপ্লব, সৌর বিপ্লবের সূচনা প্রত্যক্ষকারী গুজরাটে এখন চতুর্থ বিশ্ব পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি বিনিয়োগকারী বৈঠক ও প্রদর্শনীর আয়োজন হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করে বলেন, গুজরাট ভারতের প্রথম রাজ্য যে সবার আগে নিজস্ব সৌর নীতি প্রবর্তন করে। তিনি আরও বলেন, এর পরে সৌর সম্পর্কিত জাতীয় নীতি অনুসরণ করা হয়েছে। শ্রী মোদী আরও উল্লেখ করেন বলেন, জলবায়ু সম্পর্কিত একটি মন্ত্রক গঠনের ক্ষেত্রেও গুজরাট বিশ্বের অন্যতম অগ্রণী রাজ্য। তিনি উল্লেখ করেন যে গুজরাট ইতিমধ্যে সৌর কেন্দ্র স্থাপন শুরু করেছে যখন বিশ্ব এর কথা চিন্তাও করেনি।

স্থানটির নাম মহাত্মা মন্দিরের নাম উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জের বিষয়টি যখন উঠে আসেনি তখন বিশ্বকে সতর্ক করে দেওয়া অগ্রণী মহাত্মা গান্ধীর নামে এই মন্দিরের নামকরণ করা হয়েছে। মহাত্মাকে উদ্ধৃত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের চাহিদা পূরণের জন্য পৃথিবীর যথেষ্ট সম্পদ রয়েছে, তবে আমাদের লোভ মেটানোর জন্য নয়। তিনি আরও বলেন, মহাত্মা গান্ধীর এই দৃষ্টিভঙ্গি ভারতের মহান ঐতিহ্য থেকে উদ্ভূত হয়েছে। শ্রী মোদী বলেন, 'গ্রিন ফিউচার, নেট জিরো'র মতো শব্দগুলি কোনও অভিনব শব্দ নয়, বরং কেন্দ্র এবং ভারতের প্রতিটি রাজ্য সরকারের প্রয়োজন ও অঙ্গীকার।

প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, উন্নয়নশীল অর্থনীতি হিসাবে ভারতের কাছে এই প্রতিশ্রুতি থেকে দূরে থাকার বৈধ অজুহাত রয়েছে, কিন্তু তিনি সেই পথ বেছে নেননি। তিনি বলেন, "আজকের ভারত কেবল আজকের জন্য নয়, আগামী হাজার বছরের জন্য একটি ভিত্তি প্রস্তুত করছে"। শ্রী মোদী বিশেষ জোর দিয়ে বলেন, ভারতের লক্ষ্য শুধুমাত্র শীর্ষস্থানে পৌঁছানো নয়, বরং শীর্ষস্থানে টিকে থাকার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করা। তিনি আরও বলেন, ২০৪৭ সালের মধ্যে দেশটিকে এক উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করতে ভারত তার শক্তির চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ভালোভাবেই সচেতন। শ্রী মোদী মনে করিয়ে দেন যে ভারত সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, পারমাণবিক ও জলবিদ্যুতের মতো পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির ভিত্তিতে তার ভবিষ্যত গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কারণ তেল-গ্যাসের মজুদের অভাব রয়েছে।

শ্রী মোদী বলেন, ভারত হল প্রথম জি-২০ দেশ যারা প্যারিসে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছে, তাও নির্ধারিত সময়সীমার ৯ বছর আগে। শ্রী মোদী আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে ৫০০ গিগাওয়াট পুনর্নবীকরণযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দেশের লক্ষ্যগুলির একটি রূপরেখা তুলে ধরে বলেন, সরকার সবুজ রূপান্তরকে জনআন্দোলনে পরিণত করেছে। তিনি রুফটপ সোলারের জন্য ভারতের অনন্য প্রকল্পটি পর্য্যালোচনা করার পরামর্শ দিয়েছেন - প্রধানমন্ত্রী সূর্য ঘর মুক্ত বিদ্যুৎ প্রকল্প যেখানে সরকার প্রতিটি পরিবারের জন্য একটি রুফটপ সোলার সেটআপ স্থাপনের জন্য অর্থবরাদ্দ এবং ইনস্টলেশনে সহায়তা করছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই কর্মসূচির মাধ্যমে ভারতের প্রতিটি পরিবার বিদ্যুৎ উৎপাদক হয়ে ওঠবে। তিনি জানান, এই কর্মসূচির আওতায় ১ কোটি ৩০ লক্ষেরও বেশি পরিবার নথিভুক্ত হয়েছে এবং এখনও পর্যন্ত ৩.২৫ লক্ষ বাড়িতে স্পটিংয়ের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

পিএম সূর্য ঘর বিনামূল্যে বিদ্যুৎ প্রকল্পের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রধানমন্ত্রী ব্যাখ্যা করে বলেন, একটি ছোট্ট পরিবার মাসে ২৫০ ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে ১০০ ইউনিট বিদ্যুৎ খরচ করে বাকি বিদ্যুৎ গ্রিডকে বিক্রি করে বছরে মোট ২৫ হাজার টাকা সাশ্রয় করতে পারবে। তিনি আরও বলেন, যদি সংরক্ষিত অর্থ ২০ বছরের জন্য পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ডে বিনিয়োগ করা হয়, তবে পুরো অর্থের পরিমাণ ১০ লক্ষ টাকারও বেশি হবে যা শিশুদের শিক্ষা এবং বিবাহের সময়ে ব্যবহার করা যেতে পারে।

শ্রী মোদী আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী সুর্য্য ঘর প্রকল্পটি কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং পরিবেশ সুরক্ষার একটি মাধ্যম হয়ে উঠছে, যার ফলে প্রায় ২০ লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী জানান, এই প্রকল্পের আওতায় ৩ লক্ষ যুবককে দক্ষ শ্রমশক্তি হিসাবে প্রস্তুত করার লক্ষ্য রয়েছে সরকারের। এর মধ্যে এক লক্ষ যুবক হবেন সোলার পিভি টেকনিশিয়ান। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রতিটি পরিবারের অবদানের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, "প্রতি তিন কিলোওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদিত হলে ৫০-৬০ টন কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমন রোধ করা যাবে।

তিনি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলেন, ভারতের সৌর বিপ্লব স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে, যখন একবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস লেখা হবে। ভারতের প্রথম সৌর গ্রাম "মোধেরায় শতাব্দী প্রাচীন সূর্য্য মন্দিরের কথা উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, বর্তমানে গ্রামের সমস্ত চাহিদা সৌরবিদ্যুতের মাধ্যমে পূরণ হয়েছে। তিনি আরও বলেন, আজ সারা দেশে এই ধরণের অনেকগুলি গ্রামকে সৌর গ্রামে রূপান্তরিত করার অভিযান চলছে।

সূর্য্যবংশী ভগবান রামের জন্মস্থান অযোধ্যা শহরের কথা বলতে গিয়ে শ্রী মোদী জানান, এই অনুপ্রেরণা হিসেবে সরকার অযোধ্যাকে একটি মডেল সৌরনগরী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়েছে। সৌরশক্তির মাধ্যমে অযোধ্যার প্রতিটি বাড়ি, প্রতিটি দপ্তর, প্রতিটি পরিষেবাকে সক্রিয় করে তোলার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। শ্রী মোদী সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, অযোধ্যার বহু স্থাপনায় সৌরশক্তির সঞ্চার হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আরও উল্লেখ করে বলেন, সরকার ভারতের ১৭টি শহরকে একইভাবে সৌর শহর হিসাবে বিকাশের জন্য চিহ্নিত করেছে। তিনি আরও বলেন, কৃষি ক্ষেত, খামারকে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের মাধ্যম করার পরিকল্পনা রয়েছে। তিনি বলেন, আজ কৃষকদের সেচের জন্য সৌর পাম্প এবং ছোট সৌর প্ল্যান্ট স্থাপনে সহায়তা করা হচ্ছে।

শ্রী মোদী বিশেষ জোর দিয়ে বলেন, পুনর্নবীকরণযোগ্য জ্বালানি সম্পর্কিত প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারত বিশেষ গতি ও মাত্রায় কাজ করে চলেছে। তিনি আরও বলেন, গত দশকে ভারত আগের তুলনায় পারমাণবিক শক্তি থেকে ৩৫ শতাংশ বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন করেছে এবং ভারত সবুজ হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে বিশ্বের নেতা হওয়ার চেষ্টা করছে। শ্রী মোদী এই লক্ষ্যে প্রায় কুড়ি হাজার কোটি টাকার গ্রিন হাইড্রোজেন মিশনের সূচনার কথা উল্লেখ করেন। ভারতে "ওয়েস্ট টু এনার্জি" কর্মসূচি চলছে বলেও তিনি জানান। গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পদার্থ সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জগুলির মোকাবিলায় গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের ওপর জোর দিয়ে শ্রী মোদী বলেন, সরকার স্টার্ট আপ সংস্থাগুলিকে ঋণ প্রদানে সহায়তার পাশাপাশি একটি বৃত্তাকার পদ্ধতিকে উৎসাহিত করছে, যাতে পুনরায় ব্যবহার ও পুনর্ব্যবহার সম্পর্কিত উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা যায়।

প্রধানমন্ত্রী মোদী 'মিশন লাইফ' অর্থাৎ পরিবেশ অনুকুল জীবন যাপন করার ক্ষেত্রে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে বলেন "সরকার প্রো-প্ল্যানেট পিপলসের নীতির প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ"। আন্তর্জাতিক সৌর জোটের ভারতের উদ্যোগ, জি-২০ সভাপতিত্বের সময় সবুজ রূপান্তরের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা এবং জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনের সময় গ্লোবাল বায়োফুয়েল অ্যালায়েন্সের সূচনার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন, ভারত এই দশকের শেষ নাগাদ তার রেলপথকে নেট জিরো করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। ভারত ২০২৫ সালের মধ্যে পেট্রোলে ২০ শতাংশ ইথানল মিশ্রণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিনি জল সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত প্রতিটি গ্রামে নির্মিত হাজার হাজার অমৃত সরোবরের কথাও উল্লেখ করেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী এক পেড় মা কে নাম প্রচারের কথা উল্লেখ করেছেন এবং সকলকে এই উদ্যোগে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

ভারতে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির ক্রমবর্ধমান চাহিদার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার এই চাহিদা পূরণে নতুন নতুন নীতি প্রণয়ন করছে এবং সবরকম সহায়তা দিচ্ছে। কেবল শক্তি উৎপাদনই নয়, উৎপাদন ক্ষেত্রেও বিনিয়োগকারীদের জন্য বিপুল সুযোগ-সুবিধার কথা ভাষণের শেষে তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, ভারত সম্পূর্ণ মেড ইন ইন্ডিয়া সমাধানের জন্য প্রচেষ্টা করছে এবং অনেক সম্ভাবনা তৈরি করছে। শ্রী মোদী ভারতের সবুজ রূপান্তরে বিনিয়োগের আমন্ত্রণ জানিয়ে উপসংহার টানতে গিয়ে বলেন, ভারত সত্যিকার সম্প্রসারণ এবং আরও ভাল রিটার্নের জন্য একটি নিশ্চয়তার স্থান।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গুজরাটের রাজ্যপাল আচার্য্য দেবব্রত, মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল, কেন্দ্রীয় নবায়ন ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি মন্ত্রী শ্রী প্রহ্লাদ যোশী, অন্ধ্রপ্রদেশ, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় ও গোয়ার মুখ্যমন্ত্রীরা।

প্রেক্ষাপট

চতুর্থ গ্লোবাল রিনিউয়েবল এনার্জি ইনভেস্টরস মিট অ্যান্ড এক্সপো (রি-ইনভেস্ট) পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদন ও স্থাপনার ক্ষেত্রে ভারতের আকর্ষণীয় অগ্রগতিকে তুলে ধরার জন্য প্রস্তুত। এতে সারা বিশ্ব থেকে আসা প্রতিনিধিদের আকৃষ্ট করে আড়াই দিনব্যাপী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। অংশগ্রহণকারীরা মুখ্য মন্ত্রিপরিষদ প্লেনারি, সিইও গোলটেবিল বৈঠক এবং উদ্ভাবনী অর্থায়ন, সবুজ হাইড্রোজেন এবং ভবিষ্যতের শক্তি সমাধানের বিষয়ে বিশেষ আলোচনা সহ একটি বিস্তৃত কর্মসূচীর সাথে যুক্ত থাকবেন। পার্টনার কান্টি হিসেবে অংশ নিচ্ছে জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, ডেনমার্ক ও নরওয়ে। আয়োজক রাজ্য গুজরাট এবং অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, তেলেঙ্গানা এবং উত্তরপ্রদেশ অংশীদার রাজ্য হিসাবে অংশ নিচ্ছে।

এই উপলক্ষে একটি প্রদর্শনী হচ্ছে যেখানে সরকারি ও বেসরকারি খাতের সংস্থাগুলি, স্টার্ট-আপ এবং প্রধান শিল্প ক্ষেত্রের সংস্থাগুলি নিজেদের উদ্ভাবনসমূহ তুলে ধরবে। এই প্রদর্শনী একটি নিরন্তর ভবিষ্যতের প্রতি ভারতের অঙ্গীকারকে তুলে ধরবে।

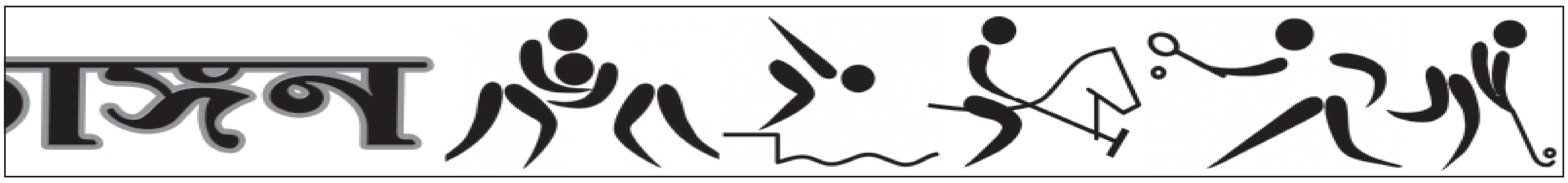

জেনেসিসের জোড়া হ্যাটট্রিক, নাইথক সেরা
আন্দামানকে ১৪ গোলে হারিয়ে গ্রুপ রানার্স ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ১৪ গোলে দুর্দান্ত জয় ত্রিপুরার। প্রত্যাশিত জয় আন্দামান নিকোবর এর বিরুদ্ধে। এবং অনেকটা প্রত্যাশিতভাবেই ত্রিপুরা জাতীয় সাব জুনিয়র ফুটবল আসরে গ্রুপ রানার্স এর স্বীকৃতি পেয়েছে। গোল ব্যবধানের নিরিখে ত্রিপুরা সর্বাধিক গোল করলেও পয়েন্টের বিচারে হরিয়ানা গ্রুপ চ্যাম্পিয়নের খেতাব পেয়ে মূল পর্বের ছাড়পত্র ছিনিয়ে নিয়েছে। ১৪ সেপ্টেম্বরে গ্রুপ লীগের দ্বিতীয় ম্যাচে হরিয়ানার কাছে শূন্য পাঁচ গোলে পরাজয়টাই ত্রিপুরার চ্যাম্পিয়নের স্বপ্ন অধরা করে দিয়েছে। আজ, সোমবার আসামের জোড়হাটে সাব জুনিয়র বালকদের জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে ত্রিপুরার ছেলেরা ১৪-০ গোলের বিশাল ব্যবধানে আন্দামান-নিকোবরকে পরাজিত করে দুরন্ত জয়ের স্বাদ পেয়েছে। সঙ্গে পেয়েছে ৩ পয়েন্ট। ৪ দলীয় গ্রুপ লীগ থেকে তিন ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে ত্রিপুরা দ্বিতীয় শীর্ষ স্থান লাভ করেছে। তবে এটাই আনন্দের এবং গর্বের জাতীয় আসরের খেলায় ত্রিপুরা দল ১৪ গোলের ব্যবধানে জয়ী হয়েছে। প্রথমার্ধের ত্রিপুরার ছেলেরা আট গোলে এগিয়েছিল। গোলের শুরু খেলার ৭ মিনিটের মাথায় সন্দীপ দেববর্মার পা থেকে। পরে ১৮,২২ ও ২৪ মিনিটের মাথায় যথাক্রমে জেনেসিস ডারলং, আয়ুশ চাকমা ও নাইথক জমাতিয়া পরপর তিন গোল। একাধিপত্য বজায় রেখে পুনরায় ৩৩, ৩৯ এবং ৪০ মিনিটের মাথায় জেনেসিস একাই পরপর তিনটি গোল করে। দু মিনিট বাদে ভিক্টর হালাম আরেকটি গোল করলে ব্যবধান ৮-০ হয়। দ্বিতীয়ার্ধে জেনেসিস আরো দুটো গোল করলে তার জোড়া হ্যাটট্রিক অনেকের নজর কেড়ে নেয়। পরে ৫৫ ও ৫৯ মিনিটের মাথায় হামব্রান ও নাইথক জমাতিয়ার পর পর দুটি গোল। শেষে ৬৮ ও ৮২ মিনিটের মাথায় হামরুঙ্গা একা আরও দুটো গোল করলে তারও হ্যাটট্রিক হয়। তবে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে নায়থক জমাতিয়া। ১৪ গোলের দুর্দান্ত ব্যবধানে দারুন জয় পায় ত্রিপুরা।

সিনিয়র লীগ ফুটবলে ত্রিবেণীকে হারিয়ে প্রথম জয়ের স্বাদ পেলো ফরোয়ার্ড ক্লাব

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে ফরোয়ার্ড ক্লাব। গতবারের লিগ রানার্স দল হলেও এবার চন্দ্র মেমোরিয়াল লিগ শুরুতে ক্রমান্বয়ে ড্র ও পরাজয়ের মধ্যে থেকে ফরোয়ার্ডকে অনেকটা পিছিয়ে পড়তে হয়েছিল। তবে দেরিতে হলেও জয়ের স্বাদ তাদের শিবিরে অনেকটা স্বস্তি এনে দিয়েছে। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স চন্দ্র মেমোরিয়াল সিনিয়র ক্লাব লিগ প্রতিযোগিতায় নিজেদের ষষ্ঠ ম্যাচে এসে প্রথম জয়ের স্বাদ পেলো গতবারের লিগ রার্নাস দল ফরওয়ার্ড ক্লাব। ২০২৪-২৫ মরশুমে লিগে ৫ ম্যাচে ৩ টি পরাজয় ও ২ ম্যাচ ড্র করে অবমন হওয়ার দিকে এগোচ্ছিলো ফরওয়ার্ড ক্লাব। সোমবার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে নিজেদের ষষ্ঠ ম্যাচে এসে ত্রিবেনী সংঘ কে ৫-৩ গোলের ব্যবধানে পরাজিত করে কিছুটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো ফরোয়ার্ড। এদিনের ম্যাচটি জয়ের ফলে ৬ ম্যাচে ৫ পয়েন্ট সংগ্রহ করতে সক্ষম হয় ফরোয়ার্ড ক্লাব। অন্যদিকে ত্রিবেনী সংঘ সংগ্রহ করে ৬ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট। বিজয়ী দলের পক্ষে নাওসেক পাম হ্যাটট্রিক করেন। এছাড়া, দুটি গোল করেন থসংগ্রাম সিং। বিজিত ত্রিবেণীর পক্ষে স্টেপোস দুটি এবং রেফরো একটি গোল করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি সত্যজিৎ দেব রায়।

চা শ্রমিক সমবায় লীগ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন ফিফা অপরেশকর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, কমলপুর। মহাবীর চা শ্রমিক সমবায় লীগ কাম নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্টের চতুর্থ বর্ষের আসরে সেরার শিরোপা জিতল ফিফা অপরেশকর। সোমবার মহাবীর স্কুল মাঠে আয়োজিত চূড়ান্ত খেলায় মুখোমুখি হয় জামথুম ফুটবল ক্লাব ও ফিফা অপরেশকর। এই চূড়ান্ত খেলা উপভোগ করতে ছুটে আসেন রাজ্য সরকারের ক্রীড়া মন্ত্রী টিংকু রায়। ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক স্বপ্না দাস পাল, ধলাই জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুস্মিতা দাস, দুর্গা চৌমুহনি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন ভানু প্রতাপ লোধি, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব পরিতোষ পাল সহ অগণিত দর্শক। টান টান উত্তেজনার খেলা নির্ধারিত সময়ে গোল শূন্য থাকে।এর পর টাই ব্রেকারে অপরেশকর ৫-৪ গোলে জয়ী হয়।

বিজয়ী ও রানার্সের হাতে ট্রফি ও পুরস্কার তুলে দেন ক্রীড়ামন্ত্রী সহ অতিথিবৃন্দ। বিজয়ী দলকে সুদৃশ্য ট্রফি এবং নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা ও রানার্স আপকে সুদৃশ্য ট্রফি ও নগদ ত্রিশ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়।উল্লেখ্য, এই প্রতিযোগিতা ৩২ টি দল নিয়ে ৫ অগাষ্ট শুরু হয়েছিল।

খেলার শেষে আলোচনা করতে গিয়ে মন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, খেলা ধূলায় জয় পরাজয় স্বাভাবিক। কিন্তু এর চেয়ে বড় বিষয় হলো খেলাধূলা সুস্থ, স্বাভাবিক, নেশামুক্ত জীবন নিশ্চিত করে।সকলের অংশ গ্রহণে সামাজিক ও মানবিক দিক বিকশিত করে। আরো উন্নতির জন্য এগিয়ে যেতে অনুপ্রেরণা দেয়। মহাবীর ফুটবল টুর্নামেন্ট এই ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। সম্মিলিত ঐক্যবদ্ধ ও সামগ্রিক চেতনার বিকাশে সাহায্য করছে এই টুর্নামেন্ট।এই প্রতিযোগিতা প্রতিবছর দর্শক ও ক্রীড়ামোদীদের মনোরঞ্জনের অন্যতম আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে উঠে।

পূর্ণেন্দু স্মৃতি ফুটবল জয় পেল ব্ল্যাক পাথর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, সাবরুম। সাব্রুমে বেশ জমে উঠেছে পূর্ণেন্দু শিল্ড নক আউট ফুটবল টুর্নামেন্ট। চলতি এই টুর্নামেন্টের প্রতি ম্যাচেই বাড়ছে দর্শকদের সংখ্যা। টুর্নামেন্টের সূচি অনুযায়ী সোমবার মাঠে নামে ব্ল্যাক পাথর পেরাতিয়া ও বীরচন্দ্র মনুর একসোমা ফুটবল একাডেমি। জমজমাট লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই এদিন সমাপ্ত হয় দুই দলের ম্যাচটি। তাতে শেষ পর্যন্ত বাজিমাত দেখালো ব্ল্যাক পাথর পেরাতিয়া।

নির্ধারিত সময়ের লড়াইয়ে ব্ল্যাক পাথর পেরাতিয়া ৪-৩ গোলে বীরচন্দ্র মনুর একসোমা ফুটবল একাডেমিকে পরাজিত করে।উল্লেখ্য বিন্দাস বয়েস সামাজিক সংস্থা আয়োজিত এই প্রাইজ মানি টুর্নামেন্ট গত ১২ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয় সাবরুম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় মাঠে।মহকুমার মোট ২২ টি দল এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করেছে। আগামী ৬ অক্টোবর এই টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচ সম্পন্ন হবে। টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন দল পাবে নগদ দেড় লক্ষ টাকা ও সুদৃশ্য ট্রফি এবং রানার্স দল পাবে নগদ এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা ও সুদৃশ্য ট্রফি। টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচের দিন যত এগিয়ে আসছে ততই যেন প্রতিটি ম্যাচের উত্তাপ বেড়ে চলেছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই এই টুর্নামেন্টকে ঘিরে স্থানীয় ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে তৈরি হয়েছে একটা আলাদা উন্মাদনা।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

সোমবার মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি আবাসে এনসিসির আধিকারিকদের সাথে এক সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসার ডা. মানিক সাহা

রেলের ধাক্কায় গুরুতর আহত যুবক

আগরতলা ১৬ সেপ্টেম্বর : রেলের ধাক্কায় গুরুতর আহত হয়েছে এক যুবক। আজ বাধারঘাট রেলস্টেশনের প্রত্যক্ষদর্শীরা পুলিশকে খবর দিয়েছেন। তাকে উদ্ধার করে হাঁপানিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে কতর্ব্যরত চিকিৎসকরা তাকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করেছে। পুলিশের প্রাথমিক ধারন, আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। কিন্তু এখনো পর্যন্ত তাঁর পরিচয় জানা যায়নি।
সংবাদিকদের মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, আজ সকাল রেলের ধাক্কায় গুরুতর আহত হয়েছিল যুবক। ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে রেল মাস্টার পুলিশকে খবর দিয়েছিলেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে হাঁপানিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেছেন। সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক তার অবস্থা সংকটজনক দেখে তাকে জি বি হাপাতালে স্থানান্তর করেছে।

অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মীর বিরুদ্ধে নাবালিকাকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ

আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর: নয় বছরের এক নাবালিকাকে শ্লীলতাহানি করার অভিযোগ উঠেছে এক অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মী বিরুদ্ধে। পুলিশ অভিযুক্ত অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মীকে আটক করে আদালতে সোপর্দ করেছে। ওই ঘটনা কৈলাসহরের মহিলা থানাধীন এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে।
এবিষয়ে কৈলাসহর মহিলা থানার ওসি রিপিতা ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, ১৫ সেপ্টেম্বর রবিবার রাতে মহিলা থানায় এক লিখিত অভিযোগ মূলে অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মী বাবু সেনা শর্মাকে পুলিশ গ্রেফতার করে। তিনি আরও জানান, আটক ব্যক্তি বাবু সেনা শর্মা নয় বছরের এক নাবালিকাকে নিজ বাড়ি থেকে তোলে নিয়ে তার সাথে শ্লীলতাহানি করেছে বলে নাবালিকার মা থানায় লিখিত ভাবে জানায়। মহিলা থানার পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে আটক ব্যক্তি বাবু সেনা শর্মা ঘটনার দায় স্বীকার করেছে বলেও জানান রিপিতা দেবী। আজ তাকে দুপুর দেড়টা নাগাদ কৈলাসহর আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।
উল্লেখ্য, আটক ব্যক্তি অবসরপ্রাপ্ত বাবু সেনা শর্মা বিগত ছয় থেকে সাত মাস পূর্বে এক পথচলতি ব্যক্তির শরীরে ধাক্কা দেয়। তাতে ঘটনাস্থলেই সেই পথচারী মারা গিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে পুলিশ ঘাতক গাড়িটিকে উদ্ধার করেছিল এবং বাবু সেনা শর্মাকে গ্রেফতার করেছিল। দীর্ঘদিন কৈলাসহর জেলে থাকার পর সাম্প্রতিক কালে জামিনে মুক্তি পেয়ে জেল থেকে বের হয়েছিলেন বাবু সেনা শর্মা। এবার নয় বছরের নাবালিকার সাথে শ্লীলতাহানি করে আরেক কলংকজনক ঘটনা করলেন অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মী বাবু সেনা শর্মা।

পানীয় জলের দাবিতে পথ অবরোধ

আগরতলা ১৬ সেপ্টেম্বর : তীব্র দাবদাহে নাজেহাল নরেন্দ্রনগর দামছড়া এলাকার বাসিন্দারা। এরই মাঝে পানীয় জলের সংকটে তাঁরা দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। পানীয় জলের দাবিতে বাধ্য হয়ে আজ পথ অবরোধে বসেন ওই এলাকার প্রমিলা বাহিনী।
অবরোধকারীদের অভিযোগ, টানা ১০দিন যাবৎ পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছেন নরেন্দ্রনগর এলাকাবাসী। এ বিষয়ে একাধিকবার প্রশাসনিক উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের জানানো হলেও তাঁরা কোন পদক্ষেপ গ্রহন করেননি। তাই আজ সকালে বাধ্য হয়ে পানীয় জলের দাবিতে পথ অবরোধে বসেন এলাকাবাসী।
অবরোধের জেরে যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়েছিল। তাঁদের দাবি দ্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে হবে। এদিকে, অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছেন উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। তাঁরা অবরোধকারীদের আশ্বাস দিয়েছেন, খুব শীঘ্রই পানীয় জলের সমস্যার সমাধান করা হবে। ওই আশ্বাসের ভিত্তিতে পথ অবরোধ প্রত্যাহার করেন তাঁরা।

শিলিগুড়িতে পালিত হল বিশ্ব নবি দিবস

শিলিগুড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.): সোমবার শিলিগুড়িতে পালিত হল বিশ্ব নবি দিবস। প্রতি বছরের মত এবছরও নবি দিবস উপলক্ষে শহরে শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। সোমবার সকাল থেকেই শিলিগুড়ির বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শোভাযাত্রা বের করা হয়। মূল শোভাযাত্রা বর্ধমান রোড থেকে বেড়িয়ে মহাত্মা গান্ধী মোড়, হিলকার্ট রোড পরিক্রমা করে।শোভাযাত্রায় তাজিয়াও বের করা হয়।মুসলিম ধর্মাবলম্বী প্রচুর মানুষ নবি দিবসের শোভাযাত্রায় সামিল হন।
শিলিগুড়ির ঝংকার মোড়ে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, অল ইন্ডিয়া ইমান অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মৌলানা এমডি বাকীবিল্লাহ মোল্লা, শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের ডিসিপি ইস্ট দীপক সরকার, এসজেডি এর সিইও অভিজিৎ সিভালে, দুই নম্বর বরো চেয়ারম্যান মহম্মদ আলম খান, পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন সহ অন্যান্যরা। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সকলকে নবি দিবসের শুভেচ্ছা জানান শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি / রাকেশ

ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে শহরে রেলি জশনে জুলুছে

আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর: প্রতিবছরের মতো এবছরও জশনে জুলুছে ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে শহরে রেলি বের হয়েছে। আজ ত্রিপুরা গাউছিয়া সমিতির পক্ষ থেকে জশনে জুলুছে ঈদ-এ মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আয়োজন করা হয়েছে। এইদিন ইন্দ্রনগর গাউছিয়া জামে মসজিদ প্রাঙ্গণ থেকে একটি রেলি বের হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।রেলিটি পুনঃরায় ইন্দ্রনগর গাউছিয়া জামে মসজিদের সামনে গিয়ে শেষ হয়।
প্রসঙ্গত, আজ থেকে দেড় হাজার বছর পূর্বে আরবের মক্কা নগরীতে আল্লাহ রসুলের আর্বিভূত হয়েছিল। আজ এই দিনটিকে কেন্দ্র করে শহরের রেলি বের করা হয়েছে।

১৭ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু বড়মুড়া পাহাড়ে বনকুমারি উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর: মঙ্গলবার থেকে দু দিন ব্যাপি বনকুমারি উৎসব শুরু হচ্ছে। বড়মুড়া পাহাড়ের খামতিং বাড়ি এলাকায় বনকুমারি মন্দিরে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হবে।
আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কে হতাইকতর তথা বড়মুড়া পাহাড়ের খামতিংবাড়ি এলাকায় বনকুমারি মন্দিরটি সমগ্র ত্রিপুরাবাসির কাছে যেমন পরিচিত এর পাশাপাশি এই সড়কে চলাচলে বহিঃরাজ্যের মানুষের কাছেও সুপরিচিত একটি মন্দির। বনকুমারি মন্দিরকে কেন্দ্র করে প্রতি বছর আশ্বিন মাসের ১ তারিখ সেখানে বিশেষ পুজার্চনা এবং মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মন্দির স্থাপিত হওয়ায় পর থেকে প্রতি বছর বেশ বড় আকাড়ের মেলার আয়োজন করা হয়। ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ সেখানে পুজায় অংশ গ্রহন করে এবং মেলার অনন্দ উপভোগ করে আসছে। এবছর ও সাড়া জাগিয়ে হতে চলেছে এই মেলা। তবে এবছর থেকে দু দিন ব্যাপি এই মেলা অনুষ্ঠিত হবে বলে জানান মেলা কমিটির সদস্যরা।
মেলা কমিটির সদস্যরা জানান, রাজন্য আমল তথা ভারত স্বাধীন হবার ঠিক আগের বছর তথা ১৯৪৬ ইংরেজি সনে সেখানে আসাম আগরতলা জাতীয় সড়ক প্রশস্ত করার সময় জনৈক ঠিকেদার এই মন্দির নির্মান করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এর বহু বছর আগে থেকেই ততকালীন সময়ে এই এলাকায় বসবাসরত জনজাতিরা পাহাড়ের দেবি তথা বনকুমারির পুজা করে আসছিল। ১৯৪৬ সনে সেই জায়গায় মন্দির নির্মানের বছর থেকে প্রতি বছর এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

মাস কয়েক ধরে বন্ধ সামাজিক ভাতা অবিলম্বে ভাতা পুনরায় চালুর দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর: গোলাঘাটি বিধানসভার অন্তর্গত যুগল কিশোরনগর রায়পাড়া এলাকার লোকজন সামাজিক ভাতা থেকে গত কয়েক মাস ধরে বঞ্চিত। তাতে জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন ভাতা বঞ্চিত পরিবারের লোকজনরা।
গোলাঘাটি বিধানসভার অন্তর্গত যুগল কিশোর নগর রায়পাড়া এলাকার রায়ধন সরকার এবং হিরনবাসী সরকার দীর্ঘদিন ধরে বৃদ্ধ ভাতা পেতেন। তারা সেই ভাতার টাকা প্রতিমাসে ঔষধ কেনার কাজে লাগাতেন। কিন্তু গত চার মাস ধরে আচমকা কোন এক অজ্ঞাত কারণে তাদের বৃদ্ধ ভাতা বন্ধ হয়ে যায়। তারা জম্পুইজলা আর ডি ব্লকে গিয়ে পুনরায় ভাতা চালু হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দেন। ব্লক থেকে তাদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল তাদের ভাতা নাকি খুব শীঘ্রই আবার চালু হয়ে যাবে।
কিন্তু ভাতা থেকে বঞ্চিত রয়েছেন রায়ধন সরকার এবং হিরনবাসী সরকার। পাশাপাশি হিরনবাসী সরকারের ৬৪ বছরের ছেলে ঠাকুরধন সরকার গত এক বছর ধরে ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত। তিনিও ভাতার জন্য একাধিকবার আবেদনপত্র জমা দিয়েছিলেন তখন উনাকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যেহেতু উনি একজন ক্যান্সার আক্রান্ত রোগী তাই খুব শীঘ্রই উনাকে ভাতা প্রদান করা হবে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত উনি ভাতা পাননি। তাই অবিলম্বে যেন তাদের বৃদ্ধ ভাতাগুলি পুনরায় চালু করা যায়, তার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নিকট দাবি জানিয়েছেন তারা।

টাকা দাবি করে শ্রমিকদের উপর আক্রমণ, অভিযোগ স্থানীয় কিছু বখাটে যুবকের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, সিপাহীজলা, ১৬ সেপ্টেম্বর: অসহায় দিনমজুর শ্রমিকদের মারধর করে লুটেপুটে নিলো মোবাইল থেকে আরম্ভ করে নগদ ত্রিশ হাজার টাকা ছিনিয়ে নিল দুষ্কৃতীকারীরা। এমনকি দুই লক্ষ টাকা দাবি করা হয় ওই শ্রমিকদের কাছে। যদি দিতে না পারে তাহলে কাজের জায়গায় যেতে পারবে না। এমনকি একটি অস্থায়ী অফিসের দরজায় তালা ঝুলিয়ে দিল কয়েকজন। ঘটনা কমলাসাগর বিধানসভা এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গত একমাস যাবত সেকেরকোট ছনখলা ডিডাব্লিউএস- এর অধীন পানীয় জলের জন্য বাড়ি বাড়ি প্ল্যাটফর্মের কাজ চলছিল। আচমকা ওই এলাকারই একটি ক্লাবের কিছু যুবক সেখানে গিয়ে শ্রমিকদের উপর হামলা চালায় এবং তাদের কাছ থেকে নগদ ৩০ হাজার টাকা এবং কয়েকটি মোবাইল ছিনিয়ে নেয়।
তাদের বক্তব্য হল সেখানে কাজ করতে হলে তাদেরকে ২ লক্ষ টাকা দিতে হবে, নতুবা কাজ বন্ধ রাখতে হবে। তাদেরকে বেধড়ক মারধোর করে কারোর হাত ভেঙ্গে দেয়, কারোর কোমর ভেঙ্গে দেয়, এমনকি মাথায় আঘাত করে ওই ক্লাবের যুবকেরা। পরবর্তী সময়ে সেই শ্রমিকরা সেখান থেকে পালিয়ে এসে সংবাদমাধ্যমের দ্বারস্থ হয়। ৫ জন যুবককে সনাক্ত করতে পেরেছে। এরা হল সেকেরকোট এলাকার অরূপ, কুডু, সুকেশ, সুরজিৎ এবং অভিজিৎ। তাদের নেতৃত্বে ৩০ থেকে ৪০ জন তাদের উপর হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ শ্রমিকদের। অবিলম্বে শ্রমিকরা প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়ে ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহনের দাবি জানাবেন বলে জানিয়েছেন।

বিধায়ক গৌতম প্রসাদ দত্তের শহীদান দিবস উপলক্ষ্যে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৬ সেপ্টেম্বর: বিধায়ক গৌতম প্রসাদ দত্তের শহীদান দিবস উপলক্ষ্যে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন বিশালগড় বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে।
গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন বিশালগড় বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে সোমবার সিপিআইএম বিশালগড় মহকুমা কমিটির অফিসের দ্বিতল ভবনে অনুষ্ঠিত হলো বিশালগড়ের প্রাক্তন বিধায়ক গৌতম প্রসাদ দত্তের শহীদান দিবস উপলক্ষ্যে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। রক্তদান শিবিরে উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে স্বেচ্ছায় রক্তদান করে বিশালগড় মহকুমা এলাকার বাম ছাত্র যুবকরা। রক্তদান শিবিরে আলোচনা করতে গিয়ে সিপিআইএম বিশালগড় মহকুমা কমিটির সম্পাদক পার্থপ্রতিম মজুমদার বলেন ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন তাদের ঐতিহ্যের ধারা বাহিকতা রক্ষা করে আয়োজন করেছে রক্তদান শিবিরের। রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম সিপাহীজলা জেলা কমিটির সম্পাদক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী ভানু লাল সাহা, ছাত্র যুব আন্দোলনের বিশালগড় বিভাগীয় কমিটির সম্পাদক হিরন্ময় নারায়ন দেবনাথ, রাজ্য কমিটির নেতৃত্ব নবারুণ দেব, বিশালগড় সিপিআইএম নেতৃত্ব তপন দেবনাথ।

সামাজিক মাধ্যমে ভাষায় সংযত হওয়ার আর্জি অভিনেত্রী রূপাঞ্জনার

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আর জি কর-কান্ড মাসাধিককাল ধরে মাত্রা পেয়েছে সামাজিক মাধ্যমে। এই অবকাশে বিভিন্ন পোস্টে ব্যবহৃত হচ্ছে লাগামহীন আপাত-অপছন্দের অনেক শব্দ। এ ব্যাপারে নেটনাগরিকদের আবেদন করলেন অভিনেত্রী রূপাঞ্জনা মিত্র।
সোমবার তিনি সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, “আমরা কি আমাদের রোজকার ভাষায় একটু সংযত হতে পারি? যেমন পিসি, চটি চাটা, ফেকু জি, গদি মিডিয়া, পাপ্পু, ভাইপো ইত্যাদি তে? এই নাম গুলো কারা বলা শুরু করেছেন সেই সূত্র গুলো মাথায় রেখেই কথা বলতে বাধ্য হলাম।
নিজেদের ভাষাকে আমরা যদি আগে না শুধরোই তাহলে অন্য কাউকে শুধরোতে পারার শুরু থেকেই দূরে থাকবো। এই ভার্বল অ্যাবিউসগুলো থেকে নিজেদের কে দূরে রাখুন আর সিস্টেম পরিষ্কার করতে মাথা ঠান্ডা রাখুন। দুর্বৃত্তদের ঠেকাতে নিজেদেরকেও শোধরানো দরকার বলে মনে করি বিশেষ করে রোজকার ভাষার প্রয়োগে।” হিন্দুস্থান সমাচার / অশোক সেনগুপ্ত / সোনালি

টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মন্ডলের স্ত্রীকে তলব সিবিআইয়ের

কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : টালা থানার প্রাক্তন অফিসার ইনচার্জ অভিজিৎ মন্ডল জায়া”কে তলব করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। সোমবার দুপুরে হাজিরা দানের কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। গত একমাসেরও বেশি সময়ের ব্যবধানে ওসি”কে গৃহিণী হিসেবে নিজের বাড়িতে একাকীত্বে কোনও অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করেছেন কিনা তিনি জানতে চাইছে সিবিআই। সেইসঙ্গে আরজিকর হাসপাতালের ঘটনা সংক্রান্ত বিষয়ে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের মধ্যেই এ নিয়ে আলোচনায় প্রসঙ্গ উঠে আসে কিনা তা যেমন একদিকে সঠিক তেমনই অন্যদিকে সন্দেহজনক কিছু বা আচরণের কোনও তফাৎ সিবিআই তা খতিয়ে দেখতে চাইছে। এছাড়াও গত ৩৬ দিনে ফোনে কথাবার্তা হয়েছে কাদের সঙ্গে বা ঘনঘন ফোন করেছেন কিনা সে সম্পর্কেও বিস্তারিত তথ্য যোগাড় করতে তৎপর সিবিআই। রহস্যের কিনারা করতে চাইছেন দ্রুত। উল্লেখ্য, খুন ও ধর্ষণের ঘটনাতে ষড়যন্ত্র, তথ্য সংগ্রহে বাধাদান প্রমাণ লোপাটের অভিযোগ রয়েছে।
পুলিশ ওই খবর পাওয়া সত্ত্বেও নিজেদের দায়িত্ব পালনে অযথা গড়িমসি করা ইত্যাদি মারাত্মক অভিযোগ তো রয়েছেই। উপযুক্ত সতর্কতা যেমন গ্রহণ করেন নি। তেমন হাতের ও পায়ের ছাপ এবং অটোপ্সি রিপোর্ট নিয়ে যে বিতর্ক দানা বেঁধেছে তার যাবতীয় দায় শ্রী মন্ডলের। কাজেই স্বামী ও স্ত্রীর বিগত কয়েক দিনের কথোপকথন এই মুহূর্তে জানা জরুরী। হিন্দুস্থান সমাচার / শুভদ্যুতি দত্ত / সোনালি

কোরবা রেলস্টেশনে যুবকের আত্মহত্যার ঘটনায় চাঞ্চল্য

কোরবা, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : সোমবার সকাল সাড়ে ৮টায় ছত্তিসগড়ের কোরবা রেলস্টেশনে এক যুবকের আত্মহত্যার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। যুবকটি ২২ ফুট একটি খুঁটিতে উঠে নিচে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে যুবক। ঘটনাস্থলেই ওই যুবকের মৃত্যু হয়। যুবকের পরিচয় এখনও পাওয়া যায়নি। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি / সৌম্যজিৎ

জৈব পদ্ধতিতে চাষের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা দারুণ অগ্রগতি ঘটিয়েছে: রাজ্যপাল

আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর: জৈব পদ্ধতিতে চাষের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা দারুণ অগ্রগতি ঘটিয়েছে। পরিবেশবান্ধব চাষের পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে ত্রিপুরা যে চমকপ্রদ সাফল্য দেখিয়েছে তা খুব প্রশংসার দাবি রাখে। আজ সকালে আগরতলা প্রেস ক্লাবে ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তীর লেখা ‘ত্রিপুরার মাটির উর্বরতা, পরীক্ষা, ফসল, চাষবাস ও গবেষণা’ শীর্ষক পুস্তকটির আবরণ উন্মোচন করে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নান্নু একথা বলেন।
তিনি বলেন, সমাজ জীবনে এবং ভারতীয় অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব উপলব্ধি করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কৃষকদের অবস্থার উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। কৃষকরা চাষের ক্ষেত্রে যেসমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হন সেগুলি দূর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপাদন আরও বাড়ানোর জন্য এগিয়ে আসতে রাজ্যপাল রাজ্যের কৃষকগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গার মাটিতে কি কি ফসল বেশী করে উৎপাদন করা যায় তা এই বইটি পড়ে কৃষকগণ ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন বলে রাজ্যপাল আশা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন আইসিএআর রিসার্চ কমপ্লেক্সের প্রধান ড. বি ইউ চৌধুরী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি জয়ন্ত ভট্টাচার্য।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।